প্রাচীনাধুনিক সংক্ষিপ্ত

মণিপুরের ইতিহাস।

[ক্ষমুল পুরাণের আবির্ভাব]

মৈয়াং পোত্রীয়দের "পোরল হারপানি থকয়" ইতিহাস
প্রণেতা নিংথৌচা, মেয়াং নিংথৌ, কৈরেংখুল্লাকপা
রাজবংশীয় কৈকাখুল্লাকপা বা

খাইরাকপম শ্রীসেনা সিংহ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

কর্ত্তৃক প্রণীত।

নরসিংহপুর, কাছাড়। ১৯৬০ ইং

     মূল্য ২॥০ দুই টাকা আট আনা মাত্র

প্রাচীনাধুনিক সংক্ষিপ্ত

মণিপুরের ইতিহাস।

[ক্ষমুল পুরাণের আবির্ভাব]

বৈয়াঘ্র গোত্রীয়দের "পোরল হারপাণি থকর" ইতিহাস

প্রণেতা নিংথৌচা, মেয়াং নিংথৌ, কৈরেংখুল্লাক্পা

রাজবংশীয় কৈফাখুল্লাক্পা বা

খ্বাইরাক্পম শ্রীসেনা সিংহ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

কর্তৃক প্রণীত।

নরসিংহপুর, কাছাড়। ১৯৬০ ইং

মূল্য ২॥০ দুই টাকা আট আনা মাত্র।

ভূমিকা

মণিপুর—চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় মণিপুরী জাতির জন্মভূমি। বহুদিন যাবত এতদ্দেশীয় অর্থাৎ কাছাড়, সিলেট, ত্রিপুরা বাসী মণিপুরীগণ একখানা জাতীয় ইতিহাসের অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছেন। ইতিহাসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার প্রতি পূর্ব পুরুষ দিগের লক্ষ্য না থাকায় গ্রন্থাকারে কোন পুস্তক প্রণয়ন করিয়া রাখেন নাই। কেবল হস্ত লিখিত মণিপুর ইতি হাসের প্রাচীন এবং আধুনিকের যৎকিঞ্চিৎ গল্প কাহিনীর পাণ্ডু লিপি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আজকাল ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আছে দেখিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাস অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমানে ভারতের পুর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত মণিপুর রাজ্যের "মণিপুর ইতিহাস" বলিয়া মণিপুর হইতে মণিপুরী গ্রন্থকার কর্ত্তৃক কয়েক খানা প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলি অধ্যয়ন করিয়া সর্ব্ব সাধারণে সন্তুষ্ট লাভ করিতে পারিতেছেনা। ইহার একমাত্র কারণ মণিপুর ইতিহাসের প্রাচীন এবং আধুনিকের শাসক রাজ বংশাবলী পরিচয়াদিতে কারসাজী এবং অনেক স্থলে প্রকৃত সত্য গল্প কাহিনীর অপলাপ করায়। মণিপুরী জাতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মহোদয়গণ আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করায় মণিপুর রাজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধে লেখক কতিপয় গ্রন্থকার মহোদয় গণের লিখিত গ্রন্থের ও মণিপুরী জাতীয় পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই "মণিপুরের ইতিহাস" নামক গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্রাকারে লিখিলাম। লেখক গ্রন্থকর্ত্তা মহোদয় গণকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইতিহাস খানার প্রতি শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ, ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহকারী ও ঐতিহাসিক গবেষনাকারী মহোদয় গণের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিতেছি। স্কুল পাঠ্যাদিতে ছাত্রেরা যেন ইতিহাসের প্রকৃত সত্য গল্প কাহিনী শিক্ষা করে। ইতিহাস খানাতে যদি কোন অংশে ভুল ভ্রান্তি থাকে, তবে পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিয়া লিখা হইবে। পাঠক মহোদয়গণ? অনুগ্রহ করিয়া ভুলের অংশ টুকু লিখিয়া প্রকাশকের ঠিকানায় জানাইলে অত্যন্ত প্রীত হইব।

ইতিহাস গ্রন্থ লিখার প্রকৃত পদ্ধতির অনুসরণ এবং ভাষা শুদ্ধাদি পারিপাট্যতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া, সর্ব্ব সাধারণে বিশেষতঃ মণিপুরের অধিবাসীগণও সহজে বুঝিবার নিমিত্ত এত দ্দেশীয় প্রচলিত সরল বঙ্গালা ভাষায় লিখিলাম। ইতিহাস গবেষনাকারী ও পাঠক মহোদয়গণ ইতিহাস খানার প্রমাণ নিদর্শনাদি অনায়াসে উপলব্ধি করার নিমিত্ত কোন কোন পাঠের অভ্যন্তরস্থ বিষয় বস্তু পাঠ সমাপ্তে "বিশেষ দ্রষ্টব্য" দিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। আমার যাবতীয় দোষ ত্রুটী স্ব অন্তরে শোষণ করতঃ মার্জ্জনা করিবেন।

প্রকাশিত কতিপয় "মণিপুর ইতিহাসে" প্রকৃত সত্য গল্প কাহিনীর কি অপলাপ হইয়াছে একটু ব্যক্ত করিলাম। সেই গুলিতে বভ্রু বাহনের বংশধর ক্ষমুল রাজ বংশীয়দের পরিচয়াদির এবং আধুনিক কালে রাঙামাটী হইতে মণিপুরে আগত রাজপুত্র সম্বন্ধে কোন বিবৃতি নাই। ক্ষমুল রাজ-বংশীয়দের মধ্যে ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিবার মত কেহও দেখা গেল না। তাঁহারা অবনত মস্তকে কিং কর্ত্তব্য কিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছেন।

আমি অর্জ্জুন পৌত্র পরীক্ষিতের বংশধর মেয়াং নিংথৌ বা কৈরেং খুল্লাকপা দলপতি রাজ পুত্রের রাজ বংশীয়। ক্ষমুল রাজ বংশী চির তরে লুপ্ত হওয়ার পথে—এই সময়ে তাঁহাদের অবনত মস্তক উত্তোলনের নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ, নিদর্শন ও তথ্যাদি সংগ্রহ করতঃ প্রকৃত পরিচয়াদি দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। একটা উচ্চ রাজ বংশের পরিচয়াদি উদ্ধার মানসে শোচনীয় অবস্থার মধ্য দিয়া অল্প সংখ্যক মাত্র পুস্তক মুদ্রিত করিলাম। পাঠক পাঠিকা ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়া, ছাত্র ছাত্রিগণ মূল্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সাদরে গ্রহণ করতঃ সন্তুষ্ট লাভ করিয়াছি, অনুভব করিলে শ্রম সার্থক হইল বলিয়া অত্যন্ত প্রীত হইব। ইতি

সন ১৩৬৭ বাংলা

নববর্ষ ১লা বৈশাখ

বিনীত

গ্রন্থকার

সূচী-পত্র

পরিশিষ্ট

প্রকাশক :—

গ্রন্থকার।

পোঃ— কাবুগঞ্জ, গ্রাম বেকীরপার।

জিলা— কাছাড় (আসাম।

প্রথম সংস্করণ ৫০০ কপি।

মূল্য ২'৫০ নঃ পঃ

মুদ্রাকর :— এরিয়ান প্রেস, শিলচর।

প্রাচীনাধুনিক সংক্ষিপ্ত

মণিপুরের ইতিহাস

[ক্ষমূল পুরানের আবির্ভাব]

মহাভারতের মণিপুর

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমোঃ॥

মহাভারতের মতে, প্রাচীন কালের কলিঙ্গ রাজ্যের প্রধান নগর বা রাজধানী মণিপুরে চিত্রব হন রাজত্ব করিতেন, বলিয়া জানা যায়। তথায় মহাবীর পাণ্ডু নন্দন অর্জুনের আগমন সম্বন্ধে, মহাভারত—আদিপর্ব ২১১ অধ্যায়—৯-১৪ শ্লোকে যে সকল কথা বর্ণিত আছে, নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু যানি তীর্থানি কানি চিৎ।
জগাম তানি সর্বানি তীর্থা ন্যায় তনানি চ॥ ৯
দৃষ্টা চ বিধিবৎ তানি ধনঞ্চাপি দদৌ ততঃ।
কলিঙ্গ রাষ্ট্র দ্বারেষু ব্রাহ্মণাঃ পাণ্ডবানু গাঃ॥
অভ্যানুজ্ঞায় কৌন্তেয় মু পাবর্ত্তন্ত ভারতঃ॥ ১০
সতু তৈরভ্যনু জ্ঞাতঃ কুন্তী পুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
সহায়ৈব ল্পকৈঃ শূর প্রযযৌ যত্র সাগরঃ॥ ১১
স কলিঙ্গানতিক্রম্য দেশানায় তথানি চ।
হর্ম্মানি রমনীয়ানি প্রেক্ষ মানো যযৌ প্রভুঃ॥ ১২

মহেন্দ্র পর্ব্বতং দৃষ্ট্বা তাপ সৈরুপ শোভিতম্।
সমুদ্র তীরেন শনৈ মণিপুরং জগাম হ ॥ ১৩
তত্র সর্ব্বানি পুণ্যা ন্যায় তনানি চ।
অভিগম্য মহাবাহুরভ্য গচ্ছন্মহী পতিম্ ॥" ১৪

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের দেবালয় এবং তীর্থাদিতে মহাবীর অর্জ্জুন দান দর্শনাদি করিয়া, কলিঙ্গ রাজ্যের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ গণ তাঁহার অনুমতি গ্রহণে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কুন্তী পুত্র ধনঞ্জয় অর্জ্জুন তখন সাগরাভিমুখে যাত্রা করেন। ক্রমে কলিঙ্গ রাজ্যের রমনীয় হর্ম্ম্যাদি এবং তাপসগণ পরিশোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত দর্শন করিয়া সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত মণিপুর যাইয়া নানা তীর্থাদি দর্শনান্তর রাজ সমীপে উপনীত হইলেন।

তৎপর মণিপুরের অধিপর চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ বন্ধন এবং অর্জ্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

বর্ত্তমান সময়ে চিকাকোল নগরের এবং কলিঙ্গ পত্তনের পার্শ্বে সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে "মনকুর বন্দর" নামে যে স্থানটী বিদ্যমান, তাহাই মহাভারতে উল্লিখিত "মণিপুর" বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। "মনকুর"—"মণিপুর" শব্দের অপভ্রংশ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু তথায় এইক্ষণ হিন্দু রাজ্যের কোন প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না অথচ বভ্রুবাহন রাজ বংশেরও চিহ্ন মাত্র নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অন্তর্গত "মণিপুর রাজ্যের" মণিপুরিগণ অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া প্রকাশ করে। কলিঙ্গ দেশের মণিপুর এবং তাহার নিকটবর্ত্তী নাগ-পুরের নাগ-জাতির সহিত মহাবীর অর্জ্জুনের যেই সম্বন্ধ মহাভারতে বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান মণিপুর রাজ্যের

সংলগ্ন উত্তর দিকস্থিত নাগাপাহাড়ের নাগা জাতির সহিতও এই মণিপুরী-দিগের ঘনিষ্ঠতা পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পরে, পাণ্ডব দিগের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বধৃত উপলক্ষে পিতা-পুত্রে (অর্জ্জুন এবং বভ্রুবাহনের মধ্যে মণিপুরে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তখন বভ্রুবাহনের সুতীক্ষ্ণ-শরাঘাতে গাণ্ডীবধারী মহাবীর অর্জ্জুন গতাসু হইয়া পড়িলে উলুপী সুরঙ্গ-পথে নাগপুর প্রবেশ করতঃ "মৃত সঞ্জীবনী মণি" আনয়ন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া ছিলেন বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত আছে। সেই সুরঙ্গ পথও বর্ত্তমান মণিপুরে বিদ্যমান। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বহুকাল যাবত এই মণিপুরই বভ্রুবাহনের গন্ধর্ব্ব-রাজ্য এবং এখানকার রাজগণ উক্ত বংশধর বলিয়াই পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। কুকী, নাগা প্রভৃতি অসভ্য জাতি পরিবেষ্টিত স্থানে বাস করিয়াও রীতি নীতি এবং আচার ব্যবহারা-দিতে উহারা বহুকাল যাবত গৌরবান্বিত। উহাদের পুষ্প-চন্দনাদি ব্যবহার এবং বেশ ভূষার দিকে লক্ষ্য করিলে মহাভারতে বর্ণিত গন্ধর্ব্ব জাতির সহিত বিশেষ সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে অতি প্রাচীন সময়ের মহাভারতে কোন কোনও স্থানে অংশ বিশেষ "প্রক্ষিপ্ত" বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সেই কালিঙ্গ রাজ্যের মণিপুর হইতেও ইতিহাসের অজ্ঞাত কোনও সময়ে রাজ বংশ—যে কোন কারণে হোক, বর্ত্তমান স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইহাকে মণিপুর নামে অভিহিত করাও অসঙ্গত সিদ্ধান্ত নয়। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত প্রথার বিচারে যাইতে হইলে, আসামের নাগাপাহাড়ের নাগ জাতির কন্যা উলুপীর কথাও পরিত্যক্ত হইতে পারে না।

উল্লিখিত অবস্থা লোচনায় বর্ত্তমান মণিপুরকেই গন্ধর্ব্ব চিত্রবাহনের

রাজ্য এবং তথাকার রাজ বংশীয় মণিপুরী দিগকে বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম
ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ।

মণিপুর নাম ধারণ

মণিপুরের প্রচীন নাম ছিল গন্ধর্ব্ব রাজ্য। এক সময়ে "মেখলী" বলিয়াও ছিল। তেখাও অর্থাৎ অসমীয়রা "মগলু" এবং অওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মদেশীয়রা "কতে" বলিতেন।

দক্ষনন্দিনী দুর্গা—মহাদেবকে বলিলেন প্রভু! আপনাকে দেবতার দেবতা বলিয়া মহাদেব বলিতেছেন; কিন্তু আনন্দোচিত লীলা খেলা-নাচকীর্ত্তনত একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। মহাদেব দুর্গার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া পার্ব্বতী সহ সুবিধাজনক স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে অষ্ট পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত অরণ্যময় স্থলজ, জলজ বিবিধ কুসুম সৌরভান্বিত স্থল ও জলময় এক উপত্যকা ভূমিতে উপনীত হইলেন। স্থান হইল বর্ত্তমান মণিপুর ও জলময় লক্তাক হ্রদ। ইহাই লীলা খেলার উপযুক্ত নিঃশব্দ স্থান বলিয়া ধার্য্য করিলেন।

"অরণ্য শোভনং দৃষ্ট্বা বিবিধ কুসুম যুক্তং।
শঙ্করেণ নিরুক্ত্যস্তু দরণ্য নগরং নৃপ"॥

ধরনী সংহিতা।

মহাদেব ত্রিশূলাঘাতে পর্ব্বত ছিদ্র করতঃ জল বহির্গতের ব্যবস্থা করিলেন। শিবদুর্গা অত্যাহ্লাদে লীলা খেলা নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নাগপতি অনন্ত দুর্গা মহাদেবের লীলা খেলায় আনন্দে বিভোর দেখিয়া

তিনিও আনন্দে আনন্দিত হইয়া "মণি" সমুদয় রাশি রাশি ছড়াইয়া দিলেন। "মণি" সমুদয়ে উপত্যকা ভূম উজ্জ্বলময় আলোকিত হইয়াছিল। তখন হইতেই এই ভূভাগের নাম "মণিপুর" বলিয়া অভিহিত হয়।

পৌরাণিক যুগে মণিপুর

শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে বর্ণিত তৃতীয় পাণ্ডব বীর চূড়ামণি অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের জন্ম বৃত্তান্ত ও তৎকালীন ঘটনার বিবৃতি—পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে এক প্রতিজ্ঞা সূত্র ভঙ্গ করায় অর্জ্জুনকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বন গমন করিতে হইয়াছিল। তৎকালীন ভ্রমনোপলক্ষে ঐরাবত বংশীয় নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুপীর মায়া-পাশে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন এবং কিছুকাল নাগপুরে অবস্থিতির পর উলুপীর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জাত হয়, তাহার নাম "ইরাপ বা ইলাবন্ত"। তথা হইতে অর্জ্জুন মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হন। মণিপুরে তখন "চিত্রবাহন" নামক গন্ধর্ব্ব রাজত্ব করিতেন। চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল।

"মণিপুর দেবতীর্থং পঞ্চকুণ্ডং সরোবরম্।
তব শ্রীক মনা তীর্থ স্নাতি যো মুক্তি মিচ্ছতি॥"

রুদ্র যামল।

অর্জ্জুন তীর্থ স্নান, ধ্যান, দানদক্ষিণাদি সমাপ্তির পর চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মোহিত হন এবং চিত্রবাহন রাজার নিকট মেয়ে সন্তানকে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। গন্ধর্ব্ব রাজের কোন পুত্র সন্তান ছিল না—তিনি পুত্রিকা বিধানে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব জানাইলেন। অর্জ্জুন তাহাতে স্বীকৃত হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন তদুপলক্ষে কিছুকাল তিনি এই

গন্ধর্ব্ব দেশে অবস্থিতি করেন। তৎপর অর্জুন অন্যান্য তীর্থ দর্শনে যাত্রা করেন। তীর্থ পর্যটনের পর অর্জুন পুণঃ মণিপুরে ফিরিয়া আছেন।

"চিত্রাঙ্গদাং পুণদ্রষ্টুং মণিপুর পুরং যযৌ"

মহাভারত

অর্জ্জুন আরোও কয়েক দিন চিত্রাঙ্গদা সহ বসবাস করিয়া হস্তিনা ভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি যাওয়ার পর চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম "বভ্রু বাহন"। বভ্রুবাহনের জন্ম প্রায় যীশু খৃষ্ট জন্মিবার ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে।

উলুপীর গর্ভজাত পুত্র ইরাণ বা ইলাবস্ত মহাভারতের কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সাহায্যার্থ পিতার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া চলিয়া যান। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রাণ বিসর্জ্জন হয়, আর ফিরিয়া আসেন নাই। মণিপুর রাজ বভ্রুবাহন পিতার কোন আহ্বান বাণী না পাওয়ায় স্বদেশে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কুরুক্ষেত্র মহা সমরের পর যুধিষ্টির সম্রাট হইলেন। তখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের নিয়ম ছিল যজ্ঞীয় অশ্ব স্বেচ্ছায় যে যে দেশ ভ্রমণ করিবে, একজন বীর পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন, যে রাজ্যের যে কোন রাজা অশ্ব ধৃত করিবেন ; তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অশ্ব আনিতে হইবে। অশ্ব নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া প্রাগ জ্যোতিষপুর [বর্ত্তমান গৌহাটী] উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা "বজ্র দত্তের" [ভগদত্তের পুত্র] সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় এবং বজ্রদত্তকে পরাজিত করিয়া তিনি যজ্ঞের অশ্ব উদ্ধার করেন। তথা হইতে অশ্ব ক্রমে মণিপুর রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হয়। তখন বভ্রুবাহন তদ্দেশের রাজা। অশ্ব তথায় ধৃত হইলে বভ্রুবাহন পুত্র হইয়া কি প্রকারে পিতার সহিত যুদ্ধ করিবেন, এ সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তা হয়। পরে অর্জ্জুনের বীর-

অনোচিত তিরস্কারে ততোধিক ঘটনা চক্রে উলুপীর উত্তেজনায়, বভ্রুবাহন যুদ্ধ সজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। পিতা পুত্রে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে পিতা [অর্জুন] গতায়ু হইলেন, যুদ্ধ হইয়াছিল "তাকয়েন্দা" নামক স্থানে এবং "পাৎশোই" নামক স্থানে গতায়ু হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্র বভ্রুবাহন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বভ্রুবাহনের মাতা চিত্রাঙ্গদা তখন এই নিদারুণ সংবাদে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং বহুক্ষণ পরে পুত্রের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, পতির মৃত্যুতে নিতান্ত অধীরা হইয়া পতির অনুগমন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পুত্র বভ্রুবাহন ও পিতৃহত্যা জনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দেহ ত্যাগে কৃত সঙ্কল্প হন। তৎকালে নাগরাজ কন্যা উলুপী সুরঙ্গ পথে নাগপুরে গিয়া "মৃত সঞ্জীবনী মণি" আনয়ণ পূর্ব্বক অর্জুনের বক্ষস্থলে স্থাপন করেন। তদ্দরুণ অর্জ্জুন পুনঃ জীবন লাভ করিয়া ছিলেন। এই সকল কথা মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়।

আধুনিকের বিবৃত্তি—মণিপুরী জাতি দেখিতে সুন্দর আর্য্য ভাবাপন্ন কৃষ্ণ ও গৌরবর্ণ বিশিষ্ট। গন্ধ দ্রব্যাদি ও পুষ্প মালা ব্যবহারে ইহাদের অত্যন্ত অনুরাগ। নানাবর্ণ রঞ্জিত বস্ত্রাদি ব্যবহারে কানে কুণ্ডল ধারণ এবং সুদীর্ঘ কেশ বিন্যাসে স্ত্রী পুরুষ সকলেই সর্ব্বদা অভিলাষী। ইহারা আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই সঙ্গীত্ত সক্ত এবং ইহাদের স্ত্রী স্বাধীনতা যথেষ্ট আছে। বভ্রুবাহনের জন্ম সময় হইতে গণনা করিলেও "মণিপুর" প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসরের প্রাচীন রাজ্য। এই সুদীর্ঘ কাল নাগা, কুকী, লুসাই, কাছাড়ী প্রভৃতি ~~বর্ব্বর~~ জাতির মধ্য স্থিত রাজ্যে বাস করা সত্বেও অদ্যাপি তাহাদের [মণিপুরী গণের] উৎকৃষ্টতা যথেষ্টরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। যুদ্ধাদি সম্বন্ধেও ইহাদের সাহস, দক্ষতা কৌশল পরিলক্ষিত হয়। মণিপুরী দিগের আকৃতি প্রকৃতি দৃষ্টে ইহাদিগকে গন্ধর্ব্ব

বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইতেছে না। ইহাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্মকার্য্য এবং পাটের অবস্থাদি অথচ তৎসঙ্গে মণিপুর রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই যে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের রাজ্যছিল, তাহা নিশ্চয়ই অনুমান করিতে হয়।

টেমস নদীর নীচে লোক যাতায়াত প্রত্যক্ষ করিলে উলুপীর সুড়ঙ্গ পথে নাগ রাজ্যে যাইয়া "মণি" আনয়ন ও অসম্ভব বোধ হইবে না। মণিপুর অদ্যাপি [বর্তমান ইম্ফলে] সেই সুরঙ্গ পথের চিহ্ন বর্ত্তমানে আছে এবং নাগা পাহাড় বা নাগ রাজ্য ও ইহার উত্তর সীমান্তেই অবস্থিত।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম
ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ

অশ্বমেধ যজ্ঞে বভ্রুবাহনের যোগদান

বভ্রুবাহন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগদান করার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া নানাবিধ যজ্ঞ সামগ্রী বহু রত্ন রাশি এবং কতেক পরিষদ বর্গ সহ হস্তিনাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জ্ঞাতিবর্গ ও অন্যান্য কুটুম্বাদি সকলের সহিত পরিচিত হইলেন। বভ্রুবাহন পারিষদ বর্গ সহ যজ্ঞের যথা সাধ্য সেবা কার্য্যে কায়িক পরিশ্রম করিয়া পিতাদের স্নেহ ভাজন হইয়া ছিলেন।

বিজুরাৎফাম্ পুরাণে লিখিত আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে বভ্রুবাহনকে যুধিষ্ঠিরের পর হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করিতে বলা হয়, কেন না তাহা না হইলে যুধিষ্ঠির ও পরীক্ষতের মধ্যে এক পুরুষ (Generation) লুপ্ত হয়। "পুত্রিক বিধানে" জাত বলিয়া বভ্রুবাহন মণিপুর ভিন্ন অন্যত্র রাজা হইতে পারেন না বলিয়া এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই। কোষাগার হইতে ভাল ভাল মণিমুক্তা নিয়া যাইতে অনুরোধ করাগেল, তিনি তাহাতেও রাজী হন নাই। কেন না মণিপুরে মণিমুক্তা প্রচুর আছে।

তিনি শুধু মন্দিরস্থ অনন্তশায়ী সুবর্ণের "বিষ্ণুমূর্ত্তিটি" চাহিলেন, প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। উক্ত বিগ্রহের পূজক ব্রাহ্মণ এবং হস্তিনার অনেক পারিষদ সহ বভ্রুবাহন মণিপুর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তদীয় রাজধানীতে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইল। তদবধি উহা বিষ্ণুর নামানুসারে "বিষ্ণুপুর" নাম হইল এবং বিগ্রহের পূজারীর বংশের নাম হইল "বিষ্ণুব্রাহ্মণ বা বিষ্ণু পূজক বংশ"। বিষ্ণু উপাসনা করা তৎকালীন আর্য্য মণিপুরীদের মধ্যে অস্থি মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য এই জাতি পরে "বিষ্ণু প্রিয়" বহুবচনে "বিষ্ণুপ্রিয়া" নামে প্রসিদ্ধ হয়। তৎকারণে বিষ্ণু প্রিয়া মণিপুরীগণ বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য তখনকার গন্ধর্ব্বরা শিবোপাসক ছিল।

কথিত আছে মণিপুর রাজ্যের উত্তর পশ্চিমাংশে মৈতৈ বলিয়া এক মণিপুরী জাতী ছিল। কাল ক্রমে তাঁহারা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া মণিপুরের অধিশ্বর হয়। মৈতৈ রাজা গরীব নওয়াজ বা পামহৈবার [পাম=জুমকৃষি, হৈবা=পারদর্শী] রাজত্ব কালে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে নবদ্বীপ হইতে আগত শান্তদাস গোস্বামী নামে এক মহাপুরুষ ধর্ম্ম প্রচার ও নাম বিতরণ উপলক্ষে মণিপুর রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোঁসাই, মহারাজা সহ রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ প্রজা সকলকে স্নান এবং দেহ শুদ্ধের শাস্তি বিধান করিয়া রামান্দী বা রামাওতী ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অতঃপর বিষ্ণুপ্রিয়া জাতির রাজা বভ্রুবাহনের বংশধর ক্ষমূল রাজা সমীপে উপনীত হইয়া ধর্ম্ম গ্রহণে দীক্ষিত ও স্নান দেহ শাস্তি বিধান করতঃ উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণের প্রস্তাব করায় ক্ষমূল রাজা উত্তর দিয়াছিলেন যে,

"রাজা কহে শান্তদেব শুন নিবেদন।
বিষ্ণু উপাসক আমি বিষ্ণু পরায়ণ॥

তে কারণে নাহি চাহি রাম উপাসন।
আর এক কথা কহি আমি পূর্ব্বের কথন ॥
শান্তদেব মহাসিদ্ধ শুন মতিমান,
মণিপুরে বিষ্ণুপুর আছে এক স্থান ॥
সেইখানে ভগবান গরুড় বাহনে।
উপনীত সেইখানে দেব নারায়ণে ॥
তথা করে বভ্রুবাহন বিষ্ণুকে পূজন।
অদ্যাপিহ চন্দ্র বংশ বিষ্ণুপ্রিয়াগণ ॥
তে কারণে রাম নামে নাহি লয় মন।
তাহা শুনি শান্ত দাস না স্ফুরে বচন ॥

এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় বিষ্ণুপুরে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত হস্তিনা হইতে আনীত "বিষ্ণু বিগ্রহের" পূজা হইত। মৈতৈয় রাজ ভাগ্যচন্দ্র উক্ত বিগ্রহ 'গোপীনাথ জী" বিগ্রহের পরিবর্ত্তে কৌশল করিয়া তথা হইতে আনয়ন পূর্ব্বক নিজ মন্দিরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য অবশেষে বিষ্ণুপ্রিয়ারা তখন "বিষ্ণু পূজার মন্ত্রে" নূতন ও শুদ্ধভাবে দীক্ষিত হয়—বিনা শাস্তিতে, যেহেতু তাহারা বরাবর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। বিখ্যাত শান সেনাপতি "সাম লংফা" ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মণিপুরে আসিয়া মৈরাঙ্গ নামক স্থানে বিষ্ণুপ্রিয়াদিগকে হিন্দুদের দেব দেবীর পূজায় নিরত দেখিয়াছিলেন।

বিষ্ণু পরায়ণেরা যে চন্দ্র বংশীয় ছিল, তাহার এক প্রমাণ তাঁহাদের মূল ক্ষমূল রাজবংশের মুদগল্য গোত্র। যথা :—

"উরুবশ্চ, মণিভদ্র, জামদগ্নিশ্চ রুচাতে।
দহিদশ্চ, মুদ্গলাশ্চ চন্দ্রবংশভবা মতাঃ ॥"

৺পাওনা পণ্ডিতকৃত বাক্য।

অর্থাৎ উরুব, মণিভদ্র, জামদগ্নি, দহিদ ও মুদগল্য এই পাঁচটী চন্দ্র বংশের গোত্র বা প্রবর।

এই বিষ্ণুপ্রিয়ারা যে মণিপুরের প্রথম সুসভ্য শাসক জাতি, তাহা রাজ মোহন বাবু তাঁহার প্রণীত ইতিহাসের ৮৬ পৃষ্ঠায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন :— It is quite provable that the khalachais who call them self Bishnuprias were the first cultured race inpossession of the Manipur valley."

সম্পুর্ণ সম্ভবপর যে, খালা চাইরা—যাহারা নিজদিগকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলে, মণিপুর উপত্যকায় প্রথম সুসভ্য শাসক জাতি ছিল। তাঁহাদের খালা চাই উপাধি প্রাপ্তির বিষয়ে তিনি (রাজমোহন বাবু) ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :— Khalachais evidently means the children (cha-chai of the wide lake (Kha-closed water bulide) and probably refers to the race of peaple, who lived in plain portion of the Monipur valley.

খালা চাইর স্পষ্ট অর্থ—বৃহৎ হ্রদের (লগটাক্) সন্তান বা তীরবাসী সম্ভবতঃ মণিপুর উপত্যকার সমতল অঞ্চলে বসতকারী জাতি বুঝাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ১৩৬৫ বাংলা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়সখা নরনারায়ণ অর্জ্জুন চন্দ্র বংশীয় মূল ক্ষত্রিয়। বভ্রুবাহন তাঁহারই ঔরসে জাত পুত্রহেতু তিনিও চন্দ্রবংশীয় মূল ক্ষত্রিয়। তৎকারণে তাঁহার (বভ্রুবাহন) বংশধরগণ ক্ষমূল নামে অভিহিত হয়। বিষ্ণুর প্রিয় অর্জ্জুনের ঔরসে—বভ্রুবাহন জাত বলিয়াও তাঁহার (বভ্রুবাহনের বংশধরগণকে "বিষ্ণুপ্রিয়া" বলিতেছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীদিগকে বাঙ্গালীরা "খালাচাই" না বলিয়া "কালাছায়া" বলে। বিষ্ণুকাল, অর্জ্জুন কাল—বিষ্ণুর কাল ছায়াতে আশ্রিত অর্জ্জুনের বংশে জাত বলিয়া বলিতেছেন।

মৈতৈ জাতীয় মণিপুরীগণ বিষ্ণুপ্রিয়াদিগকে "খালোচাই" না বলিয়া "মেয়াং কালিছা" বলে। মণিপুরের অধিবাসীগণ তাঁহাদের রাজ্যের বহির্গত বাসিন্দাদিগকে মেয়াং এবং বসতকার স্থান দেশগুলিকে "মেয়াং লৈপাক" (লৈপাক = ভূমি বা দেশ) বলে। কালি = কালা, ছা = সন্তান বভ্রুবাহন, মেয়াং লৈপাকের অধিবাসী মেয়াং অর্জ্জুনের ঔরসে জাত এবং বিষ্ণুপ্রিয়াগণ তাঁহারই বংশধর বলিয়া, অদ্যাপিও মণিপুরস্থ বিষ্ণুপুর এলাকার বৃহৎ লগটাক হ্রদের তীরবাসী ঙাইখোং, নাচৌ, নিংথৌ খোং গ্রামস্থ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদিগকে "মেয়াং কালিছা" বলিতেছেন।

পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীগণ প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ও আকৃতি প্রকৃতি আর্য্যদের মতই। অর্জ্জুনের তীর্থ পর্য্যটন ও যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব রক্ষকের সময় অনেক হস্তিনাবাসী মণিপুরে বসতি করিয়া থাকেন। যজ্ঞ সমাপ্তির পরও বহু হস্তিনাবাসী বভ্রুবাহনের সঙ্গে এদেশে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন; মণিপুরের আদিম বাসিন্দাদের সহিত তাঁহাদের সংমিশ্রণ হওয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীগণের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ লোকের সংখ্যা বিস্তৃত লাভ করিয়াছে। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি আর্য্যদেরই মত।

নিংথৌ খোং এ বর্তমানে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের যে, কয়ুল রাজবংশধর আছেন, তাঁহারা চন্দ্র বংশীয়, মুদগল্য গোত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া চির পরিচিত।

ক্ষমূল পুরাণের বৃত্তান্ত।

(প্রাচীন পর্য্যায়)

প্রাচীন পর্য্যায়ের ক্ষমূল রাজবংশাবলী [বভ্রুবাহনের বংশধর পরবর্ত্তী শাসক রাজগণ]।

অর্জ্জুন।

|

বভ্রুবাহন।

|

দানুমণি।

|

লিক্লা থোম্বা বা কাংলা বা অতিয়া গুরু শীদবা।

|

(১) সনামহী (২) মাঙাং (৩) লুয়াং (৪) আঙোম (৫) মোইরাং

(৬) কহুক-কনসিল্ বা পাখাংবা।

|

ক্ষমূল গুরু (আপোকলাই অর্থাৎ কুল দেবতা)

|

লাইগ্রাম তোম্বক।

|

মধুদেব।

|

(১) হাউরম চাউবা (বংশহীন)

(২) হাউরম য়াইমা (মোইরাঙে পলাতক—থাম্বার বৃদ্ধ পিতামহ)

(৩) হাউরম তোল। (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন)।

হাউরম তোল।

|

তন্দলা থাবা।

|

নোঙ পোহাই লেম্বা।

নোঙ পোহাই লেম্বা
|
চিংথোঙ থং গ্রাইবা।
|
তংচাম্বা।
|
ইমেন থিংবী থাবা।
|
হামু য়ারাবা।
|
লং পাম্বা।
|
বাম্বা।
|
লৈচোঙবা।
|
লাইসাম্বা।
|
কাখেলাম্বা।
|
খোং পোহলবা।
|
আমুবা।
|
চোরাংখা।
|
চাউখম্বা।
|
থোরাং চাউ বা কিয়াম্বা লাল থোবা।
|
চনফিং।
|
হিয়াং তোং।

(১) খমুল তোম্ব
(২) খমুল আতল।

প্রাচীন পর্য্যায় হইতে আধুনিক পর্য্যায়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত মণিপুরে বভ্রুবাহনের বংশাবলী তথা ক্ষমুল রাজবংশীয় দিগের রাজত্ব কাল— শেষোক্ত রাজা ক্ষমুল তোমূব সময়েই লুপ্ত হয় এবং মৈতৈ রাজবংশীয় দিগের রাজত্ব কাল আরম্ভ হইতে থাকে – অনুমান প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে।

সংক্ষিপ্ত গল্প কাহিনী

ক্ষমুল রাজবংশীয়গণ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া যে পরিচয় দিতেছেন, এই রাজ বংশধরগন মণিপুরের "নিংখৌ খোং" নামক গ্রামে "অম্বিবম" ও "অনৌবম" নামে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে "শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ" ও "শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউ" বিগ্রহের সেবা পূজা করতঃ বর্ত্তমান পর্য্যন্ত বসতকার হইয়া আছেন। তাঁহাদের রক্ষিত ক্ষমুল রাজ পণ্ডিত "নবখেন্দ্র" প্রণীত পৌরাণিক ইতিহাস "ক্ষমুল পুরাণ" খানার বিবরণ বিবৃত করিব। পুরাণখানা মণিপুরের মাতৃ ভাষায় (গঙ্কপ্প অর্থাৎ মণিপুরী ভাষায়) সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত। তাহাতে বিশেষ অন্যান্য জ্ঞাতব্য সম্বন্ধীয় বিবরণ কিছুই লিখা নাই, কেবল বিশিষ্ট কয়েক জন রাজার নাম ও তৎসঙ্গে অল্প অল্প যৎকিঞ্চিৎ গল্প কাহিনীর বৃত্তান্ত মাত্র আছে। পৌরানিক গ্রন্থের ন্যায় ইহাতে শাসক রাজদিগের শাসিত সময়ের সন বা শকাব্দির কোন উল্লেখ করেন নাই। মোটা মুটি দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রাক্কাল হইতে মণিপুরে বভ্রুবাহনের রাজত্ব কাল ধরিয়া নিতে হইবে।

প্রথমাবস্থায় মণিপুরী ভাষার নমুনা দেখানের নিমিত্ত কয়েক পংক্তি লিখিলাম। জন সাধারণ জাতি এবং বিজাতি সর্ব্ব সাধারণে পাঠ করতঃ ইতিহাস খানার প্রকৃত মর্ম্ম অবগতি হওরার জন্য বাঙ্গলা ভাষায় পুরাণ খানার বৃত্তান্ত অবিকল অনুবাদ করিয়া লিখিলাম।

মণিপুরী ভাষার নমুনা—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ অনিমগী খুরাদা খুরুম জয়ে শিবদুর্গা অনিমগী খুরাদা খুরুম জয়ে। থা-নুমিং অনিমগী খুর'দা খুরুম জয়ে ক্ষমুল গুরু, লুরাং গুরু, মঙাং গুরু ৩ অহুমগী খুরাদাসুং খুরুম জয়ে। ইবুং ভোশিং অসি পুন্নমগী রারি দগী পৌজন্না "ক্ষমুলগী পুরাণবু" মহাদেবগী মনাই ওইরবা ১সুং মহাদেবগী কৃপাদগী নবখেন্দ্র ত্রৈনা ইজর বনে।

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ—শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণদ্বয়ের চরণে প্রণাম করিতেছি। তারপর শিবদুর্গা দ্বয়ের চরণে প্রণাম করিতেছি। চন্দ্র, সূর্য্য দ্বয়ের চরণে প্রণাম করিতেছি। ক্ষমুল গুরু, লুয়াগুরু, মাঙাংগুরু, গুরুত্রয়ের চরণে প্রণাম করিতেছি। এই সকল শ্রদ্ধেয় দেবতা ও গুরু ত্রয়ের গল্প কাহিনী এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে বিশেষতঃ মহাদেবের কৃপায়, মহাদেবের সেবক ক্ষমুল রাজ পণ্ডিত নবখেন্দ্র আমি এই "ক্ষমুল পুরাণ" খানা লিখিলাম।

ক্ষত্রিয় কুলশ্রেষ্ঠ বীর চুড়ামণি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন—তাঁহাদের পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে এক প্রতিজ্ঞা সূত্র ভঙ্গ করায় তিনি দ্বাদশ বৎসরের জন্য বন গমন করিতে হইয়াছিল। তৎকালীন ভ্রমণোপলক্ষে ক্রমে মণিপুর রাজ্যে আসিয়া উপনীত হন। মণিপুর রাজ গন্ধর্ব্ব চিত্রবাহনের "চিত্রাঙ্গদা" নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। অর্জ্জুন তাঁহার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, চিত্রবাহনের পুত্রিকা বিধান সূত্র প্রস্তাব সম্মত ক্রমে বিবাহ করেন। অর্জ্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে একরূপবান পুত্রের জন্ম হয়। তাহার নাম "বভ্রুবাহন"। যৌবন কাল উপস্থিত হইলে বভ্রুবাহন "সাবিত্রী" নামক এক গন্ধর্ব্ব কন্যা বিবাহ করেন। বভ্রুবাহনের ঔরসে সাবিত্রীর গর্ভে এক গুণবান সুশ্রী পুত্রের জন্ম হয়, তাহার নাম "দাণ্ডমণি"। দাণ্ডমণি বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরের প্রতি প্রবল ভক্তি ছিল।

বভ্রুবাহন - মাতামহ চিত্রবাহনের গন্ধর্ব অর্থাৎ মণিপুর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যাধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি বহু বৎসর অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র মহাসমরের (কুরুক্ষেত্র মহাসমর খৃষ্ট জন্মের প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা) প্রাক্কাল হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত ও স্বর্গারোহণের পর পর্য্যন্ত সুনাম এবং দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়া সদ্গতি হইয়াছিলেন।

দারুমণি, পিতার সদ্গতি হইলে পর মণিপুরের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার সমতুল্য কাল রাজত্ব করার পর দারুমণি চিন্তা করিলেন পুত্র সন্তানাদি নাই আমি অনর্থক রাজ ভোগের লিপ্সায় থাকিয়া দেহত্যাগ করিব। ইহার চেয়ে এখন হইতে বিষয়া অর্থাৎ রাজ্য ভোগের লিপ্সা ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে ভগবানের আরাধনা তপস্যা করিয়া থাকিব। এরূপ মনস্থ করিয়া দারুমণি রাজা "ফৈজু মাহীন্দ্র" নামক মন্ত্রীর নিকট রাজত্ব ভার অর্পণ করিয়া জঙ্গলের ভিতরে "বিষ্ণু দেবতাকে" আরাধনা করিয়া রহিলেন।

ইহার পর দারুমণি যে জঙ্গলের ভিতরে তপস্যা করিতে ছিলেন; সেই জঙ্গলের মধ্যে এক গন্ধর্ব কন্যা "মহাদেবকে" আরাধনা করিয়া থাকিতেন। তাঁহার নাম "যুতীশ্বরী" বলিতেন। যুতীশ্বরী মহাদেব পূজার নিমিত্ত ফুল, ফল সংগ্রহ করিয়া আনিবার সময় দারুমণিকে দেখিয়া যুতীশ্বরী কামবৃত্তি সামলাইতে পারিলেন না; জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! আপনি কে? আপনার পরিচয় বলুন। রাজা উত্তর করিলেন—আমি বভ্রুবাহন পুত্র দারুমণি রাজা। ইহা শুনিয়া যুতীশ্বরী বলিলেন—মহাশয়! আমি আপনার গুণাবলী শুনিয়া বাল্যকাল হইতেই আপনাকে পতিরূপে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইয়া আছি। মহাশয়! আপনি যদি কৃপা না করেন - তবে আমি আপনার সম্মুখেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। যুতীশ্বরীর

এবংবিধ প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া দাক্ষমণি রাজা স্বীকার করিলাম বলিয়া কৃপা করিলেন।

ইহার পর রাজা দাক্ষমণি তীর্থ পর্যটন করিব বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন; আর ফিরিয়া আসেন নাই। ইহার পর বৃত্তীশ্বরীর গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রটি গুণবানযুক্ত সামান্য নহে — শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় দাক্ষমণির পিতামহ "অর্জ্জুন" আসিয়া জন্মান্তর হইয়াছেন। পুত্রটির কারণে বৃত্তীশ্বরী দেবতা আরাধনা করা বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া, অন্তরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুত্রটির কারণে আমি দেবতা আরাধনা করা যে বন্ধ আছি ইহা আমার নিতান্ত ভুল। এরূপ ভাবনা চিন্তা করিয়া বৃত্তীশ্বরী পুত্রটী ত্যাগ করতঃ দেবতা আরাধনা করার নিমিত্ত চলিয়া গেলেন।

ইহার পর মহাদেব পুত্র সন্তানটি গুণবান্ যুক্ত সামান্য নহে বলিয়া বিশেষতঃ বৃত্তীশ্বরীর ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, পুত্র সন্তানটির মুখে "লিক্লানা অমৃত অইদনা" অর্থাৎ কুয়াশায় স্তনা দুগ্ধ অমৃত স্বরূপ হইয়া পড়ুক এবং যৌবন কাল উপস্থিত হইলে এই মণিপুর রাজ্যের অধিশ্বর হইও বলিয়া বর প্রদান করেন।

ইহার পর মহাদেব কয়েকদিন গত হইলে পর একদিন অকস্মাৎ পুত্র সন্তানটির কথা মনে পড়িয়া, তথায় আসিয়া দেখিলেন — শিশুটি হৃষ্টপুষ্ট হইয়া একা একা খেলা ধূলা করিতেছে। অতিয়া গুরু শ্রীবিষ্ণুর অংশ অর্জ্জুন আসিয়া জন্ম লাভ করিয়াছেন বলিয়া, মহাদেব শিশুটিকে অতিয়া গুরু" বলিয়াই তাহার নাম রাখিলেন। তারপর "লিক্লা চাদনা চিকে হায়দনা লিক্লা খোম্বাও কৌরে" অর্থাৎ লিক্লা — কুয়াসা, খোম — কুয়াসাস্তন পান করিয়া বাঁচিয়াছেন বলিয়াও অন্য নাম "লিক্লা খোম্বা" রাখিলেন। তাহার মাতা রাখিয়াছিলেন নাম "চতদনা কাংলমে হায়দনা "কাংলা" কৌথি এ অর্থাৎ চতদনা — না খাইয়া, কাংলামে — শুকাইয়াছিল, বলিয়া

"কালা" ডাকিয়াছেন। ইহার পর মহাদেব সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ইহার পর পুত্র সন্তানটির যৌবনকাল উপস্থিত সময়ে মহাদেব আসিয়া তাহাকে নাম করণ দীক্ষিত করতঃ অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দেন এবং শ্রীবিষ্ণুকে সাধন ভজন আরাধনা করিবার প্রণালী শিক্ষা দিয়া "চিংহৈগু" নামক গাছ তলায় বসিয়া দেবতার তপস্যা কর বলিয়া, সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অতিয়া গুরু মহাদেবের আদেশ মত সে স্থানে দেবতার তপস্যা করিয়া রহিলেন। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে চিং হৈগুর ফল ৩টি (আমলকী ফল) শ্রীবিষ্ণুর চরণে নিবেদিত করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করতঃ এক অঞ্জুলী জল পান করিতেন; এই তাঁহার শেষ।

এদিকে ফৈজু মাহৗত্র মন্ত্রীর ঔরসে তৎগৃহিনী সেংনোর গর্ভে লক্ষীর এক অংশ স্বরূপা দ্রৌপদী আসিয়া জন্ম লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নাম "লৈমারেল সাবিরৈ পাম্ভোইবী" বলে। সাবিরৈ বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম পুণ্যাদি কার্য্যে একান্ত অনুরাগ ছিল। তৎকারণে বিশেষতঃ লক্ষীর অংশ স্বরূপী দ্রৌপদী আসিয়া জন্মিয়াছেন জানিয়া, মহাদেব স্বপ্ন যোগে শ্রবণ করাইলেন—সাবিরৈ, ধর্ম্মাদি কার্য্যে তোমার ভাবভক্তি অনুরাগ ইত্যাদি দেখিয়া তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত মমতা জন্মিয়াছে। তাই তোমাকে একটা কথা বলিব—শুন। তুমি পতিরূপে গ্রহণ করিবে পুরুষ জঙ্গলের ভিতরে, রাজ বাড়ীর দক্ষিণাংশে মুংজেং খোং সন্নিকটে "চিং হৈগু" নামক গাছ তলায় দেবতা আরাধনা করিয়া আছে। ঐ পুরুষ গুণবান্ যুক্ত সামান্য নহে—বিষ্ণু দেবতার অংশ বলিয়া জানিও ঐ পুরুষ এই মনিপুর রাজ্যের অধিশ্বর হইবে—ইহা আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিলাম—জানিও। ইহা বলিয়া মহাদেব সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ইহার পর সাবিবৈ স্বপ্নের কথা শুনিয়া অতি আনন্দিত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলেই নিশ্চয়তা জানিবার জন্য দাসী দুইজনকে দেখিয়া আসিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া জানিলেন—স্বপ্নের কথা সত্য হইয়াছে। লৈমারেল সাবিবৈ পাহোইবী—"আতিয়া গুরু" ইনিই আমার স্বামী বলিয়া অন্তরে মনস্থ করিলেন।

ইহারপর— ফৈজু মাহীজ স্বীয় কন্যা সাবিবৈকে বিবাহ দিবার জন্য বর সাব্যস্ত করিলেন; কিন্তু সাবিবৈ অন্য কাহাকেও পতি গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। যিনি আমার পতি হইবেন—তিনি জঙ্গলের ভিতরে ঘুংজোংখোং সন্নিকটে "চিংহৈগু" গাছতলায় দেবতা আরাধনা করিয়া আছেন। তাঁহার সহিত আমার যদি বিবাহ না দেন; তবে আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন করিব। ইহা নিশ্চয় বলিলাম—জানিও। ফৈজু মাহীজ মেয়ের এবংবিধ প্রতিজ্ঞা বাক্য শুনিয়া, মেয়ের বাসনা পূর্ণ হউক বলিয়া জঙ্গল হইতে "অতিয়া গুরুকে" আনাইলেন। অতিয়া গুরুর বল্কল পোষাক পরিধান নখ না কাটা, চুল না কাটা, এলো-মেলো অপরিষ্কার ইত্যাদি দেখিয়া ঘৃণা জন্মিয়াছে। মেয়েকে নানাবিধ তোষামোদ বাক্যে বুঝাইয়া অন্যের কাছে বিবাহ দেয়, বলা সত্ত্বেও মেয়ে অসম্মত হওয়ায় তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হউক বলিয়া বিবাহ দিলেন। একটি কথা তোমাকে বলিতেছি—তোমরা আমার নিকটে থাকিতে পারিবে না। আমার অদেখা জায়গাতে দূরে গিয়া থাক। এই বলিয়া ফৈজু মাহীজ মেয়েকে যাহা কিছু দিবার যৌতুক দিয়া, অতিয়াগুরু যে স্থানে দেবতা আরাধনা করিতেছিল; তথায় গিয়া থাক বলিয়া বিদায় দিলেন।

ইহার পর—সাবিবৈ, স্বামীর নখ, চুল কাটাইয়া পরিষ্কার করিয়া স্নান করিয়া দিলে পর দেখিলেন—তাঁহার প্রকৃত পূর্ণিমার চাঁদ স্বরূপ

চেহারা—নূতন মেঘবর্ণ সৌন্দর্য্য কান্তি, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, আজানু লম্বিত বাহু, বলিষ্ঠ বীর যুবকের মত—দেখিতে অতি সুন্দর।

তাহার পর একদিন সাবিবৈ পাম্বেইবী স্বামীকে বলিলেন একটি ঘর তৈয়ারের জন্য জঙ্গল কাটিয়া একটু জায়গা আবাদ করুন। সাবিবৈ এই কথা বলায় সম্মত হইয়া অতিয়া গুরু এক টুকরা জঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিলেন। বিশ্ব কর্ত্তা শ্রীবিষ্ণু ভক্ত সেবককে পৃথিবীতে বসবাস করিয়া থাকার মত তৈয়ার করিয়া দেই; এইরূপ মনস্থ করিয়া "শ্রীবিষ্ণু" কাক পক্ষীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাত্রি প্রভাত হওয়ার প্রাক্কালে "য়াইবুং" (মণি সদৃশ জয় ঢাক) নিয়া আসিয়া "থোদেন বনা য়াম্লিবা নাপি" অর্থাৎ অলস, কুড়িয়ায় কাটা জঙ্গল সব পুনঃ উঠো বলিয়া য়াইবুং বাজানী মাত্র কাটা জঙ্গল সকল পূর্ব্বাবস্থা হইল। পরদিন রাত্রি প্রভাত হইলে লিক্সা খোম্বা অতিয়া গুরু জঙ্গল কাটিতে গিয়া দেখিলেন পূর্ব্বদিনের কাটা জঙ্গল সকল পূর্ব্বাবস্থায় আছে। ইহা দেখিয়া অতিয়া গুরু চমৎকৃত হইলেন। এইরূপ করিয়া প্রতিদিন কাটা জঙ্গল প্রতিদিন পূর্ব্বাবস্থা হয়। ইহা দেখিয়া একদিন অতিয়া গুরু কাটা জঙ্গলগুলি কে আবার পূর্ব্বাবস্থা করিয়া দেয়—জানিবার জন্য জঙ্গল কাটার পর সেই স্থানে সারারাত্রি চুপ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। রাত্রি প্রভাতের প্রাক্কালে একটি কাক পক্ষী একটি ছোট "ঢাক" বাজাইয়া বলিতেছে যে, অলস কুড়িয়ায় কাটিয়াছে জঙ্গল পূর্ব্বাবস্থা হও—অমনি কাটা জঙ্গলগুলি পূর্ব্বাবস্থা হইল। অতিয়া গুরু কাক পক্ষীর এরূপ ব্যবহারে রাগান্বিত হইয়া, কাকটীকে ধরিবার জন্য সূতার একটি ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—কাক, তুমি কেন আমি কাটিতেছি জঙ্গলগুলি পূর্ব্বাবস্থা করিয়া দিতেছ? এখনও আমি তোমাকে হত্যা করিব। কাক পক্ষী বলিল—আমাকে হত্যা করিও না; "পুঙ্‌ মচা অসি" (ছোট জয় ঢাকটী)

তোমাকে দিলাম, তুমি ইহা নিয়া যাও। অতিয়া গুরু বলিলেন—তোমার এই একটা ছোট জয়ঢাকটী দিয়া আমি কি করিব? কোন প্রয়োজনে লাগিবে না। কাক পক্ষী বলিল—আমার এই জয় ঢাকটী "মাইনে" (মণি) যাহা যাহা তোমার ইচ্ছামত বলিবে তাহাই কেবল উৎপত্তি হয়। তাহা হইলে ত ভাল বলিয়া অতিয়া গুরু কাক পক্ষীটীকে বন্ধনে রাখিয়া জয় ঢাকটী গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর অতিয়া গুরু জয়ঢাকটীর পরীক্ষা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন যে, জঙ্গলগুলি এখনই আবাদ হও বলিয়া ঢাকটী বাজাইয়া মাত্র জঙ্গলগুলি আবাদ হইল। ঘর বাহির হও—ঘর বাহির হইল। তিনি যাহা বলেন—তাহা বাহির হয় দেখিয়া অতিয়া গুরু খুব আনন্দিত হইলেন। গুরু বলিলেন—কাক তোমার কৃপায় আমি খুব সন্তুষ্ট হইলাম। আজ হইতে তুমি আমার বন্ধু হইয়াছ। তোমার নাম কি বলিয়া ডাকে জানিতে চাই। গুরুর এরূপ কথা শুনিয়া কাক পক্ষী চিন্তা করিল—আমাকে যাহাতে চিনিতে না পারে ছলনা করিয়া আমার নাম বলিতে হইবে। কাক পক্ষী বলিল—আমার নাম "কাক পীতাম্বর" বলে। কাক পীতাম্বর বলিল - বন্ধো! কোন সময়ে যদি আপনার কোন আপদ বিপদ ঘটে, তবে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেই আমি আপনার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইব এবং আপনার যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব। অতিয়া গুরু- বন্ধু কাক পীতাম্বরের এবংবিধ মধুরতা বাক্যে প্রীত হইয়া ছাড়িয়া দিলেন। কাকপক্ষীও সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

ইহার পর—অতিয়া গুরু সেই জায়গাতে একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা হইলেন এবং সাবিরৈ পাম্বোইবী রাণী হইয়া প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। "মাইবুংগী মপন্না" অর্থাৎ মণি সদৃশ জয়ঢাকটীর কৃপায় তাঁহার প্রজাবর্গ, দাস দাসী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি হইতে আরম্ভ

করিয়া কোন কিছুর অভাব হইল না। প্রজা মানুষ সকল কোথা, কোথা হইতে আসিয়া বাহির হইয়াছে।

ইহার পর সাবিবৈ পাম্হোইবী, পিতা ফৈজু মাহীন্দ্রকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ দেয় বলিয়া, নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। পিতা ফৈজু মহীন্দ্র মেয়ের কেমন সাহস আছে, দেখিবার জন্য তাহার পরিষদ বর্গ সহ ৭০০ সাতশত লোক আসিলেন। পিতা আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া মেয়ে সাবিবৈ হাতী, ঘোড়া, ডোলা পাঠাইয়া আনাইলেন। মাহীন্দ্র মেয়ের ঘরবাড়ী প্রাসাদাদির সৌন্দর্য্যতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মেয়ে সাবিবৈ পাম্হোইবীর স্বামী এ বোধ হয় দেবতা, নইলে কার সাধ্য এই রকম অবস্থা করা। সাবিবৈ পিতার সঙ্গে আসিয়া ছিলেন সকলকে প্রত্যেকে থাকিবার এক একটী ঘর ও বিছানা পত্রাদির কাপড় চোপড় যাহা কিছু আবশ্যকীয় সামগ্রী সব দিলেন। ১০৮ প্রকার ব্যাঞ্জনাদি রন্ধন করাইয়া আগত নিমন্ত্রিত সকলকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া মধুর বাক্যদ্বারা সেবা, অপরাধ থাকিলে ক্ষমা করিও বলিয়া পরিবেশন করতঃ ভোজন করাইলেন। সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে পর অতিয়া গুরুর সহিত সভা বসিলেন। ফৈজু মাহীন্দ্র জামাতা অতিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন জামাতা? তুমি কাহার ছেলে হইয়াছ? তোমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে চাই। শ্বশুরের কথা শুনিয়া সিক্লা খোম্বা অতিয়াগুরু বলিলেন আমি, এই মণিপুর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন "দাস্তমণির" ছেলে বলিয়া উত্তর দিলেন। ফৈজু বলিলেন দাস্তমণির ছেলে কি প্রকারে হইয়াছ? জামাতা উত্তর দিলেন পিতা দাস্তমণি দেবতা আরাধনার নিমিত্ত জঙ্গলে থাকিবার সময় মা যুতীশ্বরীর গর্ভে জন্মিয়াছি। ফৈজু মাহীন্দ্র বলিলেন জামাতা? আমি ত তোমার পিতার মন্ত্রী ছিলাম। তোমার পিতা আমার নিকট রাজ্যের ভার অর্পন করিয়া, দেবতা আরাধনা করিব বলিয়া জঙ্গলে

গিয়াছিলেন। জামাতা! এখন তুমি তোমার পিতার রাজ্যে রাজা হও—আমি মন্ত্রী হইয়া থাকিব। অতিয়া গুরু বলিলেন আমার পিতা আমাকে যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন, আমি সেই স্থান ত্যাগ করিতে পারিব না। আমার পরবর্ত্তী বংশধরেরা পিতার পুরাতন রাজপাটে (মণিপুরের বিষ্ণুপুর নামক স্থানে যে স্থানে বর্ত্তমানে "বিষ্ণুগী উমাংলাই' বলিয়া তীর্থ স্বরূপ জায়গা আছে তথায়) বসতকার হইয়া থাকিবে। আপনি পরিমীতৈ নামক স্থানের রাজা হও (স্থানটী মণিপুরের উত্তর পশ্চিমাংশে ছিল বলিয়া কথিত) আমার মন্ত্রীপদে থাকা নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি। দৈবশক্তি প্রাপ্ত জামাতা অতিয়া গুরুর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্বশুর ফৈজু মাহীন্দ্র অতি সন্তুষ্ট হইলেন। ফৈজু "পরিমীতৈ নামক জায়গাতে গিয়া" রাজা হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন পিতার রাজত্ব ভূম অতিয়া গুরুর এলাকায় রহিল।

ইহারপর লিক্লা খোম্বা আতিয়া গুরু সাবিরৈ পাম্বোইবীর পরে ৪ চারিজন রমণী গ্রহণ করেন তাঁহাদের নাম (১) লৈসাং থম্বী (২) চানিং থম্বী (৩ প্রমীলা (৪) উন্মী। বলে। নাগপতি অনন্ত ২ দুই অংশ হইয়া সাবিরৈ পাম্বোইবীর গর্ভে জন্ম লাভ করিলেন। তাঁহাদের নাম—(১) সনামাহী [২] কমুককনসিল বলে। প্রমীলার গর্ভে মাঙাং-গুরু জন্মিলেন। উন্মীলার গর্ভে লুয়াং গুরু জন্মিলেন। মাঙাংগুরু ও লুয়াং গুরু এই দুইজন "নুমিৎ লাইগী" অর্থাৎ সূর্য্য দেবতা ২ দুইটী অংশ হইয়া জন্মিয়াছেন। লৈসাং থম্বীর গর্ভে আঙোম জন্মিয়াছেন। চাংনিং থম্বীর গর্ভে মোইরাং জন্মিয়াছেন। এই ৬ ছয় জনের মধ্যে সনামাহী সকলের জ্যেষ্ঠ এবং কমুককনসিল সকলের কনিষ্ঠ।

ইহার পর লিক্লা খোম্বা আতিয়া গুরু বহুবৎসর কাল রাজত্ব করার পর ছেলেদের নিকট রাজ সিংহাসন দিবার জন্য ডাকিয়া বলিলেন

শুন, পুত্রগণ—পিতা আমার কথা। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি—আমাকে এখন একটু সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের আরাধনা করিবার নিমিত্ত জঙ্গলে যাইতে হইবে। সুতরাং রাজ সিংহাসন, রাজপদবী তোমাদেব নিকট দিতে হইবে—যে পুত্র এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ৭ সাতবার ভ্রমণ করিয়া যে পুত্র আমাকে অগ্রে প্রণাম করিবে, সে সিংহাসনের মালিক হইবে জানিও। পিতার আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্যেষ্ঠ সনামাহী হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিব বলিয়া, এক সময়ে সকলেই বাহির হইলেন। কেবল সর্ব্ব কনিষ্ঠ "কন্থককনসিল" ভ্রমণে বহির্গত হইলেন না। মাতা পাম্বোইবীর নিকটে বসিয়া রহিলেন। মাতা পাম্বোইবী—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কন্থককনসিল তুমি কি রাজা হইতে ইচ্ছা কর না? পুত্র কন্থককনসিল বলিল মা! ইচ্ছা আছে তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ কর গিয়া। কন্থককনসিল বলিল মা! আমি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে পারিব না। কেননা আমি এখও ছোট আছি আমার শক্তি নাই। পুত্রের কথা শুনিয়া সাবিরৈ বলিলেন তাহা হইলে আমার কথা শুন। তোমার পিতার সিংহাসনের ৪ চারি পা ভ্রমণ কর ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের সঙ্গে সমান। কন্থককনসিল মাতার আদেশ অনুযায়ী সিংহাসন ৭ বার ভ্রমণ করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়াছি বলিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন। পিতা বলিলেন তুমি আমার সিংহাসন ভ্রমণ দ্বারায় কি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করা হইয়াছে? পুত্র উত্তর করিল—পিতা মহাশয়! আমার ব্রহ্মাণ্ড পিতা আপনি এবং পিতা বসিয়া আছেন—সিংহাসনটি। পিতার চেয়ে বড় এবং পিতার বসিবার সিংহাসনের চেয়ে বড় ব্রহ্মাণ্ড ত আমি আর জানি না। পুত্রের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—"ইপাগী পা মাগুণ থংবদী ইচাত্তনে" অর্থাৎ পিতার আদিশ্বর গুণাবলী জান. পুত্র তুমি একা। আস বাপু—সিংহাসনে

আরোহণ কর। এই বলিয়া কন্থক কনসিলকে সিংহাসনে বসাইয়া বলিলেন ইপাগী পা-খঙবা মরম অসিদগী নংগী মিংবু "পাখঙবা" কৌজচনো অর্থাৎ পিতার মূলার্থ গুণাবলী জান বলিয়া তোমাকে সকলে পাখঙ্‌বা বলিয়া ডাকুক। আজ হইতে তোমার এই নাম আমি রাজ্যময় ঘোষণা করিলাম।

ইহার পর—সনামহী ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। কন্থক-কনসিল্‌কে সিংহাসনে আরোহিত দেখিয়া, পিতা আমাকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন বলিয়া খুব রাগান্বিত হইলেন। কন্থক কনসিল্‌কে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া পিতা অতিয়া গুরু সনামাহীর হাতে ধরিয়া বলিলেন বাপু হে,—কন্থক কনসিল আমাকে অতি সন্তুষ্ট করার মত একটী কার্য্য কলাপ করায়, তাহাকে "পাখঙ্‌বা" নাম দিয়া পিতা আমি দিয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং সিংহাসনের ও রাজ্যের অধিপতি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হউক। তুমি প্রতি ঘরের রাজা অর্থাৎ অধিপতি হও—রাজ্যের অধিপতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজা বর্গ সকল নিজেদের ঘরে সনামাহী তোমাকে পূজা করুক। অন্যথায় তোমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি ও পূজা না করিলে তাহাদের অমঙ্গল ঘটিবে। পিতার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সনামাহী সন্তুষ্ট হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন।

ইহার পর—মাঙাং গুরু এবং লুয়াং গুরু দুইজন আসিলেন। আঙোম এবং মোইরাং এই দুই জনও ক্রোধ করিয়া, এই রাজ্যে থাকিব না বলিয়া, পাহাড়ে গিয়া রহিলেন। অতিয়া গুরু পুত্রদিগকে নাম করণে দীক্ষিত করিলেন। আঙোম এবং মোইরাং দুইজনও—পাহাড়ে চলিয়া যাওয়ায় নাম করণে দীক্ষিত হইতে পারেন নাই। অতিয়া গুরু মাঙাং এবং লুয়াং কে তাহাদের উপযুক্ত পদবী (মানুষ সকল তোমাদের নাম উচ্চারিত করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি এবং পূজা করিবে, তোমাদের

গুণ কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের মঙ্গল ও রোগ মুক্ত হইবে) দিয়া সন্তুষ্ট করাইলেন।

ইহার পর অতিয়া গুরু দেবতা আরাধনা করার নিমিত্ত জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, একটি গাছ তলায় তপস্যা করিয়া রহিলেন। এই প্রকারে অনেক দিন তপস্যা করার পর সেই গাছের গহ্বরে প্রবেশ করিলেন—আর বাহির হইলেন না। ইনি মানুষ নয়—ইনি দেবতা বলিয়া কথোপ কথন হইয়াছিল। "সিত্তাহুনা উপানুগী করোংদা চোং ডনা লৈথি হইহুনা "সিতবা গুরুবং" কৌবনে" অর্থাৎ দেহ ত্যাগ না করিয়া জীবিত অবস্থায় গাছের গহ্বরে ঢুকিয়া রহিলেন বলিয়া "সিত বা গুরু" (না মরা গুরু) বলিয়াও ডাকিতেন।

সনামাহী, পিতা চলিয়া যাওয়ার পর আঙোম এবং মোইরাং দুইজনকে ডাকিয়া আনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা "পাখঙবা" রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃসম বলায় সনামাহী আঙোম এবং মোইরাংকে নাম করণে দীক্ষিত করিলেন। অতঃপর আঙোম এবং মোইরাং বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগকে এক একটা রাজ্যের মাটী না দিলে যুদ্ধ করিব। সনামাহী তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা 'পাখঙবা" সহ এক একটি খণ্ড রাজ্যের মাটী দিয়া রাজা করিয়া দিলেন।

ইহার পর—একদিন মহাদেব, তাঁহার বাসস্থান নোংমাইজিং চিঙ্গী (মহেন্দ্র পর্ব্বতের) উপরে আরোহণ করিয়া মণিপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলে পর দুর্গাকে বলিলেন—হে দুর্গে! শুন, আমি এই মণিপুর রাজ্যে একবার জন্মিয়া, বহু বৎসর রাজা হইয়া রাজত্ব করার পর—আমার নামে বংশটীর নাম রাখিব এবং আমি "আপোকবা লাই" অর্থাৎ কুল দেবতা হইয়া বংশ সমূহের পূজা পাইব বলিয়া, বহুদিন যাবত আশা

করিতেছি। সুতরাং এবার আমি "কত্রক কনসিল বা পাখঙবার" ঔরসে জন্মলাভ করিয়া, আমার আশা পূর্ণ করিতেছি। মহাদেবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্গা বলিলেন—প্রভু! আমার অবস্থা কিরূপ হইবে? মহাদেব বলিলেন—হে দুর্গে, "মালাং" নামে এক গন্ধর্ব্ব কন্যা জঙ্গলে আমাকে আরাধনা করিয়া আছে, তুমি তাহার গর্ভে "সরারেনগী" অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে কন্যা হইয়া জন্ম লাভ কর। পরে উভয়ের মিলন হইবে।

ইহার পর—মহাদেব, পাখংবার ঔরসে সুচিত্রার গর্ভে পুত্র হইয়া জন্মিলেন। তাঁহার নাম হইল—"ক্ষমুল গুরু"। এদিকে সরারেন অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র ভ্রমণ করিতে আসিয়া গন্ধর্ব্ব কন্যা মালং এর রূপে-গুণে মুগ্ধ হইয়া কামভাব সমলাইতে পারিলেন না। তাঁহার উপর নজর পড়িল। দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে মালাং এর গর্ভে দুর্গা জন্মিলেন। তাঁহার নাম হইল "নোম্বকনৈমা পান্থোইবী"। যৌবন কাল উপস্থিত হইলে ক্ষমুল গুরু—নোম্বকনৈমা পান্থোইবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর পাখংবা ক্ষমূলের নিকট রাজ সিংহাসন ও রাজত্ব ভার দিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন—আর দেখা পাওয়া গেল না। কিছু দিন পরে ক্ষমুলকে স্বপ্নযোগে বলিলেন—তোমার সিংহাসনের নীচে একটা সুড়ঙ্গ বাহির হইয়াছে। তাহার ভিতরে আমি আছি। প্রত্যহ আমাকে প্রণাম করিয়া সিংহাসনে বসিও। তাহা যদি না কর—তবে সাম্রাজ্য-পতি হইয়াও কোন সুখশান্তি পাইবে না। রাত্রি প্রভাত হইলে—ক্ষমুল রাজা স্বপ্নের কথা সত্য কিনা—দেখিতে গেলেন। কথা সত্য হইয়াছে—সিংহাসনের নীচে সুড়ঙ্গ বাহির হইয়াছে। আমি স্বপ্নে যাহা শুনিলাম—সত্য হইয়াছে বলিয়া ক্ষমুল রাজা পিতা পাখংবাকে প্রণাম করিয়া প্রতিদিন সিংহাসনে বসিতেন। ক্ষমুল রাজা বহু শতাব্দী কাল রাজা

হইয়া রাজত্ব করিয়া ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে পরবর্ত্তী রাজ বংশের নাম "ক্ষমুল রাজ বংশ" বলিয়া অভিহিত করিলেন এবং তাঁহারই সময়ে (১) ক্ষমুল (২) মাঙাং (৩) লুয়াং (৪) আঙোম (৫) মোইরাং এই বলিয়া পৃথক পৃথক পাঁচটী বংশ ও গোত্রের আলাদা হয়। ক্ষমুল রাজা পর্য্যন্ত দেবতাদের সহিত দেখা দেখি ও কথোপকথন চলিয়াছিল। ইহার পর আর দেবতা দেখিতে পান নাই। দেবতা এবং মানুষেও মিলামিশা হয় নাই।

ইহার পর ক্ষমুল রাজার ঔরসে নোম্বকলৈমা পাম্বোবীর গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহার নাম—"লাইস্রাম তোম্বক" লাই—দেবতা, স্রাম= মিলন, তোম্বক=একা। মানুষ এবং দেবতার সংমিশ্রণে একা জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নাম রাখা হইয়াছে। লাইস্রাম তোম্বক থাদোইবীকে বিবাহ করিয়া মধুদেবের জন্ম হয়। মধুদেব ইমুরৈকে বিবাহ করিয়া (১) হাউরম চাউবা (২) হউরম য়াইমা (৩) হাউরম তোলের জন্ম হয়। বৃদ্ধা পিতামহী নোম্বক লৈমা পাম্বোইবীকে, পিতা দেবরাজ ইন্দ্র যে "লিকলাই পারেঙ" (কণ্ঠহার) দিয়াছিলেন—তাহা জ্যেষ্ঠ হাউরম সর্ব্বদাই গলায় ধারণ করিতেন। কনিষ্ঠ হাউরম তোল কণ্ঠহারটী ইচ্ছা করিয়া চাহিলে দেন নাই বলিয়া, গোপনে তাঁহাকে হত্যা করি ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া মধ্যম হাউরম য়াইমা ভয়ে মোইরাং রাজ্যে গিয়া রহিলেন মোইরাং রাজ্যের অধিবাসীগণ বিন্নাশনকে "চরৎ না বলিয়া পুদিং" বলে। প্রথমা বস্থায় মোইরাং রাজ্যে হাউরম য়াইমা গিয়া পুদিংএ লুকায়িত ছিল বলিয়া তাঁহাকে "পুদিং জম্বা" বলিয়াও তথাকার লোকে নাম রাখিল, পুদিং জম্বা মোইরাং এর এক মেয়ে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে দুইজন ছেলের জন্ম হয়। প্রথম পুত্রের নাম—পারেম্বা, দ্বিতীয় পুত্রের নাম পুঞ্জিবা। পারেম্বার পুত্রের নাম পুরেম্বা। পুরেম্বা

"ভাংখালৈমা" নাম্নী এক মেয়ে বিবাহ করিয়া খম্বু ও খাম্বা জন্মিলেন। খাম্বার জন্মস্থান মোইরাং রাজ্যে হইলেও তিনি ক্ষমুল রাজ বংশের জাত পুত্র। তৎ কারণে খাম্বাকে ক্ষমুল রাজ বংশীয় বলা হইতেছে। [মণিপুরের ঘরে ঘরে যে খাম্বা ও থোইবীর অটল প্রেম কাহিনীর গীতাভিনয় করে, সেই খাম্বা—এই ক্ষমুল রাজ বংশীয় পুরেম্বার পুত্র আর থোইবী মোইরাং বংশীয় পরমা সুন্দরী একমাত্র রাজকন্যা।] জ্যেষ্ঠ হাউরম চাউবার বংশ নাই। কনিষ্ঠ হাউরম তোল রাজা হইলেন।

হাউরম তোল রাজার পুত্রের নাম—তন্দলা থাবা রাজা।

তন্দলা থাবা রাজার পুত্রের নাম—নোং পোহাই লেম্বা রাজা।

নোং পোহাই লেম্বা রাজার পুত্রের নাম—চিংখোঙ থংখুইবা রাজা।

চিংখোঙ থং খুইবা রাজার পুত্রের নাম - তংচাম্বা রাজা।

তংচাম্বা রাজার পুত্রের নাম—ইয়েন থিংবী ফাবা রাজা।

ইয়েন থিংবী ফাবা রাজার পুত্রের নাম- হামুয়ারাবা রাজা।

হামু য়ারাবারাজার পুত্রের নাম - লং পাম্বা রাজা।

লং পাম্বা রাজার পুত্রের নাম - বান্ধা রাজা।

বান্ধা রাজার পুত্রের নাম- লৈচোঙবা রাজা।

লৈ চোঙবা রাজার পুত্রের নাম—লাইসাম্বা রাজা।

লাইসাম্বা রাজার পুত্রের নাম—কাখেলাম্বা রাজা।

কাখেলাম্বা রাজার পুত্রের নাম—থোং পোহালবা রাজা।

থোংপোহালবা রাজার পুত্রের নাম - আমুরা রাজা।

আমুরা রাজার পুত্রের নাম—চোরাংখা রাজা।

চোরাংখা রাজার পুত্রের নাম—চাউখম্বা রাজা।

চাউখম্বা রাজার পুত্রের নাম—কিয়াম্বা লাল থৌবা রাজা।

মাতার নাম চাংনিং থম্বী। মিয়াম্না কিয়ে হায়ত্তুনা—কিয়াম্বা, লান্দা থৌএ হায়ত্তুনা—লাল থৌবা কৌএ অর্থাৎ মিয়াম্না—সকলে, কিয়ে—ভয়, লান্দা—যুদ্ধে. থৌবা—সাহসী ছিলেন বলিয়া ঐরূপ নাম রাখিয়াছেন। ছোট কালের নাম তৌরাংচাউ বলিতেন। তৌরাং চাউবা কিয়াম্বা রাজার পুত্রের নাম—ছত্রজিৎ রাজা।

ছত্রজিৎ রাজার পুত্রের নাম—হিয়াং তোং রাজা।

হিয়াং তোং রাজার দুইজন পুত্র—[১] ক্ষমুল তোম্ [২] ক্ষমুল আতল। হিয়াং তোং রাজা নোঙ্গাখ্রবা অর্থাৎ পরলোক গত হইলে পর জ্যেষ্ঠ ক্ষমুল তোমু রাজা হইলেন। প্রাচীন হইতে আধুনিক পর্য্যায়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত মণিপুরে বভ্রুবাহনের বংশাবলী তথা ক্ষমুল রাজ বংশীয় দিগের রাজত্ব কাল ইহারই সময়ে লুপ্ত হয় এবং মৈতৈ রাজ বংশীয় দিগের রাজত্ব কাল আরম্ভ হইতে থাকে। [আনুমানিক প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে]

ক্ষমুল পুরাণের বৃত্তান্ত

[আধুনিক পর্য্যায়]

আধুনিক পর্য্যায়ের ক্ষমুল রাজ বংশাবলী

মৈতৈ রাজ বংশীয়দিগের অধীনস্থ রাজগণ।

দামু।
|
সাম্যুরোক } অধীনস্থ না হইয়া গুপ্ত অবস্থায় ছিল
|
মৈমু। | অহোং। | খাঁরৈ।

মৈমু।
|
কাশীনাথ।
|
আনন্দ রাম।
|
কৃষ্ণচন্দ্র।
|
লাবণ্য।
|
সেনারাজা।
|
সেনা চাউবা।
ম্লা হোংবা।
[অনৌবম শাখা]

থারৈ
|
কৃষ্ণদাস বা থাপাক।
|
কীর্ত্তিধ্বজ বা কালা।
|
অতিনধ্বজ বা কামান।
|
পত্তরাজ।
|
তৎবংশ মচুম্না।
|
তৎবংশ - মোহম্না।
[অ'রবম শাখা]

উপরোক্ত উভয় শাখার রাজগণকে মণিপুর মৈতৈ প্রধান শাসক রাজগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত কতেক কতেক বৎসরের জন্য অদল বদল করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্ত গল্প কাহিনী

ক্ষমুল রাজ বংশীয়দের পূর্ব্ব পুরুষ কম্বক কনসিল বা পাখাংবা ক্ষমুল রাজ তোমুকে স্বপ্নযোগে আসিয়া শুনাইলেন যে, ক্ষমুল রাজ তুমি আমাকে প্রতিদিন ১০৮ একশত আটটী জীব দ্বারা পূজা কর—আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ অতিয়া গুরু সিতবার পুত্র কম্বককনসিল বা পাখং তোমার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছি। রাজা উত্তর করিয়া ছিলেন—প্রতিদিন যদি ১০৮টী জীবদ্বারা পূজা করি; তাহা হইলে প্রজাত দিন দিন

হ্রাস হইয়া যাইবে। আমি কাহাদের দ্বারা রাজত্ব করিয়া রাজা হইব। আমি ঐ পূজা দিতে পারিব না। পাখংবা বলিলেন—তাহা হইলে থাক, আমি চলিয়া যাইতেছি। এই বলিয়া পাখংবা মৈতৈ রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নযোগে শুনাইলেন—রাজা আমি এই মণিপুর রাজ্যের অধিপতি পূর্ব্ব পুরুষ বভ্রুবাহনের বংশধর অতিয়া গুরু সিতবার পুত্র কর্ত্তৃক কর্নাসল বা পাখংবা। তুমি প্রতিদিন আমাকে ১০৮টী জীব দ্বারা পূজা কর। তাহা হইলে তোমাকে সকলের উপরে রাজ চক্রবর্ত্তী রাজা করাইয়া রাজত্ব করাইব। [মণিপুরের উত্তর পশ্চিমাংশের একখণ্ড ভূমে মৈতৈ জাতির রাজা রাজত্ব করিতে ছিলেন]। মৈতৈ রাজা ভাল বলিয়া সম্মত হইলেন।

ইহার পর—মৈতৈ রাজা চিন্তা করিলেন—জীব বলিতে গোবরের পোকাও জীব। কেননা তাহাদেরও জীব অর্থাৎ প্রাণ আছে, চলিতে ফিরিতে পারে। ইহা দ্বারাই আমি পাখংবার পূজা করিব। রাজা ইহাই সাব্যস্ত করিয়া রহিলেন। কয়েক দিন পরে পাখংবার সুরঙ্গ মৈতৈ রাজার সেখানে পৌঁছিল। সুরঙ্গ দেখিয়া পাখংবা আসিয়াছেন বলিয়া মৈতৈ রাজা গোবরের পোকা ১০৮টী সংগ্রহ করতঃ পূজা করিবার জন্য পাখংবাকে বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন। পাখংবা আসিলেন। রাজা তৎ সম্মুখে পোকাগুলি এক কলাপাতাতে যাহাতে নড়াচড়া করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া, ফুল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ রাখিয়া যোড়হস্তে প্রার্থনা করিলেন যে,—প্রভু! এই পোকাও এক প্রকার জীব। আমি এই পোকা দ্বারাই প্রভুর পূজা নিবেদন করিতেছি। মনে কোন অন্যথা না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করুণ! এই বলিয়া মৈতৈ রাজা পাখংবার পূজা করিলেন। পাখংবা মৈতৈ রাজাকে রাজোপ যুক্ত সম্মান বর্দ্ধিত করাইব বলিয়া মনস্থ করায়, মৈতৈ রাজার বুদ্ধি চাতুর্য্যে কৈফৎ

করার মত জবাব না পাওয়ায়, সত্যে আবদ্ধ হেতু দায়ে পড়িয়া গোবরে পোকা জীবের পুজা গ্রহণ করতঃ মৈতৈ রাজ্যে রহিলেন।

এদিকে ক্ষমুল রাজ্যে পাখংবা না থাকায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। মণি মুক্তা, ধন রাশি সর্ব্বত্র নিঃশেষ হইতে লাগিল। তারপর—মাইবা, মাইবী অর্থাৎ কবিরাজ কবিরাজিনীগণ সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, মহারাজকে কনিষ্ঠ ক্ষমুল আতল হত্যা করিবে বলিয়া মহারাজের কর্ণগোচর করাইলেন। মহারাজ ইহা শুনিয়া বলিলেন—শত্রুকে আমার বাড়ীতে রাখা ঠিক নয় সত্বর তাহাকে প্রাণ সংহার কর গিয়া বলিয়া ঘাতককে আদেশ দিলেন। ঘাতক ক্ষমুল আতলকে দেখিয়া তাহার অন্তরে অতি মমতা জন্মিল। সে সময় ক্ষমুল আতলের বয়স বেশী নয়—যৌবন কাল উপস্থিত। ঘাতক নিঃশব্দ জঙ্গলে তাঁহাকে নিয়াগেল। ঘাতক তাঁহার মুখপানে একদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চক্ষের জলে বুক ভাসাইল। ঘাতক ক্ষমুল আতলকে হত্যা করা ঠিকনয়—বিবেচনা করিয়া রাজাকে দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী কাটিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। ক্ষমুল আতল হত্যা করিয়াছি বলিয়া, ঘাতক তাঁহার কাটা অঙ্গুলিটী রাজাকে দেখাইলেন।

ক্ষমুল আতল গোপনে পাহাড়ের দিকে গিয়া নাগাদের সহিত রহিলেন। কয়েকমাস পরে তিনি এক নাগা মেয়ে বিবাহ করিলেন। তাঁহার ঔরসে নাগা মেয়ের গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। তাহার নাম "হাওখুন্দা পোত্র" অর্থাৎ নাগাদের গ্রামে জন্ম বলিয়া "হাওবা" ডাকিতেন। ক্ষমুল আতল, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ক্ষমুল তোমু মহারাজার প্রতি তাঁহার খুব আক্রোশ। তাঁহাকে হত্যা করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন অবশেষে স্থির করিলেন যে, পরি মৈতৈ রাজার সহিত না মিলিলে ক্ষমুল রাজাকে হত্যা করিতে পারিব না। এই বলিয়া তিনি গর্ভাবতী স্ত্রী সহ

মৈতৈ রাজ্য অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথি মধ্যে "নুমিৎনাযুং ঙাংনা খোরক পদা অঙাং পোত্র" অর্থাৎ সুর্য্য লাল বর্ণ হইয়া উদিত হইবার সময় সন্তান জন্মিল বলিয়া দ্বিতীয় পুত্রকে "ঙাংবা" নাম রাখিলেন। ইহার পরে ক্ষমুল আতল মৈতৈ রাজ্যে গিয়া রহিলেন। ক্ষমুল রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া মৈতৈ রাজার সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষমুল আতল মৈতৈ রাজাকে বলিলেন—ক্ষমুল রাজার নিকট যতদিন "য়াইবুং" [জয়ঢাক] থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে কেহও পরাজিত করিতে পারিবেন না। তাই আমি আগে "য়াইবুং" চুরি করিয়া আনি। মোইরাং রাজাকেও যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য বলুন। তিনিও ক্ষমুল রাজাদের সহিত পূর্ব্বাবধি মনোমালিন্য আছে। ক্ষমুল আতলের পরামর্শে মৈতৈ রাজা—মোইরাং রাজাকে যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বলায় স্বীকৃত হইলেন। ক্ষমুল আতল বুদ্ধি কৌশল করিয়া "য়াইবুং" চুরি করিলেন। [য়াইবুং চুরি সম্বন্ধে মতভেদ তথ্যাদি আছে—আমার মতে য়াইবুং পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছে]।

ইহার পর—মৈতৈ রাজা, মোইরাং রাজার সহিত মিলিত হইয়া ক্ষমুল রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে রওয়ানা হইলেন। ক্ষমুল রাজার পরাক্রমে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। এ প্রকারে ৩ বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুদ্ধ ভঙ্গ করতঃ ফিরিয়া আসিয়া ছিলেন। এমত অবস্থা দেখিয়া ক্ষমুল আতল বলিলেন—আমি আর একটি কথা বলি শুনুন। ক্ষমুলদের একটা গুপ্ত কাহিনী আছে। তাঁহারা শিমুল গাছের রস পান করিলে উন্মাদ হয়—ক্ষমুলেরা উন্মাদ হউক। উন্মাদ হইলে তাঁহাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইবে। সুতরাং যুদ্ধে জয় লাভের নিশ্চিত আশা আছে। তাঁহারা যে নদীতে স্নান করে ও জল পান করেন; সেই নদীর উজানে গিয়া শিমুল গাছ কাটিয়া কাটিয়া—টুকরা, টুকরা, করিয়া জলে ফেলিয়া দিন। ক্ষমুল

আতলের কথা মত মৈতৈ সকল শিমুল গাছ কাটিয়া কাটিয়া—টুকরা টুকরা করতঃ নদীতে ফেলিয়া দিলেন। শিমুলের রস মিশ্রিত জল পান করিয়া ক্ষমুল রাজা সহ তাঁহার জনগণ সৈন্য সামন্ত সকল উন্মাদ হইলেন।

ইহার পর—ক্ষমুল রাজার সৈন্য সকল মৈতৈদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রাত্রিতে নৌকায় আরোহণ করিলেন। কিন্তু নৌকা বন্ধনের রশি না ছাড়িয়া সারারাত্রি নৌকাগুলি লগী ঠেলিতে লাগিলেন। নৌকাগুলি যে জায়গাতে বন্ধন ছিল; সেই জায়গাতেই আছে—একটুকুও নড়ে চড়ে নাই। রাত্রি প্রভাতের সময় উন্মাদ সকল কচিশনের ফুল প্রস্ফুটিত তাহা দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন - জলন্ত এই দিকেই আছে। তাঁহারা আদন্ত জল ত্যাগ করিয়া, জল নাই শুকনা কচিশনের প্রস্ফুটিত ফুলের মধ্য দিয়া সকলে নৌকাগুলি টানিতে লাগিলেন। নৌকাগুলি জোরে টানিতে টানিতে বন্ধনের রশি ছিঁড়িয়া যায় এবং নৌকাগুলি তাঁহারা যে দিকে টানে, সেই দিকেই চলিতে লাগিল। অনেক সময় নৌকা টানার পর যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইল তখন বলিতে লাগিলেন যে, মৈতৈ পাইয়াছি কাট বলিয়া তাঁহারা পরস্পরে কাটাকাটি করিয়া সকলেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। শনের কণ্টকে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাকে তাঁহারা শিঙ্গী মাছের কাটায় বিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া "সিরে সিরে" অর্থাৎ মরিয়াছি বলিয়া হৈ চৈ ও লাফালাফি করিয়া ছিলেন।

ইহার পর—ক্ষমুল ধ্বংস হইয়াছে খবর পাইয়া ক্ষমুল আতলের সঙ্গে মৈতৈ সকল আসিয়া দেখিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষমুল রাজা "তোমুকে" প্রাণ ত্যাগ দেখিয়া ক্ষমুল আতল মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে ক্ষমুল আতলকে "ক্ষমুল রাজ বংশীয়" বলিয়া সকলে পরিচয় পাইলেন। মৈতৈ সকল রাজ পাট লুঠ পাট করিল। রাজপাটের পাট রাণী সহ অন্যান্য পুরুষ

রমণী ও ছেলে মেয়েগণ "লাইম" গিয়া গুপ্ত অবস্থায় রহিলেন। পরে ইষ্ট দেবতা "বিষ্ণুপ্রিয়ার" অস্ত্র সন্ধান করিতে গিয়া পাইলেন না। কমুল রাজা "তেমুর" এক ছোট ছেলে ছিল—তাহার নাম "দামু"। মৈতৈদের ভয়ে অন্যান্য রাজ বংশী কেহ কমুল রাজ্যে রাজা হইয়া রাজত্ব করেন নাই। কমুল আত্তল ত ছেলেদের সহিত মৈতৈদের সঙ্গেই রহিলেন। ছেলে "হাওবার" বংশ ধরেরা "হাওরম" এবং "ডাংবার" বংশধরেরা ডাংবম বলিয়া পৃথকপৃথক গোষ্ঠী হইলেন। বভ্রুবাহনের বংশজাত তথা কমুল রাজবংশের ধ্বংস ও রাজত্ব লুপ্ত হওয়ার গল্প কাহিনী যাহা বিবৃত করিলাম ইহাতেই শেষ।

কমুল পুরাণ খানা কেহ যদি নিজ বাড়ীতে রাখিয়া শুক্রবার কিম্বা রবিবার দিন একান্ত মনে পূজা করিয়া পাঠ করে বা শ্রবণ করে, তাহাদের "কুষ্ঠরোগে" আক্রমণ করে না। (মণিপুরীদের বিশ্বাস—কুষ্ঠরোগ উৎপত্তির অধিপতি পাখংবা—কমুল রাজ বংশের আদিপুরুষ কমুল পুরাণ খানা তাঁহারই বংশধরের গল্প কাহিনী বিবৃত, পাখংবার পূজা বা বাউনা দেওয়া হয়—শুক্র ও রবিবারে। এইজন্য উপরোক্ত বারদ্বয়ে পাঠ বা শ্রবণ করার উল্লেখ করা হইয়াছে)। তারপর বংশাবলীর উন্নতি এবং ধন সম্পত্তি বৰ্দ্ধিত হয়। ইহা মহাদেবের আদেশ বাণী—নিষ্ফল হইবে না।

মণিপুরী জাতীতে নিংথৌচা, কমুল, আঙোম, মোইরাং, লুয়াং. চেংলৈ ও খাবাঙাবা বলিয়া ৭ সাতটি শলাই বা শাখা আছে। তাহাদের মধ্যে "বিষ্ণুপ্রিয়া" ও "মিতৈ" বলিয়া প্রধান দুইশাখা জাতীর উৎপত্তি হওয়ার কথা এখন বিবৃত করিব। মৈতৈ রাজার ঔরসে এক পুত্রের জন্ম হয়—তাঁহার নাম পামহৈবা বা গরীব বনিওয়াজ। গরীব বনিওয়াজ বড় হইলে মণিপুর রাজ্যের প্রধান রাজা হইলেন। ১ কমুল রাজবংশীয়দের আদি পুরুষ পাখংবা, স্বপ্নযোগে গরীব বনিওয়াজ রাজাকে

শুনাইলেন—রাজা,—আমি এই মণিপুর রাজ্যের অধিপতি ক্ষমুল রাজবংশীয়ের আদি পুরুষ—পাখংবা। তুমি যদি সুখ-শান্তিতে রাজা হইয়া রাজত্ব করিতে ইচ্ছা কর—তবে ক্ষমুল রাজ্যে একজন ক্ষমুল রাজবংশীয়কে রাজপদে নিয়োগ কর। তোমার অভিষেকে ক্ষমুল রাজাকে জলাঞ্জলী অর্পণ করাও। এই কথা বলিয়াই পাখংবা চলিয়া গেলেন পাখংবার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৈতৈ রাজা গরীব বণিওয়াজ—রাত্রি প্রভাত হইলেই—"ক্ষমুল" অনুসন্ধান কর বলিয়া, অনুচর পাঠাইলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর ক্ষমুল রাজা তোমুর পুত্র "দামু" তৎপুত্র "সামুরুক"—তৎপুত্র "মৈমুকে" পাইলেন। রাজা গরীব বণিওয়াজ ক্ষমুল রাজ্যে "মৈমুকে" রাজপদে নিয়োগ করিয়া, রাজোপযুক্ত হইবার উপযোগী দ্রব্যাদি ও ধন সম্পত্তি দিলেন। যে স্থানে পূর্ব্বে রাজপাট ছিল তথায় রাজ বাড়ীর গৃহাদি সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সেই স্থান "পূর্ব্ব বিষ্ণুপুর" বলিয়া সেই সময়ে পরিচিত ছিল। মৈমু রাজা হইয়া "চোঙসেকপিন্ খলদন', শামুতে ভহ্না" অর্থাৎ রাজা হইবার লক্ষন চিহ্ন "ছত্রদণ্ড" ধারণ করিয়া, হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক ক্ষমুল রাজ্যে আসিয়া সম্মানের সহিত রাজা হইলেন। চোঙথন্দনা আসিয়াছিলেন বলিয়া "মৈমু চোঙথানবা" নামে অভিহিত হইলেন। ক্ষমুল রাজ্যের অধিবাসীগণ আমাদের "ক্ষমুল" রাজা হইয়াছেন বলিয়া জয়ধ্বনি করতঃ অতি আনন্দে গান-বাজানা ইত্যাদি করিলেন।

* ইহার পর—গরীব বনিওয়াজ রাজার রাজত্বকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে হইতে "ধনপতি" নামে এক রাজপুত্র অনেক সাঙ্গো পাঙ্গো সহ মণিপুরে আসিয়া গরীব বনিওয়াজ রাজার নিকট ৬০ ষাটি ঘর বসতি করিয়া থাকিবার জায়গা চাহিলেন। প্রার্থনা পূর্ণ হইল। গরীব বণিওয়াজ রাজা বলিলেন—তুমি কোন জায়গাতে থাকিবার ইচ্ছা কর—বল।

ধনপতি রাজকুমার বলিলেন—আমি ক্ষমূল রাজা মৈমু চোঙথানবার নিকটবর্ত্তী জায়গাতে চাই। গরীব নিওয়াজ রাজা তাঁহার কথা শুনিয়া ভাল বলিয়া আদেশ দিলেন। রাজপুত্র 'লিকুঙ কপ্ হুনা য়েন নঙ্ থতুনা ইম্ফম লেফল্লে হৱগা" অর্থাৎ ধনুকের তীর নিক্ষেপ করিয়া, মোরগ-মোরগী ছুঁড়িয়া বসত ভিটা সাব্যস্ত করতঃ তথায় বসত বাড়ীর গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন। তাঁহার বসতকার স্থানটীকে "মেয়াংদগী লা এ চাইদনা" (মণিপুরের অধিবাসীগণ—তাহাদের রাজ্যের বহির্গত দেশগুলিকে মেয়াং লৈপাক বা মেয়াং দেশ বলে) অর্থাৎ মেয়াং দেশ হইতে আসিয়াছেন বলিয়া "মেয়াং ইম্ফাল বলে। "খুন অমগী মপু খুল লাকপা অর্থাৎ একটা গ্রামের মালীক বা শাসনকর্ত্তা বা রাজা হইয়াছিলেন বলিয়াও "খ্বাইরাকপা খুল্লকপা" ইম্ফালও বলে।

ধনপতি রাজকুমার মনিপুর রাজ্যের গ্রাম সকল ভ্রমণ করিয়া তাহার মনোমত কার্য্য পদ্ধতি বিশেষ ভাবে দেখিতে পাইলেন না। কার্য্য পদ্ধতি মানে মণিপুরবাসী উন্নত প্রথায় কৃষি কার্য্য করিতে, হুক্কাদ্বারা তামাক খাইতে, তাম্বুল ব্যবহার করিতে ও গায়ে চন্দনাদি ব্যবহার করিতে, পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান—

---

* তারকা চিহ্ন দিয়া যাঁহার বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে; ইনি বভ্রুবাহনের বংশজাত আদিম মণিপুরবাসী নয়,—চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, বৈয়াঘ্র গোত্রীয় বীর চুড়ামণি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের বংশধর। তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান বঙ্গদেশের অন্তর্গত "রাঙামাটী" নামক রাজ্যে। রাজপুত্র মণিপুরে আসিয়া বসবাস করায় "ক্ষমূল পুরাণের" আধুনিক পর্য্যায় বিবরণে ভুক্ত হইয়াছেন। মণিপুরে বসবাস করার সময় তিনি নিংথৌগা, মেয়াং নিংথৌ, খ্বাইরাকপা, কৈরেং খুল্লাকপা ইত্যাদি উপাধিতে অভিহিত হন।

পদ্ধতি নানা বিষয়ে অনিপুণ ছিলেন। ধনপতি রাজকুমার মণিপুরবাসীর প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষি ইত্যাদি বিষয়ের অধিকাংশ সংস্কার করতঃ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল কার্য্য পদ্ধতি গুলির সৌন্দর্য্যতায় মণিপুরবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া "খুাইর কপা" (খুাই—সকল, রাকপা=সতর্কতা। সকলকে সতর্কতা করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন—এরূপ অর্থে) উপাধিতে ভূষিত করেন। "পশ্চিমদগী দেশ মেয়াম কইনা কইনা মণিপুর লৈপাক ময়োরবে হইদনা" অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চল দেশ হইতে ভ্রমণ করিয়া করিয়া মণিপুর ভুমিতে উপস্থিত হইলেন বলিয়া তাঁহাকে "কৈরেং" নামে অভিহিত করিলেন। তখন হইতে ধনপতি রাজপুত্রকে "কৈরেং খুল্লাকপা রাজকুমার" বলিয়াও ঘোষণা করিলেন।

একদিন কমুল রাজা মৈমু, কৈরেং খুল্লাকপা রাজকুমারকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলেন। খাওয়া শেষ হইলে পর সভা বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। রাজা মৈমু, কৈরেং খুল্লাকপা রাজপুত্রকে বলিলেন—মহাশয়! আপনার আকৃতি প্রকৃতি চেহারা দেখিয়া আমার মনে হইতেছে—আপনি এক উচ্চ বংশ জাত পুরুষ। আপনি মণিপুরবাসীকে শিক্ষা দিতেছেন কার্য্য পদ্ধতি গুলিও উন্নত জাতীর কার্য্য প্রণালী আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। এই সকল কার্য্য পদ্ধতি দেখিয়া আমার অন্তরে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। তায় আপনি আপনার প্রকৃত পরিচয়ের কথা বলিয়া আমার অন্তরের সন্দেহ দূর করুন। কমুল রাজা মৈমুর এবংবিধ কথা শুনিয়া রাজপুত্র বলিলেন—রাজা মহাশয়! আমার বংশ পরিচয়ের কথা বলিতেছি—শুনুন। আমার পিতৃ পিতামহ পূর্ব্ব পুরুষগণ—হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ (বর্ত্তমান দিল্লী) নামক স্থানে ছিলেন। আমি চন্দ্র বংশীয় ও বৈয়াঘ্র গোত্রজ। আমি মহাবীর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের বংশ জাত। পরীক্ষিত মহারাজার পুত্র জন্মেজয়, তৎপুত্র শতানিক।

এইভাবে অনেক রাজা হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আশ পাশ নিকটবর্ত্তী রাজগণ পরাক্রমশালী হইয়া রাজ্য অধিকার করিয়া নিলেন। হস্তিনার শেষ রাজা "ক্ষেমক" ও রাজবংশীগণ তথায় থাকিতে না পারিয়া পূর্ব্বাঞ্চল দেশের দিকে চলিয়া আসিলেন। ক্ষেমক রাজা কলাপ গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করার পর সন্ন্যাসী হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা "রঙ্গকল্যাণ" বঙ্গ দেশের অন্তর্গত এক স্থানে একটি ছোট খাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বসবাস করিলেন। এই রাজ্যের নাম রাঙ্গামাটী" বলে। রাঙ্গা-মাটীতে অনেক রাজা রাজত্ব করার পর আমরা দুই ভাই ছিলাম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'স্বর্ণপতি" বর্ত্তমানে রাজা হইয়া রাজত্ব করিতেছেন। আমি যুবরাজ ছিলাম। কোনও একটা বিষয়ে আমার দুঃখ উপস্থিত হওয়ায় আমি সাঙ্গো-পাঙ্গো কয়েকজনকে সঙ্গে করিয়া এই মণিপুর রাজ্য পৌছিয়াছি। এই প্রকারে কৈরেং খুল্লাকপা রাজপুত্র ক্ষমুল রাজার নিকট সংক্ষেপ সংক্ষেপ করিয়া গল্প কাহিনী ব্যক্ত করিলেন।

ক্ষমুল রাজ মৈমুচোঙথান বা কৈরেং খুল্লাকপা রাজ পুত্রের এবংবিধ বংশ পরিচয়ের গল্প কাহিনী শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ নীরব অবস্থায় রহিলেন। পরে রাজা বলিলেন- মহাশয়! আপনার পরিচয় পাইলাম। আপনার পূর্ব্ব পুরুষাদি এবং আমার পূর্ব্ব পুরুষাদি একই বংশ জাত। কেবল আপনার সঙ্গে গোত্র পৃথক-হইয়াছি মাত্র। ইহার কারণ পরে বলিব। আসুন মহাশয়! আমার অন্তরের সন্দেহ দূর হইয়াছে—একবার পরস্পরে কোলাকোলি করি। এই বলিয়া ক্ষমুল রাজা মৈমু—কৈরেং খুল্লাকপা রাজ পুত্রের সহিত কোলাকোলি করিলেন।

ইহার পর—ক্ষমুল রাজা বলিলেন—রাজ পুত্র! আপনার নিকট আমি একটা কথা বলিতে চাই,- সম্মত হইবেন কি না? রাজপুত্র উত্তর দিলেন—ন্যায় সঙ্গত কথা হইলে সম্মত হইব। রাজা বলিলেন

"লৈসাংতম্বী" নামে আমার এক কনিষ্ঠ ভগিনী আছে,—তাহ'কে আপনার নিকট বিবাহ দিতে চাই। রাজপুত্র মাথা নত করিয়া বলিলেন—রাজার মনোবাসনা পূর্ণ হউক। ইহার পর কমুল রাজা মণিপুর অধিবাসী প্রজা সকলকে বলিলেন—শুন প্রজা সকল কৈরেং খুল্লাকপা রাজপুত্র মহাশয়কে তোমরা খুব আদরে শ্রদ্ধাভক্তি করিও। ইনি নিংথৌমচা অর্থাৎ উচ্চ ক্ষত্রিয় রাজ বংশজাত রাজপুত্র। ইহার নিকট অসং বাক্য প্রয়োগ করিও না—আদরে সম্মান করিও।

শুভতিথি লগ্নযুক্ত দিবসে কৈরেং খুল্লাকপা রাজপুত্র—"লৈসাংতম্বীকে" বিবাহ করিয়া নিজ বাস ভবনে আনিলেন। কমুল রাজা কনিষ্ঠা ভগিনীকে সাধ্য মত যৌতুক দিলেন। রাজপুত্র লৈসাংতম্বার সতীত্ব ব্যবহারে আনন্দিত হইয়া শান্তিতে রহিলেন। খাইরাক পা কৈরেং খুল্লাকপা ধনপতি রাজকুমারকে "মেয়াং নিংথৌ মচাও" বলে। মেয়াং = মণিপুর বাসিগণ তাহাদের রাজ্যের বহির্গত দেশ গুলিকে মেয়াং লৈপাক ও অধিবাসীকে মেয়াং বলে। নিংথৌ = রাজা, মচা = পুত্র। কেহ কেহ মেয়াং শব্দটীকে নিকৃষ্ট অর্থ মনে করেন। আমি নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট অর্থ করিতে যাইতেছিনা। যদি নিকৃষ্টের দিকে অর্থ করিতে যাওয়া হয়; তবে বভ্রুবাহনের পিতা তৃতীয় পাণ্ডব মহাবীর অর্জুন ও মণিপুর রাজ্যের বহির্গত অতিদূরস্থ হস্তিনার অতি প্রাচীন অধিবাসী। মেয়াং দেশের অধিবাসী হইলেই কি নিকৃষ্টতায় পরিণত হয়—আর মণিপুরবাসী হইলেই কি উৎকৃষ্ট? আর কিছু লিখিলাম না।

ইহার পর—শান্তদাশ গোস্বামী নামে নবদ্বীপের এক ধর্ম্ম প্রচারক ধর্ম্ম প্রচার ও নাম বিতরণ উপলক্ষে মণিপুর রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—রাজা গরীব নিওয়াজের রাজত্ব কালে তিনি মণিপুর রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া, পরে গরীব নিওয়াজ রাজার সহিত দেখা সাক্ষাৎ

করিলেন। রাজা গোঁসাইকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—গোঁসাই! আপনি আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য বা কি কার্য্যের নিমিত্ত? গোঁসাই উত্তর করিলেন—মহারাজ! আমি ধর্ম্ম প্রচার ও নাম বিতরণ করিবার জন্য আসিয়াছি। অতি ভাল হইয়াছে বলিয়া রাজাও ধর্ম্ম গ্রহণ স্বীকৃত হইলেন। গোসাই বলিলেন—মহারাজ! আমি আপনার রাজ্য ভ্রমণ করিয়াছি। অধিবাসীদের আচরণ, ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক দেখিলাম না। একটা দেহ শুদ্ধের শাস্তি বিধান করিয়া নাম বিতরণ করা আবশ্যক। এক একজন করিয়া নাম দিতে গেলে আমার বহুদিন লাগিবে। রাজ্যের সকলকে একত্রে দেহ শুদ্ধের শাস্তি করিয়া নাম বিতরণ করতঃ দীক্ষিত করিব। রাজা স্বীকৃত হইয়া রাজ্যের সকলকে অনুচর দ্বারা ঢোল বাজাইয়া জানাইলেন যে, মহারাজ গরীব নিওয়াজের হুকুম—চলিত ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার দিবসে রাজবাড়ীর সন্নিকট মাঠে নাম গ্রহণে দীক্ষিত হইতে হইবে—আপনারা যে প্রকারেই হউক উক্ত দিবসে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিবেন। নির্দ্দিষ্ট তারিখে সকাল বেলায় প্রজা সকল সমবেত হইল। গোসাই বলিলেন—মহারাজ! আমি রাম উপাসক রামায়েত। আমার রামানন্দী বা রামাউক্তি ধর্ম্ম আপনাদের গ্রহণ করিতে হইবে। রাজাও স্বীকৃত হওয়ায়—গোসাই সকলকে একত্রে দেহ শুদ্ধের শাস্তি করতঃ মন্ত্র আওড়াইয়া রামাউক্তি ধর্ম্মের নামে দীক্ষিত করিলেন। (সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত মহাবলী নামে হনুমান জীউর একটী প্রাচীন মন্দির এখনও ইম্ফল সহরের সন্নিকটে বর্ত্তমান রহিয়াছে)।

* এদিকে ক্ষমূল রাজা, কৈরেং খুল্লাকপা রাজপুত্র সহ পরামর্শ সভা বসিয়াছেন—রাজা গরীব নিওয়াজের আহ্বানে যাইব কি না এবং

শান্তদাস গোস্বামীর নাম বিতরণ গ্রহণ করিব কি না বলিয়া। রাজপুত্র, কমূল রাজকে বলিলেন—কমূল রাজ! আমি শুনিয়াছি—শান্তদাস গোস্বামী রাম উপাসক রামাউতি। তিনি রামাউতি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াই নাম বিতরণ করিতেছেন। সুতরাং আমার মতে রাজা গরীব বনিওয়াজের আহ্বানে যাওয়া এবং গোস্বামীর রামাউতি ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া উচিত মনে করি না। গরীব বনিওয়াজ রাজা সহ গোসাই নিশ্চয়ই আপনার এখানে আসিবেন। গোসাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবেন - নাম গ্রহণে দীক্ষিত হওয়ার খবর কি পান নাই? কেনইবা সেই তারিখে উপস্থিত হন নাই? তখন আপনি বলিবেন—খবর পাইয়াছি। শারীরিক অসুস্থতা হেতু নাম গ্রহণের নির্দ্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত হইতে পারি নাই। আমি না যাওয়ায় প্রজাবর্গ কেহও যাইতে চাহিল না। গোসাই আপনার কথা বিশ্বাস করিবেন, রাজা গরীব বনিওয়াজও সত্য বলিয়া আপনার উপর রাগান্বিত হইবেন না। যদি গোস্বামী আপনাকে বা আপনার কমূলের জন সমূহকে দেহশুদ্ধের শাস্তি বিধান করিয়া রামাউতি ধর্ম্মে দীক্ষিত করার জন্য বলেন—তবে তাহা আপনি স্বীকার করিবেন না। তখন রাজা বলিলেন—রাজপুত্র? আপনি কি গোস্বামীর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন না? রাজপুত্র উত্তর করিলেন—কিছুতেই না। আমি আমার পূর্ব্ব পুরুষাদি বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত. বিষ্ণু উপাসক। আমিও বিষ্ণুর প্রিয় অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের বংশধর। আমি বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুর উপাসনা ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত না। রাজা বলিলেন—তবে আমি গোসাইকে কি বলিয়া উত্তর দিব। রাজপুত্র বলিলেন—কমূল রাজ? আপনি বলিবেন যে, আমারা আচার ভ্রষ্ট নহি—আমাদের পিতৃ পিতামহ পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে বিষ্ণুর নামে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। আমাদের দেহ শুদ্ধ আছে। আমাদিগকে যদি নাম করণে দীক্ষিত করিতে চান—

তবে আমাদিগকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, বিষ্ণুর উপাসনা করার সার-তত্ত্ব শিক্ষা দিতে পারেন। এরূপ কথাবার্ত্তায় সাব্যস্ত হইয়া ক্ষমুলের জন সমূহ রাজা গরীব বনিওয়াজের আহ্বানে নির্দ্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত হইলেন না।

বাস্তবিক কয়েকদিন পরে শান্তদাস গোস্বামী রাজা গরীব বনিওয়াজ সহ ক্ষমুল রাজ্যে আসিয়া রাজ বাড়ীতে উপনীত হইলেন। রাজা যথোপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে বসিবার আসন দিলেন। গোসাই ক্ষমুল রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষমুল রাজ? আপনি কেন নাম বিতরণের নির্দ্দিষ্ট তারিখে আসেন নাই? আপনার এখানে কি খবর পৌছে নাই? ক্ষমুল রাজ মৈমু বলিলেন—গোসাইজী খবর পাইয়াছি। তবে কেন আসেন নাই? রাজা মৈমু কৈরেং খুল্লাক্‌পা রাজপুত্রের পরামর্শ মতে উত্তর প্রদান করিলেন। কৈরেং খুল্লাক্‌পা রাজপুত্রকেও ডাকিয়া আনা হইল। গোসাই—গরীব বনিওয়াজ রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—মহারাজ! ক্ষমুল রাজা যাহা বলিতেছেন—এইসব কথা কি সত্য? হিংসা হীন, ধর্ম্মে বভ্রুবাহন পুত্র দাত্তমণির সমকক্ষ ন্যায় বাদী গরীব বনিওয়াজ রাজা সত্য উত্তরই দিলেন -হাঁ গোসাইজী! ক্ষমুল রাজা যাহা বলিয়াছেন—তাহা সত্য।

অতঃপর গোস্বামী শ্রীবিষ্ণুর একান্ত প্রিয় ভক্ত ক্ষমুল রাজবংশের জন সমূহ ও প্রজা সকলকে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত করতঃ উপাসনার সার-উপদেশ প্রদান করিলেন এবং বিষ্ণুর প্রিয়—বিষ্ণুর উপাসনাকারীদিগকে লুপ্ত প্রায় নামটী পরিষ্কার ভাবে অবহাত করার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া জাতি" বলা হউক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আর রাজা গরীব বনিওয়াজের জন সমূহকে মীতৈ না বলিয়া "মৈতৈ" নামে অভিহিত করিলেন। এইভাবে মণিপুরী জাতীর মধ্যে ঐ দুই শাখার উৎপত্তি হয়। সেই দিন

হ'তে ক্ষমুল রাজের আত্মীয় বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজা অধিবাসী সকল "বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী" ও গরীব বনিওয়াজ রাজার আত্মীয় বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজা অধিবাসী সকল "মৈতৈ মণিপুরী" বলিয়া খ্যাত হইলেন।

ইহার পর শান্তদাস গোস্বামী কৈরেংখুল্লাকপা রাজ পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উপরোক্ত ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় রাজপুত্র ধনপতি তাঁহার আদ্যোপান্ত সমুহ বৃত্তান্ত বিবৃত ক্রমে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। গোঁসাই কোন বাদানুবাদ না করিয়া, বলিলেন—রাজপুত্র! আপনার সমস্তই ঠিক আছে। আপনিও ক্ষমুল রাজের সহিত শ্রেণী ভুক্ত থাকিবেন। এই বলিয়া গোঁসাই, গরীব বনিওয়াজ রাজা সহ রাজপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কয়েকদিন পরে মণিপুর অধিবাসী মণিপুরীদের মধ্যে ঘোরতর এক বিবাদের সৃষ্টি আরম্ভ হইতে লাগিল। বিবাদের সুত্রপাত—শান্তদাস গোস্বামীর নাম বিতরণ ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়া। এক দফা রাম উপাসক আর এক দফা বিষ্ণু উপাসক। এই কথা নিয়া পরস্পরের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা চলিতে লাগিল। বিবাদের সৃষ্টি ক্রমে ক্রমে প্রচণ্ড ভাবে চলিল। মিলা-মিশা, খাওয়া দাওয়া, সামাজিকতা বন্ধ হইল। এমন কি এক পিতা হইতে, এক মাতা হইতে জন্ম ভ্রাতা একজনে মৈতৈ, একজনে বিষ্ণুপ্রিয়া হইয়া পৃথক হইলেন। (বিষ্ণু এবং রাম একই। বিষ্ণু অবতার হইয়া রামনামে জন্মান্তর হইয়াছিলেন—এইমাত্র পৃথক। উপাসনা করার রীতি নীতি প্রায়ই এক। তাঁহারা না বুঝিয়া অযথা একটা বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার পর নবদ্বীপের গোঁসাইগণ ঘন ঘন মণিপুরে আসিয়া—ধর্ম্মোপদেশ দিয়া মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন। ফলে গৌরাঙ্গ অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসারিত হয় মৈতৈ রাজ "জয়সিংহ

বা ভাগ্য চন্দ্রের" রাজত্ব কালে ইষ্ট দেবতাদি নিরূপণ করতঃ সেবাপুজা করা, নাম সংকীর্ত্তন, রাসলীলা প্রভৃতি নৃত্য উৎসবাদি সমগ্র মণিপুরী জাতিতে প্রচারিত হয়)। বিশেষতঃ সেই সময়ে মৈতৈ রাজার প্রাধান্যতা বেশী থাকায় না জানি ঘোরতর শাস্তি দিতে পারেন বলিয়া ভয়ে অধিকাংশ বিষ্ণুপ্রিয়া মৈতৈ শ্রেণী ভুক্ত হইলেন। এমন কি বভ্রুবাহনের বংশধর তথা ক্ষমুল বংশীয় বিষ্ণুপ্রিয়া আঙোম, মোইরাং, লুয়াং প্রভৃতি শাখার রাজগণ সহ প্রজা অধিবাসী সমুহ মৈতৈ শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরাও চলিয়া গেলেন। একমাত্র ক্ষমুল রাজার পুরোহিত—হজাফম মেয়ুমের মহামহোপাধ্যায় "সর্ব্বানন্দ মুখার্জ্জী" ও কৈরেং খুল্লাকপা ধনপতি রাজপুত্রের পুরোহিত অধিকারী মেয়ুমের বেদান্ততীর্থ "বঙ্কবিহারী মিশ্র" ও তৎসঙ্গে সম্পর্কিত দুই একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। এইজন্যই মৈতৈ মণিপুরী জাতিতে জন সংখ্যা অধিক হইয়াছে। মণিপুর বাসী মণিপুরী জাতিতে উল্লিখিত বিবাদের ফলে "বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ" বলিয়া প্রধান দুই শাখার উৎপত্তি হইয়াছে।

* ইহার পর ক্ষমুল রাজা, কৈরেং খুল্লাকপা রাজ পুত্রকে আহ্বান করিয়া একটা সভা বসিলেন। রাজা সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন—প্রজাবর্গ সকল তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। কৈরেং খুল্লাকপা রাজ পুত্রের পরামর্শ গ্রহণ করায় দেহ শুদ্ধের শাস্তি বিধান না করিয়া, "বিষ্ণু মন্ত্রে" দীক্ষিত হইয়াছি। তারপর "বিষ্ণুপ্রিয়া" বলিয়াও জাতির নাম করণ পাইয়াছি। রাজপুত্র ধনপতি শুনুন—আপনার যুক্তি সঙ্গত কথা মতে আমি চালিত হওয়ায় আমার সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমার জন সমুহ গণও বিষ্ণুপ্রিয়া নামটী পাইয়াছে। আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আজ হইতে আপনি এবং আমি সভা বসিতে পরস্পরে মুখ দর্শন করি,—তায় আপনি পূর্ব্বে বসিবেন আর আমি পশ্চিমে বসিব।

তৎপর অন্যান্য শুভ মঙ্গলাদির কথোপ কথন করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

ইহার পর অরিবম ও অনৌবম বলিয়া ক্ষুমুল রাজবংশে দুইটী শাখা উৎপত্তি হওয়ার কথা বলিব। ক্ষুমুল রাজ বংশীয় সামুরোক দুইজন স্ত্রী গ্রহণ করিয়া ছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম "লাফইনু" ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম "তোম্বি"। লাফইনুর গর্ভে মৈমু ও তোম্বির গর্ভে অহোং—নামে দুই ছেলের জন্ম হয়। সামুরোক পরলোক গত হইলে পর তোম্বির গর্ভে আর একটি ছেলের জন্ম হয়। স্বামীর মৃত্যুর প্রায় ৭ মাস পরে। তাঁহার নাম থারৈ। মৈমু ক্ষুমুল রাজপদে অভিষিক্ত হইলে পর 'থারৈকে" খুল্লাকপা পদে অর্থাৎ একটা গ্রামের শাসন কর্ত্তা পদে নিয়োগ করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া "অহোং" মনে অশান্তি উপস্থিত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

রাজা গরীব বনিওয়াজের ৬ জন পুত্র। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—(১) শ্যামসাই (২) চিৎসাই (৩) ভরত সাই (৪) অনন্ত সাই (৫) স্নাহাল (৬) তলেন তোম্ব। রাণী গোমতীর পুত্র স্নাহল পিতাকে তাড়াইয়া দিয়া নিজে রাজা হইলেন। পিতা গরীব বণিওয়াজ রাজা, শান্তদাস গোস্বামীর অনুবর্ত্তী হইয়া অওয়া যাইতে (ব্রহ্মদেশে) গোঁসাই,—লক অমদা অর্থাৎ একটা ঝুরুংে অন্তর্ধ্যান হইলেন। তখন হইতে ঐ ঝুরুঙের নাম "গোঁসাই লুকমুং" হইল। রাজা গরীব বনিওয়াজ "নিংথি নদীর" তটে দেহত্যাগ করিলেন। এদিকে রাজা স্নাহল পিতাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য জ্যেষ্ঠ শ্যাম সাইকে পাঠাইলেন। শ্যামসাই ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুতবেগে যাইতে দেখিতে পাইলেন—পিতা, নিংথি তটে দেহ ত্যাগ করিয়া পড়িয়া আছেন। পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্যামসাই, আমি থাকিয়া কি করিব বলিয়া তিনিও নিংথি জলে যে ডুব দিলেন—আর বাহির হইলেন না।

ইহার পর স্নাহল রাজার ভয়ে শ্যামসাইর পুত্র জয়সিংহ ভাগ্যচন্দ্র)

মাতুলালয়ের মোইরাং রাজবাড়ীতে লোক্কায়িত অবস্থায় রহিলেন। স্নাহল রাজা অনুসন্ধান পাইয়া সেখান হইতে জয়সিংহকে তাড়াইয়া দিবার জন্য মোইরাং রাজের নিকট সংবাদ পাইলেন। মোইরাংরাজ নারাজী হইয়া বিবাদের সৃষ্টি করা অনিচ্ছায় জয়সিংহকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তখন হইতে মোইরাংরাজের প্রতি জয়সিংহের একটা মনোদুঃখ রহিয়া গেল। জয়সিংহ ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে করিতে মোইরাংরাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া চলিতে চলিতে দিবাবসানে কমুলরাজের রাজবাড়ীর সন্নিকটে এক আম্রবৃক্ষ তলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া নিরবে বসিয়া রহিলেন। রাজবাড়ীর এক অনুচর লোকটির অবস্থা রাজার কর্ণগোচর করাইল। কমুল রাজা লোকটিকে ডাকাইয়া নিয়া তাহার পরিচয় বৃত্তান্ত অবগত হইলে পর, রাজবাড়ীতে থাকা তাহার সুবিধা ও সেবা করা ঠিক হইবে না বলিয়া, খুল্লাকপা "থারৈর" বাড়ীতে সুব্যবস্থা করাইয়া দিলেন। জয়সিংহ কমুলরাজের সহানুভূতিতে অতি আনন্দে থারৈ বাড়ীতে রহিলেন। খুল্লাকপা থারৈও তাঁহাকে রাজপুত্র জানিয়া সুব্যবস্থাতে রাখিলেন। সেই সময়ে কমুল রাজ্যে রাজা ছিলেন—মৈমু রাজার পুত্র "কাশীনাথ"। থারৈর পুত্র কৃষ্ণদাস বা থাপাকের সহিত ভাগ্যচন্দ্রের মিত্রতা হইল। থাপাকের শিশুপুত্র "কীর্তিধ্বজ বা কালাকে" ভাগ্যচন্দ্র বা জয়সিংহ অতি স্নেহ মমতা করিতেন ও বন্ধু পত্নীকে বলিলেন—ওগো প্রিয়ে! আমি যদি ভবিষ্যতে মণিপুরের রাজপদে অভিষিক্ত হই, তবে তোমার পুত্র "কালাকে" উপযুক্ত একটা পদবীতে নিযুক্ত করিব। দিন কতেক পরে "স্নাহাল রাজা" সন্ধান পাইয়া পূর্ব্বের মত এখানেও সংবাদ পাঠাইলেন। জয় সিংহ ইহা জানিতে পারিয়া কমুল রাজ কাশীনাথ ও খুল্লাকপা থারৈকে বলিলেন আমার জন্য আপনারা আর কোন ব্যবস্থা করিবেন না। আমি আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। এখন আমি স্বইচ্ছায় "তেখাও" (আসাম)

চলিয়া যাইব। এই বলিয়া জয় সিংহ আসামে চলিয়া গিয়া আসাম রাজের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সৈন্য সামন্তের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সন্ধান পাইয়া "খাহাল রাজা" এখানেও সংবাদ পাঠাইলেন যে, পত্রখানা পাওয়া মাত্র জয়সিংকে হত্যা করিয়া ফেল। নতুবা আপনাদের অনিষ্ট সাধন করিবে। অহমরাজ পাত্র মিত্র সহ পরামর্শ করিলেন যে, আশ্রিত জনকে হত্যা করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। এই না করিয়া আমাদের দুরন্ত অত্যাচারী হিংস্র হস্তী ধরিতে পারিতেছি না—জয় সিংহকে সেই হস্তীটিকে ধরিতে পাঠাইয়া দেয়। তাহাতে যদি তাহার প্রাণত্যাগ হয়, তবে আমাদের কোন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হইবে না। ইহাই সাব্যস্ত করিয়া জয় সিংহকে হস্তী ধরিতে পাঠান হইল। শ্রীগোবিন্দের কৃপায় জয়সিংহ হস্তীর নিকটবর্ত্তী হইলেই, হস্তী আপনা-আপনি মাথা নত করিয়া দিল এবং জয়সিংহও শ্রীগোবিন্দের চরণ বন্দনা করিয়া হস্তীতে আরোহণ করতঃ রাজবাড়ীতে উপনীত হইলেন। সকলে বলিতে লাগিল—জয়সিংহ মনুষ্য নয়—দেবতার অংশে আসিয়া জন্মলাভ করিয়াছেন। ইঁহার মনের আশা আমাদের পূর্ণ করিয়া দেওয়া উচিত। অহমরাজ তাঁহাকে যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্য সামন্ত সাহায্য করতঃ মণিপুর আসিয়া মৈতৈ খাহাল রাজার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জয় সিংহ ভাগ্যচন্দ্র নাম ধারণ পূর্ব্বক মণিপুরের প্রধান রাজা হইলেন। পূর্ব্বের মনোঃদুখ থাকায় ভাগ্যচন্দ্র মোইরাং রাজপরিবার ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।

• ইহার পর রাজা ভাগ্যচন্দ্র, মণিপুরে একটা নূতন-ভাষা স্থানে স্থানে আলাপ করিতে শুনিতেছেন। মণিপুরী ভাষাও নয়; তবে আসামী ভাষার সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। কিবা আলাপ করে বুঝিতে পারি না। এই ভাষা শিক্ষা করিয়া বুঝিবার জন্য রাজার পণ্ডিত "নিমি পুরোহাকে" রাজা ভাগ্য চন্দ্র আদেশ দিলেন যে, নিমি—আমার

এই মণিপুর রাজ্যে নূতন একটা ভাষার আলাপ চলিতেছে। তুমি ক্ষমুল রাজ্যে খারৈ খুল্লাক্পার বাড়ীতে থাকিয়া, নূতন ভাষাটী শিক্ষা করিয়া আস। নিমি, রাজার আদেশ মত খারৈর ঘরে আসিয়া রহিলেন। কয়েকদিন পরে খারৈ পরলোক গত হইলেন। নিমি পুত্রসহও বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। রাজা ভাগ্যচন্দ্র নিমিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—নূতন ভষাটি কিছু শিক্ষা করিতে পারিয়াছ কি? নিমি বলিলেন—কর্ত্তা মহারাজ বিশেষ শিক্ষা করিতে পারিলাম না। কর্ত্তা মহারাজ—বলিলেন—আচ্ছা, তাহা হইলে একটা কাজ করি। তোমার সঙ্গে আমি গুপ্তবেশ ধারণ করিয়া খুল্লকপা খারৈর বাড়ীতে একরাত্রি থাকিব। তাহাদের কথোপ কথন আলাপাদি ভাল করিয়া শুনিব। এই বলিয়া রাজা ভাগ্য চন্দ্র নিমির সহিত খারৈর বাড়ীতে গেলেন। পাড়া-পড়শি, গ্রামে ভ্রমণ কয়িয়া নূতন ভাষাটী ভাল রকম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকা, মামা, দাদা, ভাই, বন্ধুগণ—এই নূতন ভাষাটি কে বাহির করিয়াছে? তাহারা বলিল—কৈরেং খুল্লাকপা রাজ পুত্রের গ্রামে বসতকার. তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল অধিবাসীরা বাহির করিয়াছে। (এই নূতন ভাষাটি হইল—"বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা" বলিয়া যাহা বলিতেছে, সেইটী মণিপুরে এইভাষা যদি প্রাচীনাবধি থাকিত, তবে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র নূতন ভাষাটি শুনিবার জন্য গুপ্তবেশ ধারণ করত: একরাত্রি ক্ষমুল রাজ্যে অতিবাহিত করিবার আকাঙ্খিত হইত না)। তাহার পর খারৈ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। কৃষ্ণদাস বা থাপাকের স্ত্রী "কেশিনী" গুপ্তবেশধারী পুরুষটী কে—চিনিতে পারিলেন। গোপনে তাঁহাকে বলিলেন—মহাশয়! আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি রাজা হইলে তোমার ছেলে "কালাকে" উপযুক্ত একটা পদবী দিব। স্মরণ করুণ—

মনে পড়ে কিনা? এখন ছেলে "কালাত" বড় হইয়াছে। আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। রাজা ভাগ্য চন্দ্র বলিলেন—প্রিয়ে! এখন আমি লোকে যাহাতে চিনিতে না পারে, এই অবস্থায় গুপ্তবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছি। এখন এই সব কথা আলাপ করা ঠিক নয়। আমি বাড়ীতে (রাজপাটে) গেলে ব্যবস্থা করিয়া খবর দিব। এই বলিয়া সকলেই খাওয়া দাওয়া করিয়া নিজ নিজ বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রভাত হইলেই রাজা নিমির সঙ্গে রাজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কমুল রাজ "কাশীনাথ" পরলোক গত হইলে পর, তৎপুত্র "আনন্দরাম" ঘটনাচক্রে ব্রহ্মদেশে চলিয়া গেলেন। কমুল রাজপদ শূন্য থাকায় কর্ত্তা মহারাজ ভাগ্য চন্দ্র বন্ধুপুত্র "কালাকে" কমুল রাজ পদে নিয়োগ করতঃ নিজের নিরূপিত ইষ্টদেব "শ্রীশ্রীগোপীনাথজী" কে সেবা পূজা কর বলিয়া দিয়া দিলেন। বিপুল সম্মানের সহিত "কালারাজা" প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ নির্ব্বিশেষে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিল।

কমুল রাজপদে "কালারাজা" অভিষিক্ত হওয়ার প্রাক্কালে অওয়া বা ব্রহ্ম দেশীয়দের আক্রমণ পড়ায় রাজ্যের অধিবাসীগণ বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ গণ দেশ ত্যাগ করিয়া ভাগিতে লাগিলেন—শান্তি স্থিরতা নাই। ব্রহ্মদেশীয়েরা আনন্দ রামের স্ত্রীকে, একজন মেয়েকে ও একজন ছেলেকে ধরিয়া নিয়া যায়, (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ) এই মনোদুঃখে আনন্দ রাম ব্রহ্মদেশীয় দিগকে ধ্বংস করিবার কৌশল রাজা ভাগ্য চন্দ্রের সহিত পরামর্শ করতঃ ব্রহ্মদেশে চলিয়া গেলেন। আনন্দ রাম, ব্রহ্মরাজকে বলিলেন—ব্রহ্মরাজ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম। মৈতৈ রাজা ভাগ্য চন্দ্রকে বন্দী করিয়া আনিয়া আপনার হাতে ন্যস্ত করি—আমাকে সৈন্যদলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করুন। ব্রহ্মরাজ সম্মত হইয়া তাঁহাকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করিলেন।

ইহার পর আনন্দ রাম ব্রহ্মরাজ্যের ৩ তিন দফা সৈন্য বাহিনী মণিপুরে আনিয়া কৌশল করতঃ ধ্বংস করিলেন। তাঁহার মনের উদ্দেশ্য ব্রহ্মরাজার সৈন্য সামন্ত ধ্বংস করিয়া শক্তি হ্রাস করা। আনন্দ রামের এই প্রকারের বিপুল পরাক্রমের আক্রমণ দেখিয়া ভাগ্যচন্দ্র মহারাজা ইতস্তত: করিতে লাগিলেন যে, না জানি আমাকেও হত্যা করিয়া রাজা হইতে পারেন। কেননা আমার প্রতিও এখন আনন্দ রামের আক্রোশ ভাব জন্মিয়াছে। আনন্দ রামকে ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া না যাওয়ার কৌশল করিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—প্রিয়ভাই তুমি আর ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যাইওনা। তোমার পিতার কমুল রাজ্যে তোমাকে রাজা করিয়া দিব। ইহা ছাড়া তোমার আর কি বাসনা আছে—আমি তাহা দিতে রাজী আছি। ইহা শুনিয়া আনন্দ রাম বলিলেন—মহারাজ আমাকে যদি অন্য কিছু দিতে চান—তবে আপনি "উয়াহৈবম চেহুকে" মহারাণী করিবেন বলিয়া রাখিয়াছেন; তাহাকে দিলে আমি আর ফিরিয়া যাইব না। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র স্বীকৃত হইয়া "উয়াহৈবম চেহুকে" দিয়া আনন্দ রামকে রাজপদে নিযুক্ত করতঃ হস্তীতে আরোহণ করাইয়া কমুল রাজ্য পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন। কালারাজা পথি মধ্য হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। এই প্রকারে কমুল রাজ্যে দুইজন রাজা হইলেন। "কালা" আগে রাজা হইয়া ছিলেন বলিয়া নিংথৌ অরিবা অর্থাৎ পুরাতন রাজা আর আনন্দ রাম" পরে রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া নিংথৌ অনৌবা অর্থাৎ নুতন রাজা বলিয়া অভিহিত হইলেন। 'কালারাজা" হইতে আরম্ভ করিয়া কমুল রাজদের একটা বংশের নাম "অরিবম" এবং আনন্দরাম রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া আর একটা বংশের নাম "অনৌবম" হইল। অরিবম এবং অনৌবম একই বংশধর। কার্য্য কলাপে পৃথক নাম করণ হইয়াছে—এই মাত্র। ইতি-কমুল রাজ পণ্ডিত নবখেন্দ্র প্রণীত "কমুল

পুরাণের" বৃত্তান্ত এখানেই শেষ। পরবর্ত্তী বিবরণটুকু শেষাংশে সংযোগ করা হইয়াছিল।

ইহার পর অরিবম কীর্ত্তিধ্বজ বা কালা রাজার এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহার নাম অতিনধ্বজ বা কামান রাজা। তৎপুত্র পত্ররাজ রাজা। তৎবংশ মচুম্মা রাজা ১৩৪০ বাংলার মাঘ মাসে মণিপুর নিংথৌ থে ং গ্রামে রাজপদে অভিষিক্ত হন। তৎকালে মণিপুরের প্রধান শাসক রাজা ছিলেন—মহারাজ "চূড়াচাঁদ সিংহ" বাহাদুর। ১৩৫৩ বাংলাতে একই বংশগত মোহম্মা রাজপদে নিয়োগ হইলেন। তৎকালে মণিপুরের প্রধান রাজা 'ছলেন—মহারাজ চূড়াচাঁদ সিংহ বাহাদুরের পুত্র বোধচন্দ্র সিংহ" মহারাজা।

অনৌবম আনন্দরাম রাজার একপুত্রের জন্ম হয়। তাঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র রাজা। তৎপুত্র লাবণ্য রাজা। তৎপুত্র সেনা রাজা। তৎপুত্র সেনাচাউবা রাজা। তৎপুত্র মাহেংবা রাজ। আরিবম ও অনৌবম শাখাদ্বয়ের রাজগণ—এক সমসাময়িক অবস্থায় রাজ সম্মানে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।

অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের বংশজাত তথা কমুল রাজবংশীয় বিষ্ণুপ্রিয়া জাতির রাজা বলিতে ইঁহাদিগকেই বলিতে হইবে।

মেয়াং ইম্ফাল :— মেয়াং—মধ্য, ইম্ফাল=রাজধানী বা রাজ পাট। মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহনের রাজধানীর নাম "মেয়াং ইম্ফাল" "চেয়ল তারেংনা কৈদনা মেয়াংদা লৈজরব্বা মকম অহুবু অর্থাৎ সাতটি চেয়ল বা সীমানা পরিবেষ্টিত স্থানের মধ্যভাগে বভ্রুবাহনের রাজধানী বা রাজপাট ছিল বলিয়া "মেয়াং ইম্ফাল" নাম রখা হইয়াছিল। চেয়ল বা সীমানা সাতটির নাম :—

(১) থাই খোং হইল বর্তমানের ভাইখোং গ্রাম।
(২) লাইখোং " " তৌবুল "
(৩) মরা খোং " " খঙ্গুমাল "
(৪) ইম্ম খোং " " নাচৌ "
(৫) কিহ্ম খোং " " লিনং তৈপ "
(৬) সুংজেং খোং " " নিংথৌ খোং "
(৭ নৌতু খোং " " ফুবান লা "

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তির পর বভ্রুবাহন হস্তিনা হইতে পিতাদের সেবিত সুবর্ণ নির্মিত **"বিষ্ণু বিগ্রহ"** প্রাপ্ত হইয়া নিজ রাজ্যের রাজধানীতে বিষ্ণু মন্দির স্থাপিত ক্রমে সেবা পূজা করিরাছিলেন। তখন হইতে "মেয়ায় ইম্ফাল" নামের পরিবর্ত্তে "বিষ্ণুপুর ইম্ফাল" বলিয়া অভিহিত হয়। বিষ্ণু মন্দিরস্থ স্থান "বিষ্ণুগী উমাংলাই" বলিয়া অদ্যাপিও চির প্রসিদ্ধ আছে। প্রাচীনকালে বভ্রুবাহনের বংশজাত ক্ষমূল রাজবংশীয়দেরও রাজ পাট ছিল। সুতরাং বিষ্ণুপুরকেই 'মেয়ায় ইম্ফাল" বলিতে হইবে। পরবর্ত্তীকালে তুরেল অচৌবা নামক নদী তীরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। সেই স্থানকে সেই সময়ে "পূর্ব্ব বিষ্ণুপুর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তৎপর কাসিপাই, তৎপর নিংথৌং খোং নামক গ্রামে রাজপাট পরিবর্ত্তন হয়। এই ৪ চারিটি স্থান ক্ষমূল রাজ-বংশীয়দের রাজপাট বলিয়া মণিপুরে প্রসিদ্ধ আছে। "বিষ্ণুগী উমাংলাই" নামক তীর্থ স্থানটির সেবা পূজার স্বত্বাধিকারী ক্ষমূল রাজবংশীয়দেরই। মণিপুরের অন্য কোন রাজবংশীর দাবী হইতেই পারে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আমি দেখিতেছি,—ক্ষমূল পুরাণের প্রাচীন পর্য্যায়ে লিখিত রাজগণই মণিপুরের প্রাচীন শাসক মণিপুরী জাতি। তৎপর মৈতৈ মণিপুরী জাতি প্রাধান্যতা লাভ করিয়াছেন। আধুনিক

পর্য্যায়ে প্রাচীন শাসক মণিপুরী জাতির এবং বিদেশাগত একজন উচ্চ রাজবংশীয় রাজপুত্র কর্ত্তৃক মণিপুরের বহুল সভ্যতা বিস্তার সম্বন্ধেও অনেক বিবরণ গল্প কাহিনী লিখা আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকাশিত "মণিপুরের ইতিহাস" গুলিতে এই সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক পর্য্যায়ের গল্প কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না। পরবর্ত্তী পাঠগুলি "ক্ষমুণ পুরাণের" বৃত্তান্ত বিবরণের সত্যতা প্রমাণের নিমিত্ত লিখা হইয়াছে।

মাইবা, মাইবীর কথা

মাইবা—কবিরাজ, মাইবী—কবিরাজিনী। মণিপুরীদের মধ্যে মাইবা মাইবীর সম্মান রাজাদের মত। কারণ—জীবন মরণ তাঁহাদের হাতে ন্যস্ত। নিম্নে মাইবা মাইবীদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম। অতি প্রাচীন কাল হইতে মণিপুরের মাইবা, মাইবীগণ তাবিজ-তুবিজ, তন্ত্র মন্ত্র চপাল অর্থাৎ বাওনা, গাছ-ঘাসড়া, লতা-পাতা ইত্যাদির সাহায্যে ও নাড়ী টিপিয়া যে কোন প্রকারের ব্যারাম হউক না কেন—তাঁহারা অনায়াসে আরোগ্য করাইতেন। জ্যোতিষী বিদ্যায়ও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে যতকিছু ঘটনাবলী হইয়া গিয়াছে বা হইবে বা এখনই হইবে বলিয়া দিতে পারিতেন। বর্ত্তমান কালের মত ডাক্তার, কবিরাজের ধার ধারিতেন না। এরূপ প্রথা এখনও মণিপুরীদের মধ্যে আছে। কিন্তু এলোপ্যাথিক, হোমিও প্যাথিক আয়ুর্ব্বেদী, চাঁদসী, হেকিমী প্রভৃতি চিকিৎসক বহুল ভাবে বাহির হওয়ায় বিশেষতঃ ঔষধ পত্রাদি প্রস্তুতের শ্রম হইতে রক্ষা পাওয়ায় একেবারে লোপ হইয়া যাইতেছে। এখন

ঘণ্টায় ঘণ্টায়—মিনিটে মিনিটে ডাক্তার, কবিরাজের নিকট না দৌড়িলে চলিতেছে না।

প্রসবিনী সূতিকা রোগে মূর্চ্ছাগত, চলিয়া যাওয়ার সম্ভব। ডাক্তার কবিরাজকে ডাকার জন্য যাইতে কিম্বা তাঁহাকে গিয়া না পাইলে, প্রসবিনী চলিয়াও যাইতে পারে। এমতাবস্থায় মণিপুরী কবিরাজ পেটের নাড়ী টিপিয়া তৎক্ষণাৎ সুস্থ করিতে পারেন।

প্রসবিনী প্রসব যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে প্রসব হইতে—পারিতেছে না। ডাক্তার বা ধাত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন পড়িয়াছে এমতাবস্থায় মণিপুরী মাইবা, মাইবীগণ কতকটুকু জলে তুলসী পত্র দিয়া মাত্র আওড়াইয়া প্রসবিনীকে জলটুকু পান করাইলে, ক্ষণেক পরে সন্তান প্রসব করিয়া যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। যাক্ আর আবশ্যক নাই।

বৃটীশ আমলের সময় সর্ব্ব প্রথম মণিপুরে ডাক্তার খানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য—কোন অধিবাসী ডাক্তার খানায় বা ডাক্তারের নিকট যাই নাই। কত প্রকারে ডাক্তার খানার বা ডাক্তারের উপকারিতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেওয়া সত্বেও কেহ ধার ধারে নাই। নিষ্ফল দেখিয়া মণিপুর সরকার এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। ডাক্তার দিগকে ঔষধের ব্যাগ হাতে করাইয়া গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, রোগীর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে আদেশ দিলেন। ডাক্তারগণ রোগীর খবর পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদের বাড়ীতে গিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্যাদি ব্যবহার করাইয়া আরোগ্য করাইতে লাগিলেন। খরচ সম্বন্ধে কিছুই দাবী করিতেন না। এই অবস্থাতে অনেক দিন চলার পর ডাক্তার খানা বা ডাক্তারের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এরূপ কৌশলে মণিপুরে ডাক্তার খানা ও ডাক্তারদের স্থায়ীত্ব করিয়াছিলেন। দুঃখের

বিষয়—আরো কয়েক বৎসর পরে মণিপুরীদের চিকিৎসা বিদ্যা চির-
তরে লোপ পাইবে।

মাইবা, মাইবীদের তাবিজ-তুবিজ, তন্ত্র-মন্ত্রের দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। এই গুলি ক্ষমূল রাজ বংশীয় পূর্ব্ব পুরুষ গণের, মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোক গণের নাম ও তাঁহাদের কার্য্য কলাপের গুণাবলী সংযোগে রচিত। যথা :—

১। ধাতুগত রোগাদিতে,—মন্ত্র :—

"নোংবক চিংখৈ পাখংবগা, লৈমাবেল সাবিরৈ পাম্হোই বী গা ঙংনবা রা রাজমণি রা কৌএ"।

পাখংবা=বভ্রুবাহনের বংশধর লিক্কা খোম্বা বা কাংলা বা অতিয়া গুরু শীদবার কনিষ্ঠ পুত্র কচুক কনসিল। ইনি মনুষ্য নয়—অতিয়া গুরু শীদবার ঔরসে নাগপতি অনন্তের অংশে জন্মান্তর হইয়াছিলেন।

লৈমারেল সাবিরৈ পাম্হোইবী=কচুক কনসিল বা পাখংবার মাতা। বভ্রুবাহন পুত্র দাত্তমণির মন্ত্রী কৈজু মাহীন্দ্রের ঔরসে দ্রৌপদীর অংশে জন্মান্তর হইয়াছিলেন।

২। চক্ষুগত রোগাদিতে,—মন্ত্র :—

"মঙাংগুরু, লুয়াংগুরু, ক্ষমুল গুরু, লৈচিন হাঙ, মেংশেল হাঙ, গুরু শীদবগী য়াথাংনে"।

মঙাংগুরু, লুয়াং গুরু=অতিয়া গুরু শীদবার পুত্রদ্বয়। অতিয়া গুরু শীদবার ঔরসে সূর্য্য দেবতা দুই অংশ হইয়া দুই রাণীর গর্ভে জন্মান্তর হইয়া ছিলেন।

ক্ষমুল গুরু=কচুক কনসিল বা পাখংবার পুত্র। পাখংবার ঔরসে মহাদেব জন্মান্তর হইয়াছিলেন। মহাদেব প্রজাসকলের পূজার ভোগাদি দ্রব্য খাওয়ার বাসনায় "আপোকপালাই" অর্থাৎ কুলদেবতা হইয়া জন্মান্তর হইয়াছেন।

গুরুশীদবা—বভ্রুবাহন তনয় দাত্তমণির পুত্র। দাত্তমণির ঔরসে নর নারায়ণ অর্জ্জুন জন্মান্তর হইয়াছিলেন।

৩। অর্শ রোগাদিতে,—মন্ত্র :—

"লৈপাক য়ুম মপু লৈরেমা নিংথৌ নংগী নমিংদী সনামহী কণ্ডেরেং হাইনা কৌএ, গুরু শীদবগী য়াথাংনে তুম" :

সনামাহী=অতিয়া শীদবার জ্যেষ্ঠপুত্র। নাগপতি অনন্তের অংশে জন্মান্তর হইয়া ছিলেন। অনন্ত দুই অংশ হইয়া অতিয়া গুরু শীদবার ঔরসে জন্মান্তর হইয়াছিলেন—(১) সনামাহী (২) কম্বককনসিল বা পাখংবা।

৪। কুষ্ঠ রোগাদিতে,—মন্ত্র :—

"পাখংবা লাইরেন নংগী নপা পকপা নপু নমিংদী থংগ্রংবা কৌবনে। নবেল নমিংদী সেংগৈনু কৌবনে। তিলিরেল সিও, লাইরেল সিও, তিমুরেল সিও, তিন সেরেন সিও, চতৌরেন সিও, তৌরা নাই সিও, পিনাইতাপা তারেংমা সিও, পানাই তাপা তারেং মা সিও লাইরেন নোখইনা কোকপদা কোক্‌ছাংদা কোক্‌পানে। লাংজিংদা লংবনে। নমেইবু নেয়ানা চিকদনা সিবনে, সিও—গুরু শীদবগী য়াথাংনে তুম:। গুরু শীদবগী য়াথাংনে তুম:, গুরু শীদবগী য়াথাংনে তুম:।।

পাখংবা, গুরুশীদবা=পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। মণিপুরী মাত্রেই পাখংবাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করত: তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। নচেৎ তাহার গোষ্ঠী সহকারে নির্ব্বংশ হইতে পারে।

থংগ্রংবা—বভ্রুবাহন তনয় দাত্তমণির অন্য নাম।

সেংগৈনু—দাত্তমণির মন্ত্রী ফেজু মাহাজ্রের গৃহিণী। লৈমারেল সাবিরৈ পাস্থোইবীর মাতা।

৫। তাবিজ-তুবিজ—কলেরার ভূত নিবারণের :—

তাবিজ-তুবিজের অক্ষরগুলি মণিপুরের প্রাচীনতম মণিপুরী জাতীয়

মাতৃ ভাষার নমুনা স্বরূপ। বর্ত্তমান ছাপা খানার প্রেসে মুদ্রাক্ষরগুলি নাই বলিয়া দৃষ্টান্ত দিতে পারিলাম না।

। সনামাহী, আপোকৃপা বা কুলদেবতা :—

এই পূর্ব্বপুরুষগণ বৈষ্ণব যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ সকলের দেবতা। বৈষ্ণব দেবতা কর্ত্তৃক বেদখল হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে দেবতাদের নিকট জীব বলী ও তিল, যব প্রভৃতি কাঁচা জিনিষ উৎসর্গ করা হইত। সুতরাং সনামাহী ও আপোকৃপার (কুলদেবতার) নিকট এখনও কাঁচা জিনিষ ও মৎস্যাদি উৎসর্গ করা হয়। সনামাহী ও আপোকৃপার পূজা নবান্ন বা পৌষ পর্ব্বনের সংস্করণ। অন্যান্য দেব-দেবাদির পূজা, অর্চ্চনা, ক্রিয়া কর্ম্মাদি ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু সনামাহী ও আপোকৃপার পূজা অর্চ্চনাদি মাইবা, মাইবিগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন করাইতে হয়। নিবেদিত তণ্ডুল, মৎস্য ও ব্যঞ্জনাদি কাঁচা জিনিষ সমূহ কুল বংশজাত পুরুষ রন্ধনাদি করিয়া জ্ঞাতিবর্গ ও অন্যান্য ইষ্টি কুটুম্বাদিকে পরিবেশন করতঃ ভোজন করাইবে। কেহ যদি ইহাদের অবহেলা করিয়া সেবা-পূজা না করেন—তবে তাহাদের বংশাবলী সহ দিন দিন অধঃপতন হইতে থাকে।

আপোকৃপা বলিতে আমাদের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষকে বুঝিতে হইবে। তাঁহাকে আমরা দেবতা জ্ঞানে "কুল দেবতা" বলিয়া থাকি। সেই যুগে তাঁহারা মাছ, মাংস খাইয়াছিলেন। আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্মে (গৌরাঙ্গ ধর্ম্ম) দীক্ষিত হইলেও মাংস নিষেধ কিন্তু মৎস্যের ব্যবহারত আছে। তাঁহাকে মৎস্য দিয়া নিবেদিত করিলেই সন্তুষ্ট হন। তন্ত্র শাস্ত্রে লিখা আছে :—

"উত্তম স্ত্রিবিধা মৎস্যা শাল, পাঠীন রোহিতা,
মধ্যমা কণ্টকৈহীনা অধমা বহু কণ্টকা।
তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যাঃ যদি সুষ্ঠু বিবর্জিতা ॥"

'মৎস্য মধ্যে শাল (হউল) পাঠীন (বোয়াল) রোহিত (রুই) এই তিন জাতি মৎস্য উত্তম। কণ্টকহীন অন্যান্য মৎস্য মধ্যম এবং বহুকণ্টক শালী মৎস্য অধম। যদি শেষোক্ত মৎস্য সুন্দররূপে বর্জিত হয়, তাহা হইলে—দেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে। "তন্ত্র মতে"। আপোকপার পূজা সম্বন্ধে বার, তিথিভেদে বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এইসব কথা আর লিখিলাম না। মাইবা, মাইবীর কথাও এখানে ক্ষান্ত হইলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:— উপরোক্ত মাইবা, মাইবীর কথা" প্রসঙ্গে লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তন্ত্র-মন্ত্র গুলিতে অর্জ্জুন তনয় বভ্রুবাহনের বংশজাত তথা ক্ষুমল রাজবংশীয়গণের পূর্বপুরুষাদি ও মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোকদের নাম গ্রথিত। প্রাচীন পৌরাণিক বা ইতিহাসে ক্ষুমল রাজবংশাবলীর বিবৃতি গ্রন্থাকারে লিখিত না থাকিলেও—অতি প্রাচীনকাল হইতে আবাহ কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে—মাইবা, মাইবীর তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-তুবিজ গুলিই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক জাজ্বল্যমান নিদর্শন গ্রন্থ। আবার তন্ত্র-মন্ত্রে গ্রথিত স্ত্রী পুরুষগণ সনামাহী মঙাং, লুয়াং, আঙোম, মইরাং রাজ বংশীয়গণের ও আদি পুরুষ ও মাতৃ স্থানীয়া স্ত্রীলোক। কেননা—ইহারাও বভ্রুবাহনের বংশধর অতিয়াগুরু শীদবার পুত্র বিষ্ণুপ্রিয়া। মণিপুরী বিজ্ঞ মাইবা, মাইবীগণের নিকট ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহকারী মহোদয়গণ একবার অনুসন্ধান করিলে সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে—ক্ষুমল রাজবংশীয়গণই মণিপুরের প্রাচীন প্রধান শাসক মণিপুরী জাতি।

প্রাচীন ও আধুনিক স্মৃতি-চিহ্ন।

আমি গত ১৯৪৯ ইংরেজীর অক্টোবর মাসে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ উদ্দেশ্যে—বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঙামাটী রাজ্য হইতে মণিপুরে আগত অর্জ্জুন পৌত্র পরীক্ষিতের বংশজাত চন্দ্র বংশীয়, বৈয়াঘ্র গোত্রীয় নিংথৌচা, খুইরাকপা, মেয়াং নিংথৌ বা কৈরেং খুল্লাকপা, "ধনপতি রাজপুত্রের" বংশধর শ্রীঃহেমন্তজীৎ সিংহ রাজ কুমারকে আমার সঙ্গী করিয়া মণিপুর গিয়া ছিলাম। তখন মণিপুরের প্রাচীন ও আধুনিক কালের আমার দেখা কয়েকটী নিদর্শন স্মৃতি-চিহ্নের কাহিনী নিম্নে বিবৃত করিলাম।

বিষ্ণুপুর—মণিপুরের অতি প্রাচীন রাজপাট। অর্জ্জুন তনয় বভ্রুবাহন হস্তিনা হইতে আনীত স্বর্ণ নির্ম্মিত "বিষ্ণু বিগ্রহ" স্বীয় রাজ-পাটে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতঃ সেবা পূজা করিয়া ছিলেন। বিষ্ণুর নামানুসারে রাজপাটের নাম "বিষ্ণুপুর" রাখিলেন। ইহার পূর্ব্বে ছিল নাম—"মেয়ার ইম্ফল"। এই রাজপাট লক্তাক হ্রদের পশ্চিমাংশে লম্বোদং পাহাড়ের ক্রমোনিম্নভাগে অবস্থিত। বর্ত্তমানে সেই মন্দিরস্থ স্থান "ফুংগী উমাং লাই" (জঙ্গলের দেবতা বিষ্ণুর) বলিয়া প্রসিদ্ধ। পর্ব্বোপলক্ষে ফল, ফুল, তুলসী ও মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি নিয়া দর্শনেচ্ছা মণিপুর অধিবাসি গণের সমাগম হয়।

ক্ষমুলয়াংবী বা ক্ষমুলে লাম্বী—য়াংবী—রাস্তা বা শড়ক। লাম্বী—রাস্তা বা শড়ক অর্থাৎ ক্ষমুল রাজাদের নির্ম্মিত অতি প্রাচীন শড়ক। বিষ্ণুপুর হইতে পূর্ব্ব দিকে ও লক্তাক হ্রদের উত্তরাংশ দিয়া কাচিং রাজ্য পর্য্যন্ত গিয়াছিল শড়ক। কথিত আছে—কাচিং রাজের সহিত ক্ষমুল রাজের বন্ধুত্ব ছিল। যাতায়াতের নিমিত্ত ক্ষমুল রাজ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন শড়ক। বর্ত্তমানে এই রাস্তাদিয়া

লোক চলাচল করে না—খাগ, ইকড়, খিরা, তৃণ জাতীয় উদ্ভিদে আচ্ছাদিত।

লিকলাই কারোং:—লিক=মালা, গলার হার, লাই= দেবতা অর্থাৎ দেবতা প্রদত্ত কণ্ঠহার। কারোং—নদীর ডর। মণিপুরের উত্তর ও পশ্চিমাংশ দিক হইতে ছোট ছোট তিনটী প্রবাহিত নদী একই স্থানে মিলত হইয়া লক্তাক হ্রদে পতিত হইয়াছে। এই মিলিত সঙ্গম স্থলে ছোট খাট একটি ডরের সৃষ্টি হইয়াছে। কমুল মাংবী ঐ ডরের নিকটবর্ত্তী দিয়াই নদী ত্রয় অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। এই স্থানে একটা পুলও ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় কন্যা "নোঙাক লৈমা পাম্বোইবীকে" একটী কণ্ঠহার দিয়াছিলেন। (এই নোঙক লৈমা পাম্বোইবী—কস্থক কনসিল বা পাখংবার পুত্র কমুল গুরুর মহারাণী। গন্ধর্ব্ব কন্যা "মালাং" এর গর্ভে দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে জগৎমাতা দুর্গা জন্মান্তর হইাছিলেন)। সেই কণ্ঠ হারটি কমুল গুরুর পৌত্র "হাউরম চাউবা" গলায় ধারণ করিয়া ছিলেন। কণ্ঠহারটি কনিষ্ঠ—"হাউরমতোল" ইচ্ছা করিয়া চাহিলে দেন নাই। ঘটনাচক্রে রাজপাট বিষ্ণুপুরের পূর্ব্ব দিকে একস্থানে একটা গান বাজনার আয়োজন হইয়াছিল। রাজা "হাউরম চাউবা" কণ্ঠহারটি গলায় ধারণ করিয়া গান দেখিতে গিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ হাউরম তোল" সময় সুযোগ বুঝিয়া তরবারী হস্তে পুলের নীচে লুক্কায়িত রহিলেন। জ্যেষ্ঠ হাউরম চাউবা ফিরিয়া আসিবার সময় পুলের নীচ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে ছিন্ন ভিন্ন করত: হত্যা করিয়া ফেলিলেন। কণ্ঠহারটির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য না থাকায়, তাহাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ঐ ডরের জলে নষ্ট হইয়া গেল। সেই অবধি ঐ ডরের নাম "লিকলাই" কারোং" বলিয়া প্রসিদ্ধ। হাউরম তোল রাজা হইলেন। মধ্যম "হাউরম য়াইমা" কনিষ্ঠ হাউরম তোলের এরূপ নির্দয় হত্যা কাণ্ড

দেখিয়া, ভয়ে মোইরাং রাজ্যে গিয়া বসত করিয়া রহিলেন। (মণিপুরের ঘরে ঘরে খাম্বা ও থোইবীর অটল প্রেম কাহিনীর যে গীতাভিনয় করে — সেই খাম্বার বৃদ্ধ পিতামহ হইল, ঐ চাউরময়ইমা)।

আশ্চর্য্যের বিষয়—আমি 'মেয়াং ইম্ফালে" গিয়া ছিলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় আমার সঙ্গী রাজ কুমার ও মণিপুর—নিংথৌখোং বাসী কমুল রাজ বংশীয় অবিবম শ্রীচাউবীওাচম্বা স্না সিংহ রাজকুমার আর কয়েক জন মেয়াং ইম্ফাল বাসী মুসলমান মণিপুরী সহ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক গল্প গুজব করিয়া বিষ্ণুপুরের দিকে—আসিতে ছিলাম। যখন ঐ ডরের নিকটবর্ত্তী হইলাম—তখন কমুল রাজ কুমার বলিলেন— লিকলাই কারোংতে আসিয়াছি, গল্প গুজব বন্ধ কর, মুসলমান মণিপুরীগণও বলিল। ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিলাম না। যাহাই হউক আমরা সকলেই নীরব হইলাম। ডরটি অতিক্রম করিবার সময় মানুষ, পশু পক্ষী নীরব হইলে যে একটা শব্দ শুনা যায়, তদ্রূপ 'চং চিং করিয়া যেন একটা শব্দ কর্ণগোচরে পড়িল। আরো দেখিলাম—ঐ ডরের নিকটে স্থল ভূমিতে সে স্থানে কোন টিলা বা কোন একটা বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদও নাই চক্রাকার ধ্বজ উচ্চ বাঁশ খণ্ডে পুতান আছে। অবশেষে কমুল রাজ কুমার মহাশয় হইতে সমুদয় তথ্য বুঝিতে পারিয়াছি। ডর অতিক্রম করিবার সময় গল্প গুজব করিলে নৌকা ডুবিয়া মানুষ খতম হইবার আশঙ্কা। নিকটবর্ত্তী পশ্চিম দিকে অবস্থিত "তৌবুল" গ্রামের অধিবাসিগণ প্রতি বৎসর চৈত্র বা বিষুব সংক্রান্তির দিবস ধ্বজ প্রদান করিয়া থাকেন, নচেৎ গ্রাম বাসীর অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।

মোইরাং :—লক্তাক হ্রদের দক্ষিনাংশে অবস্থিত একটি বড় গ্রাম। রোড্ শড়কের উভয় পার্শ্বে দুইটি জীর্ণশীর্ণ বট বৃক্ষ আছে। কথিত আছে—কমুল পুরাণের প্রাচীন পর্য্যায়ে উল্লিখিত কমুল রাজবংশীয় "হাউরম

য়াইমা'র" প্রপৌত্র "খাম্বাকে" মোইরাং রাজ পরিবারের পরমা সুন্দরী "থোইবীর" কারণে এই বটবৃক্ষদ্বয়ে বন্ধন করিয়া নানা প্রকারের শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। "খাম্বা ও থোইবীর" প্রেম প্রণয়ের সময় কাল প্রায় ৮০০ আট শত বৎসর হইতেছে। দেখিতে পাইলাম রোড শড়কের সর্ব্বত্রই শুষ্ক ও পরিপাটী ; কিন্তু এই স্থানের ফাল :—পরিমাণ রাস্তা ভগ্ন, জল ও কর্দ্দমযুক্ত। কারণ জিজ্ঞাসা করায়—তথাকার অধিবাসীরা বলিল—প্রাচীনে এই স্থানে খাম্বাকে নানা উৎপীড়ন করা হইয়াছিল। মণিপুর সরকার অনেক প্রকারে পাকা করিয়া গড়িতেছেন ; কিন্তু কয়েকদিন পরে আবার পূর্ব্বাবস্থা হয়।

ফুবলা :—লক্তাক হ্রদের পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি বড় গ্রাম। এই গ্রামের পূর্ব্বদিকের বিস্তীর্ণ মাঠের অগ্রভাগে, লক্তাক হ্রদের তীরবর্ত্তী ভূমিতে একটি বটবৃক্ষ আছে। গাছটি হৃষ্টপুষ্ট ও মনোরম। কথিত আছে—খাম্বা ও নোম্বল কাঙ্গিয়াম্বা রূপবতী থোইবীকে পাইবার জন্য এই মাঠে দৌড় প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। সাক্ষী, নিদর্শন থাকুক বলিয়া গাছটি রোপিত হইয়াছিল। প্রাচীনের স্বমূল রাজত্বের স্মৃতি-চিহ্নের মধ্যে মাত্র এই কয়েকটি দেখিয়াছি। এখন আধুনিক কালের কয়েকটি নিম্নে লিখিলাম।

মহাবলী :—মৈতৈরাজা গরীব নিওয়াজ "শান্তদাস গোস্বামী" কর্ত্তৃক রামান্দি বা রামাউতি ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর "মহাবলী নামে ৺হনুমানজীউর" একটি মন্দির নির্ম্মিত করেন। ইহা বর্ত্তমান ইম্ফাল সহরের সন্নিকটে অদ্যাপি পর্য্যন্ত রহিয়াছে। (রাজা গরীব নিওয়াজের রাজত্বকাল ১৭১৪—৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ গাছ-পালায় আচ্ছাদিত। ফল-মূলাদি ও মিষ্টান্ন কিছু নিয়া আমার সঙ্গীসহ মন্দিরের দ্বারে দিয়া ভক্তি করা মাত্রেই কোথা হইতে কয়েকটি লেজ লম্বা বানর আসিয়া কাড়া-কাড়ি করিয়া খাইয়া ফেলিল।

মেয়াং ইম্ফাল :— বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঙামাটী রাজ্য হইতে মণিপুরে আগত "ধনপতি রাজপুত্রের" বসতকার স্থান। (রাজা গরীব নিওয়াজ ও ক্ষুল রাজ মৈমু চোংখানপার রাজত্বকালে)। বর্ত্তমান ইম্ফাল সহরের ১৪ চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি বড় গ্রাম। স্মৃতি-চিহ্নের মধ্যে ধনপতি রাজপুত্রের খোদিত একটি দীঘী, বসিয়া স্নান করিয়াছিলেন একটি চৌকা পাথর খণ্ড, মণিপুরে প্রাপ্ত উপাধির নামানুসারে "থুল্লাকপা লৌকল" বলিয়া একটি বিল ও "থুল্লাকপা মেয়াং লৌখা" বলিয়া ধানক্ষেতের একটি মাঠের নাম করণ অদ্যাপি পর্য্যন্ত আছে। দীঘীটি সেঙ্গাম অনি অর্থাৎ তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে খোদিত। পাথর খণ্ড লম্বায় প্রায় আড়াই হাত প্রস্থে প্রায় দুই হাত, উচ্চতায় প্রায় ১ এক ফুট। পাথর খণ্ডের নিকটে "মৈকিবী" বলিয়া একটি বটবৃক্ষ আছে। কথিত আছে—একজন স্ত্রীলোক সতীত্ব ধর্ম্ম পালন করিয়া স্বামীর চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছেন। ঐ বটবৃক্ষটি তাহাদের শ্মশান ভূমিতে রোপিত হইয়াছিল। গাছটি একটু জীর্ণ-শীর্ণ—অনুমান প্রায় ১৫০ দেড় শত বৎসরের কম হইবে। (ধনপতি রাজপুত্রের বংশধরদের বাস ভূমি ত্যাগের পর)। চৌহিদার তিন দিকে থাঙাপাতের অর্থাৎ নৌকা খেলার খালের চিহ্ন ও অন্যান্য প্রাসাদাদি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, তথাকার অধিবাসী মণিপুরী মুসলমান "মৌলভী আবদুল আজি" আমাদিগকে দেখাইয়া দেখাইয়া গল্প কাহিনী শুনাইয়াছেন।

মৌলবী সাহেব, ইহার পূর্ব্ব উত্তর দিকে প্রায় পোয়া মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে নিয়া "তুরেল অচৌবা" নামক নদীর তীরে "সতী খোংনাং" বলিয়া, আর একটি অতি প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ দেখাইলেন। গাছটি অতি হৃষ্ট-পুষ্ট ও প্রকাণ্ড। ঘটনা বিবরণ ও পূর্ব্বে লিখিত গাছটির মতই, তবে সতীত্ব দেখান ও বটবৃক্ষ রোপন পূর্ব্বটির অনেক আগে। "সতী খোংনাং" সম্বন্ধে

কিঞ্চিৎ গল্প কাহিনী—আঙোম গোষ্ঠীর "খগেন্দ্র" ক্ষমূল রাজবংশীয় অরিবম্ কালারাজার মেয়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় ভস্মীভূত হইয়া সতীত্ব দেখাইয়াছেন। খগেন্দ্রের পুত্রের নাম খেলান্দ বড় পাত্র। তৎপুত্র—পূর্ণ সিংহ। তৎপুত্র—হুনামতি। এই হুনামতি আমারও মাতামহ। তৎপুত্র—মুরেই। তৎপুত্র—সুখদেব, ধনী, গোপাল ও নারাইন। বর্ত্তমানে ইহারা মণিপুরের নিংথৌ খোং খুনৌ বস্তীতে বসবাস করিয়া আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া জাতির মধ্যে আঙোম এক বড় গোষ্ঠী।

ইহারপর—মৌলবী সেহেব "মৈকিবী" বট বৃক্ষের প্রায় দেড় পোয়া মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে আমাদিগকে নিয়া "তুরেল অচৌবা" নদীর তীরে "পাখংবার সুরুঙ্গ" দেখাইলেন। সুড়ঙ্গটি তৃণাচ্ছাদিত দর্শন করিবার জন্য কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই রোড সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত এক বাসাবাড়ী হইতে একজন পুলিশ প্রহরীদার আসিয়া নিষেধ করিলেন—মণিপুরেশ্বর রাজা ভিন্ন কেহ এখানে যাইতে পারে না বলিয়া। আমরা তৎস্থানে থাকিয়াই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিলাম। ইহার পশ্চিমাংশ ভূমিতে ক্ষমূল রাজাদের রাজপাট ছিল বলিয়া মৌলবী সাহেব বলিলেন—স্মৃতি-চিহ্নাদি কিছুই নাই—খোলা ভূমি। পাখংবার সুরুঙ্গ থাকায়—আমরা কথাটি বিশ্বাস করিলাম। কথিত আছে ক্ষমূল রাজাদের প্রথম রাজপাট "বিষ্ণুপুর" হইতে এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এস্থান ক্ষমূল রাজাদের দ্বিতীয় রাজপাট।

ক্রাসিপায়—লক্তাক হ্রদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটী বড় গ্রাম। এই গ্রামের পশ্চিমাংশে ৺শ্রীশ্রীগোপীনাথঠাকুরের প্রকাণ্ড দীঘী ও পাড়ে রোপিত বটবৃক্ষ বর্ত্তমান পর্য্যন্ত আছে। কথিত আছে—এখানে ক্ষমূল অরিবম "কালা রাজার" রাজপাট ছিল। ক্ষমূল রাজ

বংশের দুইটি রাজপাট হইল— ক্ষমুল অরিবম কাণা রাজার একটি আর ক্ষমুল অনৌবম আনন্দরাম রাজার একটি।

নিংথৌ খোং – লক্তাক হ্রদের পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি বড় গ্রাম ক্ষমুল রাজ বংশীয় অরিবম ও অনৌবম রাজাদের বর্ত্তমান রাজপাট। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র প্রদত্ত ৺শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ অরিবম ও ৺শ্রীশ্রীরাধা মাধবজীউ অনৌবম রাজ বংশে বিহিত ব্যবস্থানুযায়ী সেবা পূজায় পরিচালনা করিতেছেন।

লাংথবাল :– লক্তাক হ্রদের উত্তরাংশে অবস্থিত "লাংথবালে" মৈতৈ মণিপুরী জাতীয় রাজাদের রাজপাট ছিল। বর্ত্তমানে এখানে কোন প্রাসাদাদি নাই; কিন্তু ফলবান বৃক্ষাদি, পথ ঘাট, দির্ঘীকা এবং পুরীর একটি দ্বার অদ্যাপিও আছে।

ইম্ফাল—মৈতৈ রাজা "চন্দ্রকীর্ত্তির" সময়ে বর্ত্তমান ইম্ফালে রাজপাট পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—পূর্ব্ব রাজ পাটের প্রায় ৩½ মাইল উত্তরে স্মৃতি-চিহ্নাদির মধ্যে ৺হনুমানজীউর মহাবলী মন্দির "মহারাজ চূড়াচাঁদ সিংহ বাহাদুরের" পূর্ব্বকার রাজাদের ভিটা-ভূমি ও থাঙা পাতের অর্থাৎ নৌকা খেলার খালের ভরাট স্থান মাত্র দেখিলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্নাদিতে অর্থাৎ বিষ্ণুগী উমাং লাই, তৌবুল গ্রামের ক্ষমুল রাংবী, লিকলাই কারোং, মেয়াং ইম্ফালের পাথংবার সুরঙ্গ, মোইরাং এবং ফুবলার বটবৃক্ষাদি দর্শনে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে যে—প্রাচীনে ক্ষমুল রাজবংশীয় অর্থাৎ বভ্রুবাহনের বংশধর বিষ্ণুপ্রিয়া রাজাদের প্রাধান্যতা ছিল। নচেৎ প্রাচীনাবধি হইতে আবাহকাল পর্য্যন্ত এইসব কথা মণিপুরের অধিবাসীদের মুখে স্ফুরিত হইবার কোন কারণ নাই। অন্যান্যগুলি আধুনিক অর্থাৎ মৈতৈ জাতীয় মণিপুরীগণ মণিপুরে প্রভুত্ব লাভ করার পরবর্ত্তীকালের স্মৃতি-চিহ্নাদি।

বর্ত্তমানে প্রকাশিত মণিপুরের ইতিহাস গুলিতে এই সকল স্মৃতি-চিহ্নাদির বিবৃতি বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছেনা। ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ কারী মহোদয়গণ একবার যদি স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিবার চেষ্টা করেন, তবে আমার উক্তি গুলির সত্যতার প্রমাণ পাইবেন।

স্কন্দ পুরাণ বৃত্তান্ত সমর্থক কতিপয় বিবরণ।

ললিত মঞ্জুরী:—(মাসিক মণিপুর পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১৯৪৩ ইংরেজীর ১লা আগষ্ট, ১২শ খণ্ড)।

(১) খুমোল রাজ বংশাবলী

১। অর্জ্জুন।
|
২। বভ্রুবাহন।
|
৩। দাণ্ডমণি।
|
৪। অতিয়াগুরু শীদবা।
|
৫। পাখংবা।
|
৬। খুমোল ওওই
|
৭। লাইস্রাম তোম্বক
|
৮। মধুদেব।
|

১। হাউরম চাউবা (মেনাউনা হান্বুনা নিবংশ ওইত্র বনি অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা হত্যা করিয়া নিবংশ হইয়াছে।	২। হাউরম য়াইমা (মোইরাংদা চেনখিবা অর্থাৎ মোইরাঙে পলাতক | পারেম্বা। | পুরেম্বা। | খাম্বা থম্বু	৩। হাউরম তোল। (মগী থারালা বিষ্ণুপ্রিয়াগী নিংথৌ অনৌবা ওইখিবনি অর্থাৎ ইহার বংশ ধরে বিষ্ণুপ্রিয়াদের রাজা অনৌবম হইয়াছিলেন।

বিঃ দ্রঃ—পরবর্ত্তী অংশ প্রবন্ধ লেখক মহশয় লিখেন নাই।

(২) মৈতৈ শিংগী গোত্রগী মরমদা পুরাণ দা হাঙ্গৈবা ৱাদি:—মণিপুরগী মৈতৈ পণ্ডিত ময়ামগা লোইন তুনা সনাখরা ইবুঙো বর সেনাপতি শ্রীযুৎ ভুম্বু সিংহগী সঙ্গাইদা পুরাণ ময়াম পাতুনা এংখি। মতুদা পণ্ডিত সিংনা ফংখি—মণিপুর এক শলাই ৭নি। শলাই অমমগী মতুংদা শাগৈ য়ামনা লৈ। মাতুদি:—

এক শলাই।	শাগৈ।	গোত্র।
১। নিংথৌচা দা	১১৪	বৈয়াত্র, ভৃগু, শান্দিল্য।
২। খুমোল দা	৫৪	মধুগল্য।
৩। আংঙোম দা	৪৭	ভরদ্বাজ, কৌশিক. গৌ
৪। লুৱাং দা	১০৭	কশ্যাপ।
৫। মোইরাং দা	৬৫	অত্রেয়, অঙ্গিরস্য।
৬। চেংলৈ দা	৩২	ভরদ্বাজ।
৭। খাবাঙাংবা দা	১৬	নৈমিষ্য।

বাঙ্গালায় অনুবাদ :— মৈতৈ মণিপুরীদের গোত্রাদি কারণে পুরাণে বলিতেছে কথা— মণিপুরের মৈতৈ মণিপুরী পণ্ডিত সকল সহ বর সেনাপতি শ্রীযুক্ত ডুম্বু সিংহ [মহারাজ চুড়াচাঁদ সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা] মহাশয়ের বাড়ীতে পুরাণ সকল পাঠ করিয়া পণ্ডিতবর্গ পাইয়াছেন যে: মণিপুর এক জাতিতে ৭টি শলাই বা শাখা। এক এক শলাইর ভিতরে অনেক বংশ অর্থাৎ গোষ্ঠী পৃথক আছে। তাহা হইল :—

[১] নিংথৌংচা শলাইতে ১১৪ গোষ্ঠী, গোত্র হইল—বৈয়াঘ্র, ভৃগু, শান্দিল্য।

[২] খুমোল শলাইতে ৫৪ গোষ্ঠী, গোত্র হইল—মধুগল্য।

[৩] আঙোম শলাইতে ৪৭ গোষ্ঠী, গোত্র হইল—ভরদ্বাজ, কৌশিক, গৌতুম।

[৪] লুয়াং শলাইতে ১০৪ গোষ্ঠি, গোত্র হইল—কাশ্যপ।

[৫] মোইরাং শলাইতে ৬৫ গোষ্ঠী, গোত্র হইল—অত্রেয়, অঙ্গিরস্য।

[৬] চেংলৈ শলাইতে ৩২ গোষ্ঠী, গোত্র হইল—ভরদ্বাজ।

[৭] খাবাঙাংবা শলাইতে ১৬ গোষ্ঠী, গোত্র হইল— নৈমিষ্য।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম :—(পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ, ১১২—১১৪ পৃষ্ঠা) প্রাগজ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান গৌহটী) হইতে যুধিষ্ঠীরের যজ্ঞাশ্ব ক্রমে মণিপুর রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হয়। তখন বভ্রুবাহন তদ্দেশের রাজা। অশ্ব তথায় ধৃত হইলে, বভ্রুবাহন—পুত্র হইয়া কি প্রকারে পিতার সহিত যুদ্ধ করিবেন এসম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা

বভ্রুবাহনের জন্ম সময়হইতে গণনা করিলেও "মণিপুর" প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসরের প্রাচীন রাজ্য। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে পামহৈবা বা গরিব

বনিওয়াজ তাঁহার পিতাকে গুলি করিয়া নিহত ক্রমে মণিপুরের সিংহাসনে উপবেশন করেন। (রাজা গরিব বণিওয়াজের পিতামহই কনূল রাজত্ব ধ্বংস করত: মণিপুরের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন)।

সরল বাংলা অভিধান :–(ঐতিহাসিক অভিধান মণিপুর শব্দের বিবরণে, ১০১৪—১০১৫ পৃষ্ঠা)—মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, মণিপুর রাজ কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিবাহ করেন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্ব ধৃত উপলক্ষে চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে ইহার পর বহু শতাব্দী যাবৎ মণিপুরের ইতিহাস তমাসাচ্ছন্ন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে "পামহৈবা" মণিপুর সিংহাসন গ্রহণ ও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া "গরিব নওয়াজ" নাম ধারণ করেন।

বিচিত্র মণিপুর :–(৭১ পৃষ্ঠা) মণিপুরের রাজ বংশীয়েরা অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহাদের এই পরিচিতি যে অমূলক নয়, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ২২ অধ্যায় এবং মহাভারতের আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্বে বভ্রুবাহনের বীরত্বের বিশদ বর্ণনা আছে। এত গেল প্রাচীন আমলের কথা। মণিপুরের আধুনিক ইতিহাসের সূত্রপাত প্রকৃত পক্ষে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে আদিবাসী রাজা পাম হেইবার সিংহাসনারোহণের সঙ্গে। রাজা হইবার পর তিনি হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং গরীব নেওয়াজ (অর্থাৎ দরিদ্রের আশ্রয়) এই ফরাসি উপাধি গ্রহণ করেন।

কাছাড়ের ইতিবৃত্ত :—(দ্বাদশ অধ্যায় ১৭২—১৭৯ পৃষ্ঠা) মণিপুরী জাতী—অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার সন্তান রূপে এতদ্দেশে পরিচিত।

মণিপুরের পরবর্ত্তী সময়ে মৈরাং, খুমোল,, আঙ্গম, লোয়াং নামে ৪টি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত করে।

অতঃপর মৈতৈ জাতি সমস্ত মণিপুরে প্রাধান্য লাভ করিয়া বিভিন্ন জাতি সমূহকে এক জাতিতে পরিণত করে।

মণিপুরী দিগের মধ্যে ৭টী শাখা বা শলাই বিদ্যমান আছে। যথা—নিংথাজা, খুমলা, লোয়াং, আঙ্গম, মৈরাং চেংলৈ, খাবানাংবা। উপশাখা সকল ইয়ুম লাক (গোষ্ঠি) নামে অভিহিত হয়।

মণিপুরীজাতি নৃত্যগীতে একান্ত অনুরক্ত। খাম্বা ও থৈবীর অপূর্ব্ব প্রেমগীতি শ্রবণ করিতে মণিপুরীগণ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। খাম্বা, খুমল রাজ বংশীয় পিতৃ মাতৃহীন এক আদর্শ বীর যুবক এবং থৈবী মৈরাং রাজ পরিবারের পরমা সুন্দরী একমাত্র কন্যা সন্তান। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনোমিলন এবং নানা পরীক্ষা ও বাধা বিপত্তিতেও ইহাদের প্রেম অটল। অবশেষে যুবক যুবতীর মনোবাসনা পূর্ণকারী দেবতা "থাংজীং" এর আশীর্ব্বাদে উভয়ের ক্ষণস্থায়ী মিলন।

"খুমল পুরাণ" হইতে মণিপুরের কয়েকটি প্রাচীন কালের রাজার নাম প্রদত্ত হইল—বভ্রুবাহন, দাত্তমণি, লিকলাই খম্বা বা অতিয়া গুরু শিদবা কম্থককনসিজ বী পাখংবা, খুমুল রাজা, মধুদেব, (ইহার ২য় পুত্র হাউরম য়াইমা—খাম্বার প্র-পিতামহ) হাউরমতোল, তম্দুলা পাবা, লোঙাই চিংখুংবা, তংচম্বা, ইয়েন থিংবা, সামুয়ারাবা লংপাম্বা, বান্ধা, লাইসাম্বা, কাখেলাম্বা, খোং পোহাল বাবা, আমুবা, চোরাং বা খুমল তোমু। (শেষোক্ত রাজার রাজত্ব কালে মৈতৈ জাতি মণিপুরে প্রভুত্ব লাভ করে)।

প্রায় ২০০ দুই শত বৎসর হইল—মণিপুরে হিন্দু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। কথিত আছে—একজন সন্যাসী, মণিপুরীদিগকে অনার্য্য ভাবাপন্ন, আর্য্য

সন্তান জ্ঞানে কৃপা পরবশ হইয়া হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাজ্য মধ্যে রাম সীতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। মহাবলী নামে ৺হনুমান জীউর একটি প্রাচীন মন্দির এখনও মণিপুরে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অতঃপর গোসাই কহিলেন—খুমলরাজ! আমি রাম উপাসক রামায়েত। আমার নিকট হইতেই রামায়েত ধর্ম্ম গ্রহণ কর। খুমল রাজা বলিলেন—আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ বিষ্ণু উপাসনা করিতেন, আমাকে বিষ্ণু প্রদান করুন। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া গোসাই—বিষ্ণু উপাসনাকারী খুমলের জনসমূহকে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত করতঃ "বিষ্ণুপ্রিয়া জাতি" বলা হউক আদেশ করিলেন। (খুমল রাজ পণ্ডিত "নবখেন্দ্র" প্রণীত খুমল পুরাণের ২৯ পৃষ্ঠা হইতে অনুদিত)।

রাজা জয় সিংহের (ভাগ্যচন্দ্রের) রাজত্বকালে কৈরেং খুল্লাকৃপা নামে রাঙামাটীর এক রাজপুত্র বহু লোকজন সমভিব্যাহারে মণিপুরে আগমন করেন। ইনি মণিপুরীদিগকে তাম্বুল ও চন্দনের ব্যবহার শিক্ষা দেন। তৎকালে মণিপুরিগণ জুম করিত। বাঙ্গালীর ন্যায়—কাছা দিয়া কাপড় পরিধান এবং ধান্য রোপনের প্রথা ইনিই প্রথমে মণিপুরে প্রচলন করেন। রোপিত ধান্যের চারাগুলি প্রথমে কিছু শুষ্ক এবং মৃত প্রায় হইতেছে দেখিতে পাইয়া মণিপুরিগণ আশঙ্কান্বিত ও ভীত হয় এবং রাজপুত্রকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কিছু দিন পরে ধান্যের চারাগুলি ক্রমে সতেজ হইয়া সবুজ বর্ণ ধারণ করিলে তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতেন, তাহার নাম "মইয়াং ইম্ফাল" বলে। (কমুল পুরাণে উল্লেখ আছে যে, রাঙামাটীর রাজপুত্র রাজা গরিব নিওয়াজের রাজত্ব কালে মণিপুরে আগত—তাহাই সত্য হইবে। কেননা পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন বলিয়াই রাজা ভাগ্যচন্দ্র নূতন ভাষা শ্রবণ করিবার জন্য গুপ্তবেশ ধারণ করিয়া কমুল রাজ্যে গিয়াছিলেন)।

বর্ত্তমানে মণিপুরী জাতি দুইটী বৃহৎ শাখায় বিভক্ত :—

১। বিষ্ণুপ্রিয়া।

২। মৈতৈ।

কামরূপ ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত (রাঙামাটী রাজ্য পূর্ব্ববঙ্গেই অবস্থিত ছিল)। প্রাচীন ও আধুনিক বাসিন্দাদিগকে মণিপুরিগণ "মইয়াং নামে অভিহিত করে। ২২৫ পৃষ্ঠায় "মইয়াং উপকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে যে, মইয়াং মণিপুরীগণের ভাষা ও স্বাভাবিক বুদ্ধির কথা আলোচনা করিলে মনে হয়, ইহারা আর্য্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন। (মণিপুরবাসী রাঙামাটীর রাজপুত্রকে "মইয়াং নিংথৌ" ও সাঙ্গো-পাঙ্গো জন সমূহকে মইয়াং বলে। মণিপুরে গিয়া বসতি করায় মণিপুরী নামে অভিহিত হইয়াছে)।

১৬৫—১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত মৈতৈ রাজবংশাবলীর কথা।

মৈতৈ রাজ বংশাবলী ও তৎকালীন অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ :—

পাম হাইবা :—অপর নাম গরীব নওয়াজ। রাজত্ব কাল ১৭১৪ হইতে ৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ইনি পিতৃহত্যা করিয়া রাজ্য লাভ করেন। এবং স্বয়ং পুত্র জীৎসাই হস্তে নিহত হন।

পাম হাইবার একাদশ পুত্র। শ্যামসাই, জীৎসাই, ভরৎসাই, ধরসাই ইত্যাদি। শ্যামসাই ১৭৫৪ খৃঃ। জীৎসাই হস্তে নিহত। জীৎসাই ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ। জয়সিংহের বিতাড়িত হন। ভরৎসাই ১৭৬১—৬২ খৃষ্টাব্দ।

শ্যামসাইর দুইজন পুত্র। গুরুশ্যাম ও জয়সিংহ। গুরুশ্যাম— রাজত্বকাল ১৭৬২—৬৩ খৃষ্টাব্দ। পঙ্গু, কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম আক্রমণ। জয় সিংহ—অপর নাম ভাগ্যচন্দ্র। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মগের আক্রমণ। দীর্ঘকাল কাছাড়ে পলাতক ছিলেন। বৃদ্ধকালে রাজ্য লাভ করিয়াই তীর্থ যাত্রা করেন।

জয় সিংহের পাঁচজন পুত্র। রণজিৎ চন্দ্র, মধুচন্দ্র, মার্জিৎ সর্জিৎ ও গম্ভীর সিংহ। রবীন্দ্র চন্দ্র ১৭৯৮—১৮০০ খৃষ্টাব্দ। মধুচন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হন। মধুচন্দ্র—মার্জিত কর্ত্তৃক নিহত হন। মার্জিত—১৮১১ খৃষ্টাব্দতে ব্রহ্ম সৈন্য কর্ত্তৃক কাছাড়ে বিতারিত হন। সর্জিত—১৮১২ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তিয়ায় বিতারিত হন। গম্ভীর সিংহ ১৮২৫ ৩৪ খৃষ্টাব্দ।

মধুচন্দ্রের একজন পরমাসুন্দরী কন্যা। নাম ইন্দুপ্রভা। কাছাড়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্রের রাণী হইয়াছিলেন।

মণিপুরের রাজবংশীয়েরা রাজ্য লাভ বাসনায় পুত্র পিতৃ শোণিতে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ সহোদরের রক্তে কলুষিত করিতে বিন্দু মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন বীভৎস্য ঘটনা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল হইলেও মণিপুরে এই সকল দুর্ঘটনা বহুবার সংঘটিত হইয়াছিল।

রাজ্যে এবম্বিধ অরাজকতা, তদুপরি মগের আক্রমণ ও অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাগণ দলে দলে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাছাড়, শ্রীহট্ট ত্রিপুরা, এমন কি সুদূর ঢাকা নগরী পর্য্যন্ত যে যেখানে পারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তৎকালে কাছাড়ের পূর্ব্বাংশ একটি মণিপুরী উপনিবেশে পরিণত হয়।

জাগরণ :— (মণিপুরী জাতিয় পত্রিকা. ১৩৩২ বাংলা, ১ম বর্ষ, ভাদ্র ও আশ্বিন, ৮।৯ম সংখ্যা, "জাতীয় ভাষা সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধ. ৩১১।৩১২ পৃষ্ঠা) বাঙ্গালা যে আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না. তাহা দেখান গেল। এখন বিষ্ণুপুরীয়া ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। এই ভাষা কৈরেং খুল্লাকপা বা মেয়াং নিংথৌ নামক বঙ্গদেশের জনৈক রাজপুত বংশীয় রাজকুমার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হয়। তিনি সাঙ্গো পাঙ্গোদের সহিত কথা কহিবার জন্য ক্রমে বাঙ্গালা ও মণিপুরী ভাষা মিলাইয়া একটি ভাষার সৃষ্টি করেন। মণিপুরের সভ্যতার উপর

(ক্ষমূল পুরাণে লিখিত কৈরেং খুল্লাকপা রাজপুত্রের শিক্ষা দেওয়া কার্য্য কলাপগুলিকে সংক্ষেপে সভাস্তা বলিতেছেন) ইহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল এবং নবাবিষ্কৃত ভাষা তাঁহার উপনিবেশ ছাড়াইয়া আশে-পাশের মৌলিক বিষ্ণুপ্রিয়াদের মধ্যেও প্রচলিত হয়। আওয়ার বা ব্রহ্মদেশীয়দের "ভাগনের" সময় মেয়াং নিংথৌ বা বাঙ্গালী রাজার বংশধরেরা মণিপুর হইতে পলায়ণ করিয়া আসাম বঙ্গে বসবাস করেন। যে সকল বিষ্ণুপুরীয়া ঐ সময় সিলেট, কাছাড়ে পলাইয়া যায়, তাহারা সহজেই কৈরেং খুল্লাকপা ভাষা গ্রহণ করেন। তদবধি ইহা "বিষ্ণুপুরীয়া ভাষা" বলিয়া খ্যাত।

এখন দেখাযাক—এই ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা (বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ মণিপুরীদের) হইতে পারে কি না ?

(১) যে ভাষায় একটা জাতি বরাবর কথা বলে, সেই ভাষায় জাতীয় ভাষা হইতে পারে। বিষ্ণুপুরীরা প্রাচীন নহে, মাত্র সে দিন প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা জাতীয় ভাষা হইতে পারে না।

(২) যে ভাষায় অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রচলিত, সেই ভাষায় জাতীয় ভাষা হইতে পারে। এই ভাষাভাষি লোকের সংখ্যা খুব কম। সুতরাং ইহা জাতীয় ভাষা হইতে পারে না।

(৩) মণিপুরস্থ বিষ্ণুপ্রিয়াদের মধ্যে যদি এখন এই ভাষা প্রচলন থাকিত, তবে হয়ত: এই বিষয়ে বিবেচনা করা যাইত। কিন্তু তথায় এই ভাষার নাম গন্ধ ও নাই, কাজেই কিরূপে ইহা জাতীয় ভাষা হইবে ?

(৪) ক্ষমূল, মোইরাং কৈরেং খুল্লাকপা প্রভৃতি বিষ্ণুপ্রিয়া রাজ বংশের পুরাণ মণিপুরী ভাষায় লিখিত বিষ্ণুপুরীরা ভাষায় লিখিত নহে। অতএব এই ভাষার দাবী অগ্রাহ্য।

(৫) ধর্ম্মসভা, রাজসভা, কিংবা পঞ্চায়েৎ সভায় মণিপুরী ভাষায় কথা বলার নিয়ম। এমনকি ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত এই ভাষায় কথা বলেন। এমতা-

বস্থায় বিষ্ণুপুরীয়া ভাষার আসন কোথায়?

(৬) মন্ত্র-টন্ত্র, তাবিজ-তুনিজ, ভেট দেওয়া প্রভৃতি মণিপুরী ভাষায় চলে। অতএব বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা কোন রকমেই জাতীয় ভাষা হইতে পারে না।

সবদিক দেখিলে—মণিপুরী ভাষাই জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। একেত এইভাষা আমাদের বুনিয়াদি মাতৃভাষা। আমাদের পুরাণোতিহাস সঙ্গীত নাটক, কবি এই ভাষায় রচিত। এই ভাষার শক্তি অসীম, হিন্দী বা ইংরেজীর মত তেজস্বিনী অথচ কোমলত য় নদীয়া শান্তি পুরের ভাষা হইতেও শ্রেষ্ঠা। সঙ্গীতে হিন্দী বা উর্দ্দুর মত স্বচ্ছন্দ গতি বিশিষ্টা আর হাস্য রসে তুলনা রহিত। আদব কায়দায় ইহার শক্তি এত দুর্জ্জেয় যে, অনেক সিলেট, কাছাড় বাসী এক পয়সার স্থলে চারি পাঁচ আনা দিয়া মণিপুরের সুন্দরীদের নিকট পান কিনে। অনেক মামলা-মোকদ্দমা ইহার মোহিনী শক্তিতে উলট হইয়া যায়। আশা করি—এই ভাষা জাতীয় ভাষা হইতে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ক্ষমুল পুরাণের বৃত্তান্ত সমর্থক কতিপয় বিবরণীতে দেখা যাইতেছে যে, ১৭০০ সপ্তদশ খৃষ্টাব্দ হইতেই প্রকৃত পক্ষে মণিপুর ইতিহাসের সুত্রপাত হয়। ইহার পূর্ব্বে দেখিতেছি—একটা জাতির রাজত্ব ও গল্প কাহিনী গুপ্ত অবস্থায় আছে। কেননা—বভ্রুবাহনের জন্ম সময় হইতে মণিপুর প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসরের প্রাচীন রাজ্য। এই তমসাচ্ছন্ন অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার নিমিত্তই সমর্থক বিবরণের আবশ্যক হইয়াছে। একটা রাজ্যের ইতিহাস লিখিতে গেলে প্রথম হইতেই ধারাবাহিক ক্রম অনুসারে লিখিবার নিয়ম। এই জন্যই আমি ভূমিকাতে অনেক স্থলে সত্যের অপলাপ হওয়ায় বলিয়া লিখিয়াছে।

ইতিহাস লেখক মহোদয়গণ, সকলেই আদিতে বজ্রবাহনের উল্লেখ করতঃ বহু শতাব্দী বৎসর পরে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে "পামহাইবা বা গরিব নিওয়াজের" সিংহাসনে উপবেশন করা, তারিখ হইতেই "মণিপুরের ইতিহাসের" সুত্রপাত করিয়াছেন। বজ্রবাহনের পরবর্ত্তী কালের শাসক রাজ গণের ও তাঁহাদের গল্প কাহিনী না লিখার জন্য তাঁহাদিগকে আমি দোষী বলিতে বা তাঁহাদের প্রণীত ইতিহাস ভুল বলিতে পারিতেছিনা। কেননা—পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করার মত কোন পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থ পান নাই বলিয়া। যাহাই হউক—প্রাচীনে একটা রাজ বংশীয়ের রাজত্ব ছিল—তাহা অবশ্য তাঁহারা সমর্থন করিতে স্বীকৃত হইবেন।

তমসাচ্ছন্ন অংশের পৌরানিক বা ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করার পাণ্ডুলিপি হইল—ক্ষমুল রাজ পণ্ডিত "নবখেন্দ্র" প্রণীত "ক্ষমূল পুরাণ"। এই পাণ্ডুলিপি খানা সৌভাগ্য ক্রমে পাইয়াছেন বলিয়া, "কাছাড়ের ইতিবৃত্ত" লেখক শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি, এ, এবং মণিপুরী জাতীয় "জাগরণ পত্রিকাতে" ঐতিহাসিক শ্রীমহেন্দ্র কুমার সিংহ বি, এ, বি, টি, মহোদয়গণ ক্ষমুল পুরাণের কতক মুলাংশ কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন।

মণিপুর ইম্ফল বাসী শ্রীআতোম্বাপুনেব শর্ম্মা বিদ্যারত্ন মহাশয় ও ক্ষমুল পুরাণের পাণ্ডুলিপি খানা পাইয়াছেন বলিয়াই "ললিত মঞ্জুরী" পত্রিক্যর মারফতে ক্ষমূল রাজ বংশাবলী পরিচয়ের একখানা খণ্ডাংশ তালিকা এবং শলাই, গোত্র বিবরণে ভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পুর্ণ তালিকা লিখিয়া ক্ষমুল রাজ বংশীয়দের রাজত্ব লুপ্ত ও মৈতৈ মণিপুরী রাজ বংশের আধিপত্য লাভ কাল পর্য্যন্ত যদি লিখিতেন, তবে অতি ভালই হইত। যাহাই হউক—পত্রিকাতে একটা নিদর্শন পাওয়া গেল কিন্তু তাঁহার প্রণীত "মণিপুর পুরাত্তম" নামক মণিপুর ইতিহাসে ক্ষমুল

রাজ বংশের প্রাচীনত্ব এবং বহু শতাব্দী বৎসর কাল মণিপুরের শাসক জাতি ছিলেন বলিয়া কোন বিবৃত্তির উল্লেখ পাওয়াগেল না। তারপর বিদেশাগত লিংথৌচা শলাই ভূক্ত বৈয়াত্র গোষ্ঠীয়ের মেয়াং লিংথৌ বা খ্যাইরাক ক্ষম কৈরেং খুল্লাকপা "ধনপতি" রাজপুরেরও নাম গন্ধো নাই। মণিপুরী ভাষায় লিখিত আরো কয়েক খানা ইতিহাস গ্রন্থ দেখিলাম—সবগুলিই তদবস্থা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যারত্ন ও অন্যান্য মণিপুরী লেখক ভদ্র মহোদয়গণ নিরপেক্ষাবলম্বন করা উচিত ছিল।

ভারত সাম্রাজ্যে সর্ব্ব প্রথমে হিন্দু রাজত্ব ছিল। তৎপর মুসলমান রাজত্ব। তৎপর ইংরেজ রাজত্ব। বর্ত্তমানে স্বাধীন হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান রাজত্ব। ইহা স্বাভাবিক—হইয়াই থাকে। ইংরেজ জাতি সাম্রাজ্য পতি হইয়াছেন বলিয়া, পূর্ব্ব কালিন শাসক জাতি সমূহের ইতিবৃত্ত লুপ্ত করেন নাই, কিন্তু মণিপুর ইতিহাসের বেলায় ক্রম ভঙ্গ হইবে কেন? এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষনাকারী মহোদয় গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বর্ত্তমানে প্রকাশিত—মণিপুর ইতিহাসের প্রাচীন ও আধুনিক পর্য্যায়।

প্রাচীন পর্য্যায় ঃ—মণিপুরের রাজ বংশীয়েরা অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহাদের এই পরিচিত যে অমুলক নয়, শ্রীমদ্ভাবত ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম স্কন্দের ২২ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের আদিও অশ্বমেধ পর্ব্বে বভ্রুবাহনের বীরত্বের বিবদ বর্ণনা আছে। তীর্থ পর্য্যটন ব্যপদেশে পূর্ব্ব ভারতে আসিয়া অর্জ্জুন ঐরাবত বংশীয় নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুপী এবং মণিপুর রাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার

পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার ঔরসে উলুপীর গর্ভে ইরাবন্ত এবং চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। যথা সময়ে ইহারা উভয়ে নাগ প্রদেশ ও মণিপুর পাশা-পাশি অবস্থিত এই দুইটি রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। মহাভারতে উল্লিখিত আছে, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে—যজ্ঞাশ্বের রক্ষক হইয়া অর্জ্জুন যখন মণিপুরে গমন করেন, তখন পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত তাঁহার প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বিরাট পাণ্ডব বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের দর্প চুর্ণ করেন। ইহাত গেল প্রাচীন আমলের কথা।

আধুনিক পর্য্যায়—মণিপুরের আধুনিক ইতিহাসের সুত্রপাত প্রকৃত পক্ষে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে আদিবাসী রাজা পামহৈবার সিংহাসনারোহণের সঙ্গে। রাজা হইবার পর তিনি হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং গরীব নেওয়াজ (অর্থাৎ দরিদ্রের আশ্রয়) এই ফারসি উপাধি গ্রহণ করেন। সমগ্র বাঙ্গালা দেশ এবং আসামেও তখন মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পরাক্রান্ত অহোম রাজারাও একে একে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব ভারতে একমাত্র মণিপুরই তখন মুঘল শক্তির পদানত হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব যে অভ্রভেদী পর্ব্বত মালা অতিক্রম করিয়া ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত এ উপত্যকা ভূমিতেও বিস্তৃত হইয়াছিল, পাম হৈবার ফারসি উপাধি ধারণ তাহারই পরিচায়ক।

১৭১৪—৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল "গরীব নেওয়াজ" প্রবল প্রতাপে মণিপুরে রাজত্ব করেন। তাহার রাজত্বকালে মণিপুর গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু স্বল্প কালের জন্যও নির্ব্বিবাদে রাজ্য পরিচালনা করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। প্রতি নিয়ত তাঁহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হইত যুদ্ধ বিগ্রহে। ব্রহ্মদেশ আর মণিপুর

পাশা-পাশি অবস্থিত এই দুইটি রাজ্যের মধ্যে ছিল দীর্ঘ কালের শত্রুতা সিংহাসনা রোহণের সঙ্গে সঙ্গেই গরীব নেওয়াজকে ব্রহ্মরাজের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইল। ব্রহ্মদেশের কতকগুলি জায়গা দখল করিয়া অবশেষে তিনি ব্রহ্মরাজধানী "আভায়" গিয়া হানা দিলেন। ব্রহ্মরাজকে যুদ্ধে তিনি পরাস্ত করিয়া আনিয়া ছিলেন; এমন সময় অকস্মাৎ উত্থিত হইল তুমুল ঝটিকা, ঝড়ের ঝাপটায় তাঁহার পতাকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভুপতিত হইল। এই অশুভ ঘটনায় অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া যুদ্ধে বিরত হওয়াই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন এবং ব্রহ্মরাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া সসৈন্যে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গরীব নেওয়াজ স্বীয় পুত্র অজিত সাহের চক্রান্তে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর থাকিয়াই সুরু হয়—মণিপুর রাজ্যে ঘোর অরাজকতা॥ যে গৃহ-বিবাদ, ভ্রাতৃ দ্বন্দ্ব, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতিতর শোচনীয় কাহিনী মণিপুরের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুহকে মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার সুত্রপাত প্রকৃত পক্ষে এই সময় থাকিয়াই। শুধু পিতৃ হন্তা নয় ভ্রাতৃ হন্তারক রূপেও অজিত শাহ কুখ্যাত হইয়া আছেন। অসপত্ন রাজ্য ভোগেচ্ছায় তিনি পিতার সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যাম শাহকেও হত্যা করিয়া ছিলেন। কিন্তু প্রজা সাধারণ তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া উঠায় শীঘ্রই তিনি সিংহাসন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তাহারা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত শাহকে মণিপুরের রাজা নির্ব্বাচিত করিল। ভরত শাহের মৃত্যুর পর প্রজারা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরশাহকে মণিপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। গৌরশাহের মৃত্যুরপর গরীব নেওয়াজের পৌত্র জয়সিংহ ওরফে ভাগ্যচন্দ্র (মণিপুরী নাম চিং-টাং খম্বা) ১৭৬৪ সালে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই রাজ্য রক্ষার ভার জয় সিংহের উপর অর্পিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আলং পায়ার আদর্শে অনুপ্রণিত ব্রহ্মবাসীরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছে, যুদ্ধে তাহারা অপরাজেয়। মণিপুরের উপর ঘন ঘন আক্রমণ চালাইয়া তাহারা মণিপুরবাসীদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

দেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই জয়সিংহ দেখেন—সমূহ বিপদ। একদিকে অপরাজেয় ব্রহ্ম বাহিনী রাজ্যের দ্বার দেশে উপস্থিত, অন্যদিকে সিংহাসন চ্যুত অজিতশাহ ইংরেজদের সহায়তায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার মানসে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। উপায়ন্তর বিহীন হইয়া তিনি চট্টগ্রামের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ভেরেলষ্ট সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া হরিদাস গোস্বামী * নামক একজন বাঙ্গালীকে দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন।

জয়সিংহের আক্রমণে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভেরেলষ্ট সাহেব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিক, কর্ম্মচারী ইত্যাদি সহ কাছাড়ের পথ ধরিয়া মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশের দুর্যোগ পূর্ণ আবহাওয়ার দরুণ গন্তব্য স্থলে পৌছানো তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কাছাড়ের অন্তর্গত খাসপুর থাকিয়াই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

দুর্ভাগ্য ক্রমে জয় সিংহ ইংরেজের সহায়তা লাভে বঞ্চিত হইলেন। ব্রহ্ম বাহিনীর পৌনঃপুণিক প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লড়াইয়ে হারিয়া গিয়া তিনি কাছাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইলেন। চৌত্রিশ বৎসর ব্যাপীয়া রাজত্বকালে আত্মরক্ষার জন্য একাধিক বার তাঁহাকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার তুলিয়া দিয়া

* মণিপুর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী।

শান্তি লাভের আশায় তিনি তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হন এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পদ্মাতীরস্থ ভগবান গোলায় পরলোক গমন করেন।

জয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রত্যেক পুত্রের মধ্যে রাজ্য লিপ্সা উৎকট আকারে দেখা দেয়। রাজকুমারগণ ষড়যন্ত্র, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি জঘন্য ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়েন। সমস্ত রাজপুরীর আবহাওয়া কলুষিত হইয়া উঠিল। মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করিবার পর ভাগ্যচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র হর্ষচন্দ্র তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মধুচন্দ্রের চক্রান্তে নিহত হন। কিন্তু তাঁহার পক্ষেও সিংহাসন বেশীদিন দখলে রাখা সম্ভবপর হইল না। পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিলেন —তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চৌরজিৎ সিংহ। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহের চতুর্থ পুত্র মারজিৎ ব্রহ্মরাজের সাহায্যে মণিপুরের সিংহাসন দখল করিয়া সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়া কিছুকালের জন্যে মণিপুরের একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করিলেন। কিন্তু নিজের উদ্ধত আচরণের দ্বারা তিনি ব্রহ্মরাজের বিরাগ-ভাজন হইলেন। অবশেষে বিপুল ব্রহ্ম বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে মণিপুর রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইল।

জয় সিংহের পঞ্চম পুত্রের নাম গম্ভীর সিংহ। শৌর্য-বীর্য রণ কুশলতা ইত্যাদি সবদিক দিয়াই ভ্রাতাদের মধ্যে ইনি ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মারজিৎ কর্তৃক মণিপুর থাকিয়া বিতাড়িত হইয়া তিনি কাছাড়ে আশ্রয় নিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থান কালে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে একবার কাছাড় অভিযাত্রী—এক বিরাট ব্রহ্ম বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তিনি অপরিসীম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। আর একবার মণিপুরের উপর চড়াও হইয়া তৎকালীন মণিপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, মারজিতের ভ্রাতুষ্পুত্র পীতাম্বর সিংহকে পরাস্ত করেন। তাঁহার যোগ্যতা দেখিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী মণিপুর থাকিয়া ব্রহ্ম বাহিনীকে বিতাড়িত

করিবার ভার তাঁহার উপরে অর্পণ করিলেন। তিনি তখন শ্রীহট্ট অবস্থান করিয়াছিলেন। কোম্পানীর হুকুমে একদল সৈন্য নিয়া তিনি মণিপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। গম্ভীর সিংহের নাম শুনিয়াই ব্রহ্ম সৈন্যদের মনে নিদারুন ভীতির উদ্রেক হইল। ঝটিতি তাহারা মণিপুর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। বিনা রক্তপাতে মণিপুর গম্ভীর সিংহের করায়ত্ব হইল।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান হইল। এই যুদ্ধ-বিরতি উপলক্ষে ব্রহ্ম রাজের সঙ্গে ইংরেজদের যে সন্ধি হয় তাহা 'ইয়ান্দাবু" সন্ধি নামে অভিহিত। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে একদিকে গম্ভীর সিংহ যেমন কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া মণিপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অন্যদিকে তেমনি ব্রহ্মরাজও মণিপুরাধিপতির শত্রুতাচরণে বিরত হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। গম্ভীর সিংহের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরবাসীরা শুধু যে বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত থাকিয়া নিষ্কৃতি পাইল তাহা নয়, রাজ্যের অরাজকতা, অন্তর্বিপ্লব ইত্যাদিরও অবসান হইল। দেশ রক্ষার ভার অর্পিত হইল মহারাজের সম্পর্কিত ভ্রাতা, সমরনিপুণ নরসিংহের উপর। যোগ্য ব্যক্তিকে সেনাপতির পদে ব্রত করে মহারাজা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

অপুত্রক বলিয়া মহারাজা গম্ভীর সিংহের মনঃ কষ্টের পরিসীমা ছিল না। পুত্র কামনায় তিনি বহু যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চ্চনা ইত্যাদি করেন। অবশেষে একেবারে শেষ বয়সে তাঁহার মনস্কামনা পুর্ণ হইল। পট্টমহিষীর গর্ভজাত পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া তিনি অপরিমেয় আনন্দ লাভ করিলেন। মহারাজা পুত্রের নাম করণ কবিলেন—চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ। মনে মনে স্থির করিলেন যে, চন্দ্রকীর্ত্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলিয়া দিয়া তিনি ধর্ম্ম চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন। চন্দ্রকীর্ত্তিই

যে মণিপুর রাজ্যের ভাবী অধিশ্বর প্রকাশ্য ভাবে তিনি তাহা ঘোষণাও করিলেন।

কিন্তু, বিধাতার বিধান অন্যরূপ। চন্দ্রকীর্ত্তির বয়স যখন মাত্র এক বৎসর তখন হঠাৎ একদিন মহারাজা গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। এই ব্যাধিই যে অন্তিম ব্যাধি তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে ডাকিতে পাঠাইলেন—তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি নরসিংহকে। রাজকুমারকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া তিনি বলিলেন যে, যতদিন না চন্দ্রকীর্ত্তি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় ততদিন তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির সকল দায়িত্ব তাঁহারই, রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব ভারও তিনি তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিলেন। গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর (১৮৩৪ খৃঃ) পর নরসিংহ নাবালক রাজার অভিভাবক-স্বরূপ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনভার গ্রহণের এক বৎসর কাল মধ্যেই ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরে একজন "পলিটীক্যাল এজেণ্ট' নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার অবস্থানের জন্যে ইম্ফলে স্থাপিত হইল "ব্রিটিশ রেসিডেন্সী'। মাত্র কয়েক বৎসর পরে মণিপুরে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল—এই রেসিডেন্সী থাকিয়াই।

নরসিংহ ছিলেন যেমন বীর যোদ্ধা, তেমনি মহারাজ গম্ভীর সিংহের একান্ত অনুরক্ত অনুচর, কাজেই মণিপুরের প্রজা সাধারণ বিনা আপত্তিতে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে নিল। অপ্রতিহত প্রতাপে তিনি মণিপুরে প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই সৌভাগ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহের মনে প্রবল ঈর্ষার সঞ্চার হইল। কিভাবে তাঁহাকে প্রাণে বধ করিয়া সিংহাসন দখল করা যায় তাহাই হ'ল—তাহার একমাত্র চিন্তা।

নবীন সিংহ নামে ছিল—দেবেন্দ্রের এক অনুচর। লোকটা যেমন ধূর্ত্ত, তেমনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সে দেবেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল—যে, রাণীকে

দলে টানতে না পারিলে তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়ার আশা সুদূর পরাহত। নবীনের পরামর্শ খুব যুক্তি যুক্ত বলিয়া দেবেন্দ্রের মনে হইল। সে নরসিংহের বিরুদ্ধে রাণীর কানে অনবরত বিষ ঢালিয়া দিতে লাগিল। ফলে রাণীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, নিজের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করিবার জন্যে নরসিংহ অচিরেই চন্দ্রকীর্ত্তিকে হত্যা করিবে। একমাত্র পুত্রের অকল্যাণ আশঙ্কায় রাণীর বুক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। কুচক্রীদের পরোচনায় তিনি তাঁহার স্বামীর সর্বোত্তম সুহৃদের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। নরসিংহের কাছে কিন্তু এ সংবাদ বেশীদিন গোপন রহিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য? নবীন সিংহের কূট নীতি। দেবেন্দ্র বা নবীন যে এ ব্যাপারে লিপ্ত আছে, নরসিংহ তাহা ঘুণাক্ষরেও টের পাইলেন না। একমাত্র রাণীই অপরাধিনী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। রাণী দেখিলেন যে, ঘোর বিপদ সমুপস্থিত। কি উপায়ে নিজের এবং পুত্রের প্রাণ রক্ষা করা যায়, তাহাই হইল—তাঁহার একমাত্র চিন্তা। চন্দ্রকীর্ত্তি তখন বালক মাত্র, কিন্তু বুদ্ধিতে তিনি কাঁচা ছিলেন না। বিপদে ধৈর্য্য, সাহস, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ইত্যাদি নানা গুণের পরিচয় তিনি সেই অল্প বয়সেই দিয়া ছিলেন। মাতাকে তিনি বলিলেন যে, এই মহা সঙ্কটে বাঁচিবার একমাত্র পন্থা হইয়াছে—মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া কোথাও পলাইয়া যাওয়া। পুত্রের কথায় রাণী যেন সূচীভেদ্য অন্ধকারে ক্ষীণ আশার আলো দেখিতে পাইলেন। একদিন গভীর রাত্রে রাজমাতা তাঁহার একমাত্র পুত্র ও জন কতক বিশ্বস্ত অনুচর সহ রাজ প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘ পথ পর্য্যটনান্তে তাঁহারা গিয়া আশ্রয় নিলেন ইংরেজ অধিকৃত কাছাড় রাজ্যে।

পুত্রসহ রাণীর অন্তর্দ্ধানের পর নরসিংহ নিজেকে মণিপুরের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রাণীকেই একমাত্র ষড়যন্ত্রকারিণী

বলিয়া তাঁহার নিশ্চিন্ত ধারণা হইয়াছিল, কাজেই এখন তিনি নিজেকে অসপত্ন রাজ্যের অধিপতি বলিয়া মনে করিলেন; কিন্তু তাঁহার আসল শত্রুদ্বয় যে রাজপুরীতেই অবস্থান করিয়া তাঁহার প্রাণ নাশের সুযোগ খুঁজিতেছিল, সে বিষয়ে তিনি আদৌ সচেতন ছিলেন না।

নরসিংহ ছিলেন পরম ধার্মিক, দেবদ্বিজে ভক্তিমান, নিত্য নিয়মিত ভাবে মন্দিরে গিয়া তিনি পূজা—অর্চনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি করিতেন।

* * * *

সন্ধ্যার অন্ধকার ইম্ফলের নিভৃত দেব-মন্দির প্রাঙ্গণে ঘনিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। মুক্ত দ্বার মন্দিরাভ্যন্তরে মহারাজা নরসিংহ ইষ্টদেবতার বিগ্রহের সম্মুখে নিমীলিত চক্ষে গভীর ধ্যানে সমাহিত। অকস্মাৎ নিঃশব্দ পদক্ষেপে উন্মুক্ত দ্বার পথে মন্দির প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন নবীন। হাতে তাহার শাণিত খড়্গ, চোখে হিংস্র শ্বাপদের মত জলন্ত দৃষ্টি। পিছন দিক থাকিয়া নরসিংহের মস্তকে আঘাত হানবার জন্যে সে খড়্গ উত্তোলন করিল। আচম্বিতে যেন দৈব কৃপায় আসন্ন দুর্ঘটনার পূর্ব্বাভাস পাইয়া নরসিংহ নিমেষ মধ্যে যন্ত্র চালিতবৎ উঠিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রকৃত অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিবার আগেই সেই উদ্যত খড়্গের সম্মুখে নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। প্রচণ্ড আঘাতে আমূল ছিন্ন বাহুটি তাঁহার ইষ্ট দেবতার পদতলে যেন অর্ঘ্য স্বরূপ নিপতিত হইল। গোবিন্দজীর পবিত্র মন্দির রাজরক্তে কলুষিত করিয়া দ্রুত ধাবণ পূর্ব্বক দুর্বৃত্ত নবীন মন্দির-চত্বর পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল।

গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া নরসিংহ দিন কতকের মধ্যেই (১৮৫০ খৃঃ) লোকান্তর গমন করিলেন। দেবেন্দ্রের মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হইল। সিংহাসনে বসিয়া নবীনের মন্ত্রণা অনুসারে সে রাজ্য শাসনের নামে

প্রজাদের শোষণ ও নিপীড়ন করিতে লাগিল। তাঁহার অমানুষিক অত্যাচারে প্রজাদের জীবন হইয়া উঠিল দুর্বিষহ।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকীর্তিকে নিয়া তাঁহার মাতা যখন কাছাড়ে পলাইয়া যান—তিনি তখন তের বৎসরের বালক মাত্র। দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। চন্দ্রকীর্তি এখন যৌবনের প্রথম সোপানে পা দিয়াছেন। দেহে তাঁহার অমিত শক্তি, অন্তরে অদম্য উৎসাহ আর অদম্য সাহস। মনে মনে তিনি মণিপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে ভাবিলেন যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন, নিবেদনের দ্বারাই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি তাহাদের সহায়তা লাভ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ"—সিংহাসন দখল করিতে হইবে তাঁহাকে আত্ম শক্তি বলে।

দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন চন্দ্রকীর্তি একাকী নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন মণিপুর রাজ্যে। মণিপুরীদের নিকট যখন তিনি আত্ম পরিচয় প্রদান করিলেন, তখন তাহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যে তাহারা হইয়া উঠিল বদ্ধ পরিকর। দীর্ঘ ছয়টী বৎসর ধরিয়া প্রজা পুঞ্জের মনে অত্যাচারী দেবেন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে একটা তীব্র অসন্তোষ ধুমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রকীর্তির আহ্বানে দলে দলে মণিপুরীরা আসিয়া তাঁহার পতাকা তলে সমবেত হইতে লাগিল। এমনি করিয়া গঠিত হইল এক বিরাট শক্তিশালী সেনাবাহিনী। এই বিশ্বস্ত সৈন্যদল নিয়া চন্দ্রকীর্তি একদিন অতর্কিত আসিয়া রাজধানী ইম্ফল আক্রমণ করিলেন। সে প্রচণ্ড আক্রমণের তোড়ে প্রবল বন্যার মুখে তৃণ গুচ্ছের মত ইম্ফলের রাজকীয় সৈন্য দল নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ভুঁইফোড় রাজা দেবেন্দ্রের রাজত্ব

লীলার হইল অকাল অবসান, সে পলাইয়া গেল কাছাড় অভিমুখে।

সিংহাসনে বসিয়া চন্দ্রকীর্ত্তি রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। ভুবন সিংহকে তিনি মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিলেন। সৈন্য পত্যের ভার অর্পিত হইল সেতু সিংহের উপরে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মামলা মোকদ্দমা, বিবাদ বিসংবাদ ইত্যাদি র মীমাংসার জন্যে তিনি কাজী পদের সৃষ্টি করিলেন। প্রজাদের কল্যাণ সাধনকেই তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া নিলেন। তাঁহার উদ্যোগে মণিপুরে বহু নূতন রাস্তাঘাট নির্ম্মিত হইল। রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইল ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, ডাক্তার খানা ইত্যাদি নানা জন হিতকর প্রতিষ্ঠান।

ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ও চন্দ্র কীর্ত্তির দ্বারা নানা ভাবে উপকৃত হইয়া ছিলেন। একাধিকবার ইংরেজদের তিনি সৈন্য সামন্ত দিয়া বিদ্রোহী দমনে সহায়তা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এক দরবারের আয়োজন করিয়া তাঁহাকে নাইট (কে, সি এস, আই) উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে এই উপকারের উপযুক্ত প্রতিদান দিয়া ছিলেন।

যাবতীয় শত্রু দমন করিয়া চন্দ্র কীর্ত্তি মণিপুরে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে মণিপুরীরা "রামরাজ্যে" বাস করিত একথা বলিলে অতিশয়োক্তি করা হয় না। যে কয়জন কীর্ত্তিমান নৃপতির শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী মণিপুরের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, চন্দ্রকীর্ত্তি তাহাদের অন্যতম।

স্বাধীন মণিপুরের অতীত ইতিহাস যেমনই গৌরবময়, মণিপুরের স্বাধীনতা বিলোপের কাহিনীও তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। স্বাধীন মণিপুরের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের সঙ্গে মহাবীর টিকেন্দ্রজিৎ আর থঙ্গাল জেনারেলের জীবন অঙ্গাঙ্গি ভাবে বিজড়িত। টিকেন্দ্রের বীরত্ব গাথা

আজিও মণিপুরের ঘরে ঘরে পরি কীর্ত্তিত। তিনি ছিলেন মহারাজা চন্দ্রকীর্ত্তির তৃতীয় পুত্র। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্রোহী নাগাদের দমন করিয়া ইংরেজদের মান-ইজ্জৎ রক্ষা করিয়া ছিলেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি পঁয় ত্রিশ বৎসর কাল প্রবল পরাক্রমে মণিপুরে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত কুলচন্দ্রকে যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যুর পর মহারাজ সুরচন্দ্র একটি দরবারের আয়োজন করিয়া রাজ্যের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এবং পাত্র-মিত্র সকলকেই আমন্ত্রণ করেন। দিন কতেক পরে সেনাপতি বালকীর্ত্তির মৃত্যু হইলে পর শূরচন্দ্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে টিকেন্দ্রজী কে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। টিকেন্দ্র ছিলেন মণিপুরের আবাল বৃদ্ধ বণিতার প্রিয়পাত্র। কি যাদু ছিল—তাঁহার বিশালায়ত দুইটি চোখে। যে দেখত—সেই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। টিকেন্দ্র সেনাপতির পদে নিযুক্ত হওয়াতে মণিপুরের সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অতুলনীয় বীরত্ব-প্রকাশ করিয়া টিকেন্দ্র একে একে বিদ্রোহীদের দমন করিতে লাগিলেন। সমস্ত মণিপুর রাজ্য তাঁহার প্রশংসায় শতমুখ। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভৈরবজিৎ বা পাকাসেনার তাহা সহ্য হইল না। তিনি সুরু করিলেন—তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়-যন্ত্র। ইহাতে মণিপুর রাজ্যে হিংসা-দ্বেষ এবং গৃহ বিবাদের সূত্রপাত হ'ল।

এই সময় মণিপুরের পলিটীক্যাল এজেন্ট ছিলেন—মিষ্টার গ্রিমউড্। মিঃ এবং মিসেস গ্রীমউডের সঙ্গে টিকেন্দ্র জীতের খুব হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। মিসেস গ্রিমউড মণিপুর সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতি-কথায় টিকেন্দ্রের দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"সেনাপতি ছিলেন একজন ওস্তাদ খেলোয়াড়, বন্দুক ছোড়ায় সুদক্ষ এবং অত্যন্ত

বলবান পুরুষ। মণিপুরীরা আমাদেরে বলিত যে সমগ্র মণিপুর রাজ্যে তাহার তুল্য বলশালী ব্যক্তি আর দ্বিতীয়টি ছিলনা মারাত্মক রকমের ভারী বস্তু অবলীলা ক্রমে উত্তোলন করিয়া অনায়াসে তিনি তাহা বহুদূরে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। পোলো খেলার সময় 'ষ্টিকে' র এক আঘাতে যখন তিনি বলটাকে অৰ্দ্ধেক মাঠ অতিক্রম করিয়া ফেলিয়া দিতেন। তখনকার দৃশ্যটি ভারি উপভোগ্য হইত। অশ্বারোহণেও ছিল তাঁহার সমান দক্ষতা, প্রায়ই তিনি সুন্দর টাটু ঘোড়ায় আরোহণ করিতেন। মাথায় ছিল তাঁহার দীর্ঘ কেশ। সে গুলিকে তিনি ঘাড়ের উপর গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া বেণীর মত ঝুলিয়া রাখিতেন।

এদিকে টিকেন্দ্র জীতের সঙ্গে—পাকা সেনার বিরোধ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। ইহাদের এই বিরোধের জন্যে প্রণয় ঘটিত ব্যাপারও নাকি খানিকটা দায়ী। "মাই পাকবি" নামে মণিপুরের সেরা-সুন্দরী একটি মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্যে উভয়েরই ছিল প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ধনী স্বর্ণকারের সুন্দরী কন্যা, মাইপাকবি – রাজ প্রাসাদের নিকটেই বাস করিত। সে ছিল ষোড়শী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, সাধারণ মণিপুরী মেয়েদের চেয়ে দীর্ঘাঙ্গী। মাথায় ছিল তাহার প্রচুর কালো কেশ ভার, সব সময়ই সে খুব সাজ গোজ করিয়া থাকিত। এই মাই পাকবিকে নিয়া শেষে একদিন যুবরাজের সঙ্গে পাকাসেনার তুমুল কলহ হয়। মহারাজা নাকি পাকাসেনার পক্ষাবলম্বন করেন। এমনি ভাবে বিরোধ ক্রমশ বাড়িতেই থাকে। অবশেষে আটজন রাজ ভ্রাতা দুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। একদিকে মহারাজা, পাকাসেনা, সামু-হেঙ্গেবা, দলরাই হেঙ্গেবা এবং অন্যদিকে যুবরাজ, সেনাপতি, আঙ্গেয় সেনা, তরুণ রাজ কুমার জিল্লা সিংহ।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে উভয় পক্ষের বিরোধ

একেবারে চরমে উঠিল। তরুণ রাজকুমার জিল্লা সিংহের সঙ্গে পাকা-সেনার ঝগড়া চলিয়াছিল। শেষে জিল্লা সিংহ দরবারে একদিন অপমানিত হইলেন। অবশ্য ইহার মূলে ছিল পাকা সেনারই কুপরামর্শ। কাল-বিলম্ব না করিয়া জিল্লা সিংহ সেনাপতির সঙ্গে গিয়া পরামর্শ করিলেন। এ অপমানের প্রতিশোধ নিবার জন্য একদিন (১৮৯০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর) মধ্য রাত্রে সমস্ত রাজপুরী যখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন, তখন জিল্লা সিংহ, আর তাঁহার ভাই আঙ্গেয় সেনা একদল অনুচর সহ রাজপুরীর পাঁচিল টপকে রাজ প্রাসাদে ঢুকিয়া মহারাজের শয়ন-কক্ষে লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত বন্দুকের গুলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ শূরচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির লোক। তিনি খিড়কির দ্বার দিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া- বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই সময় টিকেন্দ্রজীৎ আসিয়া জিল্লাসিংহ প্রভৃতির সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি কেল্লা, বারুদখানা, প্রভৃতি সমস্তই দখল করিলেন।

এদিকে রাত্রি দুইটার সময় মহারাজ পলাইয়া ব্রিটীশ রেসিডেন্সীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেনাপতির ভয়ে তিনি এত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মিঃ গ্রিমউডের নিকট তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। প্রায় ছয়ত্রিশ ঘণ্টা রেসিডেন্সীতে অবস্থান করিবার পর মহারাজা, মিঃ গ্রিমউডের ব্যবস্থামত গুর্খা সৈন্য পরিবৃত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কাছাড়ের পথে রওনা হইলেন। (১২৯৮ সনের ৮ই আশ্বিন)।

শূরচন্দ্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার ভ্রাতা কুলচন্দ্র রাজ প্রতিনিধির পদে অভিষিক্ত হইলেন আর সেনাপতি টিকেন্দ্রজীৎ লাভ করিলেন যুবরাজের পদ। এখন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না যে,

যুবরাজ টিকেন্দ্রজীৎই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যে সকল বিষয়েই প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল। প্রজারাও সুখে-স্বচ্ছন্দে, সন্তুষ্ট চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিল। সুযোগ এবং অবসর পাইয়া যুবরাজ এবার "মাইপাকবিকে" বিবাহ করিয়া তাহাকে তাঁহার নবম পত্নীর স্থলাভিষিক্ত করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

এদিকে নির্ব্বাসিত মহারাজা শূরচন্দ্র তখন কলিকাতায় থাকিয়া হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইবার আবেদন জানাইয়া আসামের চিফকমিশনার কুইন্টন সাহেব এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট কাধিক পত্র লিখিলেন। বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন টিকেন্দ্রজীৎকেই মণিপুরের সকল বিভ্রাটের মূল মনে করিয়া রাজ্য থাকিয়া কৌশলে নির্ব্বাসিত করিবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহার উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যে কুইন্টন, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ কর্ণেল স্কীনের অধীনে কয়েক শত সৈন্য সামন্ত নিয়া গোলঘাট থাকিয়া মণিপুরের উদ্দেশে রওনা হইলেন। ২২শে মার্চ্চ তারিখে সকাল বেলায় কুইন্টন সদল বলে মণিপুরের ব্রিটীশ রেসিডেন্সীতে আসিয়া অশুভ পদার্পণ করিলেন। সেখানে রাজ সমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইল।

কুইন্টন মণিপুরে পৌছিয়াই এক দরবারের আয়োজন করিলেন। তাঁহার আসল উদ্দেশ্য টিকেন্দ্রজীৎকে দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, কৌশলে বন্দী করিয়া কয়েক বৎসরের জন্যে মাতৃভূমি থাকিয়া নির্ব্বাসিত করা। মিঃ গ্রিমউডের উপর আদেশ হইল—দরবার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তিনি যুবরাজকে বন্দী করেন। ইহাতে মিঃ গ্রিমউড অত্যন্ত দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, কেননা—টিকেন্দ্রজীতের সঙ্গে ছিল তাঁহার তিন বৎসরের অকৃত্রিম সৌহৃদ।

দরবারের আয়োজন করিয়া কুইন্টন রাজা এবং রাজ ভ্রাতাদের ডাকিতে পাঠাইলেন। কিন্তু টিকেন্দ্রজীৎ পূর্ব্বাহ্নেই ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া ছিলেন তাই নিজে না গিয়া দূত-মুখে সংবাদ পাইলেন যে অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি দরবারে হাজির হইতে অসমর্থ। সুতরাং ২৩শে মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত দরবারের অধিবেশন স্থগিত রহিল। ইতি মধ্যে যুবরাজ কুইন্টনের কুমতলব সম্বন্ধে পুরা পুরি-ওয়াকিফহাল হইয়া উঠিলেন। ২৩শ তারিখে সকালে দরবারের পুনরধিবেশন হওয়ার কথা। বেলা ৮টার সময় খবর আসিল যে যুবরাজ অত্যন্ত অসুস্থ এবং সেজন্যে শুধু তাঁহারই নয় কুলচন্দ্রের পক্ষেও আসা সম্ভব হইবে না। বেলা চারিটার সময় মিঃ গ্রিমউড যুবরাজের সঙ্গে দেখা করিবার জন্যে রাজ প্রাসাদে পৌঁছিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি যুবরাজকে সম্মত করাইতে পারিলেন না অসুস্থ যুবরাজ একটা ডুলিতে করিয়া গ্রিমউডের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

টিকেন্দ্রজীৎকে বন্দীকরিবার সকল কৌশল ব্যর্থ হইল। তখন কুইন্টন, রেসিডেন্সির অন্যান্য সামরিক কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে স্থির করিলেন যে, শেষ রাতে অতর্কিত ভাবে রাজপুরী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে হইবে। একদিন শেষরাতে লেফটেন্যান্ট ব্রাকেনবারী এবং কাপ্তেন বুচার প্রভৃতি কয়েকজন সেনানায়ক অনেক সৈন্য সামন্ত সহ রাজপ্রাসাদের উপর চড়াও হইলেন। কাপ্তেন বুচার পাঁচিলটপকে যুবরাজের কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সবই হইল বৃথা পণ্ডশ্রম। সকলের চক্ষে ধুলা দিয়া নিজ পরিজনবর্গ সহ টিকেন্দ্রজীৎ কিভাবে যে অন্তর্দ্ধান করিলেন—কাপ্তেন বুচার সে-রহস্য কিছুতেই ভেদ করিতে পারিলেন না।

অকস্মাৎ মণিপুর দুর্গে ঘোররবে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল।

মণিপুরী সৈন্যদের আকাশ-ফাটা চীৎকারে কানে তালা লাগিবার যোগাড় হইল। ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আতর্কিত আক্রমণের প্রতিশোধ নিবার জন্যে বদ্ধপরিকর হইয়া এইবার তাহারা অভিশ্রান্ত ভাবে ব্রিটীশ রেসিডেন্সীর উপর গোলাবর্ষণ শুরু করিল। গোলা-গুলির আঘাতে রেসীডেন্সীর দরজা-জানালার আর কাঁচের সার্সিগুলি চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, বিভিন্ন কক্ষে চলল ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। অপর হৃ কালে লেফটেন্যান্ট ব্রাকেন বারীকে পাওয়া গেল গুরুতররূপে আহত অবস্থায় রাজ প্রাসাদের উত্তর দিকস্থ নদী তীরে। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া হাসপাতালে নিয়া আসা হইল।

এদিকে সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। সাতটা বাজিয়া গেল। তবুও গোলা বর্ষণের বিরাম নাই। রেডিডেন্সিতে ছিলেন একজন মাত্র ইংরেজ মহিলা। পলিটিক্যাল এজেন্টের পত্নী মিসেস গ্রিমউড। বেগতিক দেখিয়া অবশেষে মিঃ কুইন্টন, কর্ণেল স্কীনে, মিঃ কসিনস, মিঃ গর্ডন এবং গ্রিমউড ও তাঁহার পত্নী ইহারা সকলেই মাটীর নীচেকার ভাড়ার-ঘরে আশ্রয় নিলেন। নিরুপায় হইয়া অবশেষে ইংরেজেরা মণিপুরীদের সঙ্গে সন্ধি করাই স্থির করিলেন। রেসিডেন্সীতে যুদ্ধ বিরতির "বিউগল" বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই মহানুভব টিকেন্দ্র জীতের হুকুমে মণিপুরীরা গোলা বর্ষণে বিরত হইল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় চিফ-কমিশনার কুইন্টন, কর্ণেল স্কীনে, কসিন্স, লেফটেন্যান্ট সিম্পসন এবং মিঃ গ্রিমউড এই পাঁচ জন ইংরেজ সন্ধির প্রস্তাব নিয়া রাজ প্রাসাদে টিকেন্দ্র জীতের নিকট গিয়া হাজির হইলেন। যুবরাজ তাঁহাদেরে বলিলেন যে ইংরেজেরা যদি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে রাজী হন, তাহা হইলেই শুধু সন্ধি হইতে পারে। গ্রিমউড প্রভৃতি এ আত্ম-সন্মান হানিকর প্রস্তাবে সন্মত হইতে না পারিয়া রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবার

উপক্রম করিলেন। যুবরাজও চিন্তাকুল মনে অন্যদিকে রওয়ানা হইলেন।

যুবরাজের দৃষ্টির বহির্ভূত হইবা মাত্রই অকস্মাৎ রুদ্ধ হইল রাজ প্রাসাদের সিংহদ্বার, প্রতিশোধ কামনায় ক্ষিপ্তপ্রায় মণিপুরীরা সাহেবদের উপর এলো পাথাড়ি প্রহার চালাইতে লাগিল। এক মণিপুরীর তীক্ষ্ণ-ধার বর্শার আঘাতে মিঃ গ্রিমউড নিমেষ-মধ্যেই পঞ্চত্ব লাভ করিলেন। যুবরাজ এসময়ে ছিলেন—স্থানান্তরে। মণিপুরের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা যাহার নামে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, সেই দুর্দ্ধর্ষ "থঙ্গাল জেনারেল" * তখন ছিলেন তোপখানায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। হঠাৎ একবৃদ্ধ ঝড়ের বেগে তাঁহার কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল। একটি পুত্র তাহার যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, আর একটিও মৃত্যু পথ যাত্রী। উত্তেজিত কণ্ঠে সে থাঙ্গালকে স্মরণ করাইয়া দিলে,—তাহাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। তাহাতে নাকি লেখা আছে যে, এ যুদ্ধের সময় পঞ্চ শত্রুর শোণিত পাত করিয়া, তাহাদের মুণ্ড একত্রে একটি খাদে প্রোথিত না করিলে তাহাদের মাতৃ ভূমির কিছুতেই আর কল্যাণ নাই। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া উত্তেজনায় থঙ্গালের সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার হুকুমে সাগন্সেবা ধনসিংহ নামক ঘাতকের খড়্গো বাকী চারিজন ইংরেজের জীবন-লীলা সাঙ্গ হইল। পাঁচটি মুণ্ড একটি খাদে—একত্রে প্রোথিত করিয়া মণিপুরীরা তাহাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশ প্রতি পালন করিল। এই নৃশংশ হত্যাকাণ্ডের পরও কিন্তু মণিপুরীদের প্রতি হিংসা বৃত্তি প্রশমিত হইল না। আবার তাহারা রেসিডেন্সীর চারিদিক বেষ্টন করিয়া কামান দাগিতে লাগিল।

* মিসেস গ্রিমউডের পুস্তকে থঙ্গাল জেনারেল সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। তিনি লিখিয়াছেন:—"থঙ্গাল ছিলেন অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, সাধারণ মণিপুরীদের চে'য় দীর্ঘকা'য় এবং বয়সের তুলনায় আশ্চর্য্য রকম কার্য্যক্ষম। বার্দ্ধক্যের বলি রেখা-অঙ্কিত হইলেও তাহা'র

মুখশ্রী ছিল সুন্দর। তরুণ বয়সেই রাজ্যের বিপুল কর্মভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার মাথায় ছিল শুভ্র কেশ, চোখের ভ্রূগুলি পর্য্যন্ত সব সাদা, লম্বা লম্বা আর নীচের দিকে ঝুলানো। তাঁহার দীর্ঘ বক্র নাশায় ছিল চতুরতার পরিচয় আর সুগঠিত অঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। খঙ্গালকে দেখলেই আমার ঈগল পাখীর কথা মনে পড়িত। ঈগলের মতই তাঁহার গভীর কালো চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ, তীব্র ও অন্তর্ভেদী। মণিপুর রাজ্যে যে কি পরিমাণ নরহত্যা তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ করা সাধ্যের অতীত।"

রাত্রি তখন প্রায় দুইটা, বাহিরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলিতেছে। এই ধ্বংস লীলার মধ্যেই মিসেস গ্রিম্‌উড এবং রেসিডেন্স'র অন্যান্য ইংরেজগণ পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিসেস গ্রিমউডের ঠিক পায়ের কাছেই একটি বোমা ফাটিল। রেসিডেন্সী হইতে বাহির হইয়া একটী নদী পার হইয়া তাঁহারা কাছাড়ের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। একে জ্যোৎস্না রাত্রি বলিয়া সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যায়, তাহার উপর আহতেরাও চলিতেছে তাঁহাদের সঙ্গে। সুতরাং সন্তর্পণে, অতি ধীরে ধীরে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মিসেস গ্রিমউড এ রাস্তা দিয়া বহুবার কাছাড় পর্য্যন্ত যাওয়া-আসা করিয়া ছিলেন। তাই এ পথের অন্ধি-সন্ধি সমস্তই ছিল তাঁহার নখ দর্পণে। প্রকৃত পক্ষে তিনিই হইলেন এ পলাতকদের পথ-প্রদর্শিকা। আন্দাজ চারি মাইল অগ্রসর হইবার পর পেছন ফিরিয়া তাকিয়া মিসেস গ্রিম্‌উড দেখিলেন—সমস্তটা আকাশ আগুনের আভায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, আর সেই লেলিহান্ অগ্নি শিখায় নবীন দাম্পত্য জীবনের চারিটী বৎসরের স্মৃতি বিজড়িত রেসিডেন্সীর প্রাসাদোপম ভবন ভস্মীভূত প্রায়।

চলিতে চলিতে রাত্রি প্রভাত হইল। পেটে অন্ন নাই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই,—মাথার উপর সূর্য্যের প্রচণ্ড দীপ্তি। মিসেস গ্রিমউড

রোদের হাত থাকিয়া বাঁচিবার জন্যে একজন সামরিক কর্মচারীর শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়া চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ আকাশ ফাটা চীৎকার শব্দে পেছন ফিরিয়া তাকিয়া দেখিলেন—বর্শা এবং দা হাতে একদল নাগা নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া অবশ্য তাহারা ভয়ে পলাইয়া গেল।

এমনি ভাবে নানা বিপদ-আপদ অতিক্রম করিয়া, ক্ষুধা-তৃষ্ণা পথশ্রমে মৃত প্রায় অবস্থায় ৩১শে মার্চ্চ সন্ধ্যার প্রাকালে তাঁহারা জিরি নদী অতিক্রম করিয়া লক্ষীপুরে আসিয়া পৌছিলেন। লক্ষীপুরে একটি দিন কাটাইয়া অবশেষে তাঁহারা শিলচরে উপস্থিত হইলেন। কাছাড় কোহিমা, টামু প্রভৃতি স্থানে যে সকল ইংরেজ কর্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের কাছে অনতি বিলম্বে মণিপুরের দুঃসংবাদ গিয়া পৌছিল। টামু সমর-শিবিরের লেফটেন্যাণ্ট মিঃ গ্রাণ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্য সহ মণিপুরের দিকে রওনা হইলেন। ইতিমধ্যে কুইণ্টন প্রভৃতির শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইল। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরীদের উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। পালেল নামক স্থানে মণিপুরীদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া মিঃ গ্রাণ্ট অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ইম্ফলের চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে থোবালে পৌছিয়া সেখানকার একটি দুর্গ দখল করিলেন। এদিকে মণিপুরের স্বাধীনতা লোপের জন্যে সুরু হইল—বিপুল আয়োজন। কাছাড়, কোহিমা, টামু এই তিন দিক দিয়াই পঙ্গপালের মত বিপুল ব্রিটীশ বাহিনী মণিপুরে প্রবেশ করিতে লাগিল। মেজরকলেট মণিপুর যুদ্ধের অধিনায়কের পদে ব্রত হইয়া ২০শে এপ্রিল তারিখে সসৈন্যে কোহিমা থাকিয়া মণিপুরের উদ্দেশে রওনা হইলেন। ২৩শে এপ্রিল বিষেণপুর থাকিয়া দুই কোশ দূরবর্ত্তী নারায়ণগণ গ্রামে উভয় দলের একটি যুদ্ধ বাঁধে, মণিপুরীরা তাহাতে পরাস্ত হয়। এর পর ২৫শে তারিখ পালেলে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, তাহাতে

মণিপুরীরা অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু তাহাদের দুর্দিন তখন ঘনিয়া আসিয়াছে। পালেলের যুদ্ধে তাহাদের পর্য্যুদস্ত করিয়া জেনারেল কলেট বীরদর্পে মণিপুরে পৌছিয়া রাজধানী দখল করিলেন। কিন্তু রাজধানীতে তখন জনপ্রাণী নাই, চারিদিকে ভয়াবহ মহাশ্মশানের নিস্তব্ধতা যে, যেদিকে দুই চোখ যায় পলাইয়া গিয়াছে। মহারাজা, যুবরাজ টিকেন্দ্রজীৎ প্রভৃতি সকলেই পলাতক। সেই পরিত্যক্ত শূন্য পুরীতে ব্রিটীশের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল। কলেট ঘোষণা করিলেন— মণিপুর রাজ্যে কেহ আর বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি নিজের অধিকারে রাখিতে পারিবেনা,—আর যাহারা মহারাজা, টিকেন্দ্রজীৎ, থাঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতি ইংরেজ রাজশত্রুকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাদের পুরস্কার দেওয়া হইবে। থঙ্গাল জেনারেল, মহারাজা প্রভৃতি একে একে ধৃত হইয়া ইংরেজ রাজপুরুষদের হস্তে সমর্পিত হইলেন। শুধু টিকেন্দ্রজীৎ কোথায় আছেন তাহার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

টিকেন্দ্রজীৎ ছিলেন রাজধানীর অনতি দূরেই আতঙ্কজান নামক পল্লীতে বলরাম সিংহের বাড়ীতে আত্ম গোপন করিয়া। তাঁহার শরীর তখন অসুস্থ। কুইন্টনের মণিপুরে আগমণের পর থাকিয়াই একটা না একটা অসুখ লাগিয়াছিল। তাহার উপর চিরকাল সিংহ বিক্রমে যিনি অখণ্ড প্রতাপে মণিপুর রাজ্যে বিচরণ করিয়াছেন, এই ঘৃণ্য পলাতক জীবন বোধ করি, তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়া ছিল। সমস্ত অন্তর তাঁহার ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল চির মুক্তির জন্যে। একদিন তিনি তাঁহার আশ্রয় দাতাকে বলিলেন যে, তিনি ধরা দিতে চান। বলরাম তাঁহাকে প্রতি নিবৃত্ত করিবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু টিকেন্দ্র কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। বলরামকে অগত্যা ইংরেজদের সুবাদারের নিকট খবর দিতে হইল। সুবাদার আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া গেল। তাহার পর তাঁহার নিজ প্রাসাদের মধ্যেই তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইল।

টীকেন্দ্রজীতের বিচারের রায় প্রকাশিত হইল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে বিচারে তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়াই সাব্যস্ত হইল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট—অপরাহ্ন কাল।

বিস্তীর্ণ পোলো খেলার ময়দানে সামনা-সামনি তুইটি ফাঁসি কাষ্ঠ স্থাপিত। চারিদিক ঘিরে পাঁচ শত সশস্ত্র গুর্খা সৈন্য দাঁড়াইয়া। সহস্র সহস্র মণিপুরী, নাগা, কুকী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় নর নারী তাহাদের প্রিয় কৈরেংকে—টিকেন্দ্র নামেই মণিপুরের আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট পরিচিত ছিলেন—একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্যে ময়দানে আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছে। এতবড় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তিলধারণের জায়গাটুকু পর্য্যন্ত নাই। ফাঁসির সময় এগিয়া আসিল। টিকেন্দ্রজীৎ নির্ভীক—প্রশান্ত আননে তাঁহার আশঙ্কা—উদ্বেগের চিহ্ন মাত্রও নাই। ফাঁসি মঞ্চের উপর উঠিয়া স্মিতহাস্যে ধীরে ধীরে বন্ধন রজ্জুর দিকে গলাটী বাড়াইয়া দিলেন তাহার পর কয়েক জন ধরাধরি করিয়া অশীতি পর বৃদ্ধ অথর্ব্ব উত্থান শক্তি রহিত থঙ্গাল জেনারেলকে একটা টুলের উপর বসাইয়া দিলেন। নিমিষ মধ্যে উভয়েই নীচেকার আসন তুইটী সরাইয়া নেওয়া হইল। বিস্তীর্ণ ময়দানের উপর গলবদ্ধ রজ্জু দেহ তুইটী ঝুলতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গেই জনতার মধ্যে হাহাকার উত্থিত হইল। টীকেন্দ্র জীতের নয় পত্নী আর তাঁহার নয় বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র চৌবার আর্ত্ত ক্রন্দনে বধ্যভূমি পুর্ণ হইয়া উঠিল।

টীকেন্দ্রের ফাঁসির পর মহারাজ কুলচন্দ্র মণিপুর থাকিয়া চিরতরে নির্ব্বাসিত হইলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরকে দেশীয় রাজ্যে পরিণত করিয়া "চুড়াচাঁদ" নামক একটি পাঁচ বছরের বালককে রাজা করিয়া দিলেন। মণিপুরের স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত হইল, সুরু হইল ইংরেজদের অধীনে মণিপুরের ইতিহাসের নূতন অধ্যায়।

কিছুকাল হইল চুড়াচাঁদ পরলোক গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি

তাঁহার পুত্র ছয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক "বোধচন্দ্র সিংহ" মণিপুরের মহারাজা। চুড়াচাঁদের আমলেই বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে মণিপুরের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ গভীর হইয়া উঠে। মহারাজা স্বয়ং প্রায়ই বাস করিতেন নবদ্বীপ তীর্থে। ইহাতে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে তাঁহার একটি একান্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মহারাজা বোধচন্দ্র সিংহের ভ্রাতা প্রিয়ব্রত সিংহের উদ্যোগেই মণিপুরে বিশেষ ভাবে সাহিত্য ও শিল্প কলার অনুশীলন আরম্ভ হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর—নবেম্বর মাসে তাঁহারই উদ্যোগে মণিপুরে সাহিত্য পরিষদ ও চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। মণিপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা ও চুড়াচাঁদের আমলের উল্লেখ যোগ্য বিষয়।

চুড়াচাঁদ ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজপদে অভিষিক্ত হন। চুড়াচাঁদের পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র বোধচন্দ্র সিংহ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বর্ত্তমানে প্রকাশিত মণিপুর ইতিহাসের প্রাচীন ও আধুনিক পর্য্যায়ের গল্প কাহিনী এখানেই সমাপ্ত।

বিচিত্র মণিপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—বিচিত্র মণিপুর গ্রন্থ লেখক মহোদয় প্রাচীনে অর্জ্জুন তনয় বভ্রুবাহনের নাম উল্লেখ করতঃ বহু শতাব্দী বৎসর গতে মাত্র ১৭০০ খৃষ্টাব্দের শাসক মৈতৈ রাজবংশীয় রাজা গরীব নেওয়াজের রাজত্বকাল হইতেই প্রকৃত পক্ষে বলিয়া মণিপুর ইতিহাসের গল্প কাহিনীর সূত্রপাত করিয়াছেন। আরোও অনেক ইতিহাসে ঐভাবেই ইতিবৃত্ত পাইয়াছি।

বভ্রুবাহন হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত মণিপুর প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসরের প্রাচীন রাজ্য। শাসক শূন্য এই সুদীর্ঘ কাল কি অরাজক অবস্থায় কাহাদেরও রাজত্ব ছিলনা? উপরোলিখিত "ক্ষমুল পুরাণের বৃত্তান্ত—প্রাচীন পর্য্যায়" শীর্ষক পাঠে লিখিত—বভ্রুবাহনের বংশজ ক্ষমুলরাজবংশীয়

ব্রাহ্মণ ই শাসক শূন্য দলের অধিপতি জাতি। নিদর্শন, প্রমাণ— পূর্ব্বতর পাঠগুলিতে বহুতর দেখান হইয়াছে। তাহাতে সন্দেহ মূলক কারণ নাই বলিয়া মনে করি। প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রাক্কালে ক্ষমুলদের প্রাধান্যতা বিলুপ্ত করতঃ মৈতৈ জাতি মণিপুরের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

বিবিধ—অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

রাজপাট- মণিপুরের প্রাচীন রাজপাট "বিষ্ণুপুর"। বর্ত্তমান ইম্ফাল টাউন হইতে প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণাংশে লম্বোংদং পাহাড়ের ক্রমনিম্ন উপরিভাগে অবস্থিত ছিল। স্মৃতি-চিহ্ন বিশেষ কিছুই নাই। এই মাত্র বভ্রুবাহনের "বিষ্ণু বিগ্রহ" পূজিত মন্দিরস্থ স্থানটি "বিষ্ণুপী উমাংলাই" বলিয়া অদ্যাপি পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ আছে। তৎপর স্থানান্তরিত হইয়াছিল—পূর্ব্ব বিষ্ণুপুর (বর্ত্তমান মেয়াং ইম্ফাল) তথায় তুরেল অচোবা নামক নদী তীরে "পাথংবার সুরঙ্গ" আছে। তৎপর কাসিপায়—লক্তাক হ্রদের পশ্চিমে। তথায় বর্ত্তমানে বভ্রুবাহন বংশজাত ক্ষমুল রাজবংশাবলী শ্রীশ্রীগোপীনাথোজীউ এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউর বিগ্রহাদি সেবা-পূজা করিয়া বসতকার আছেন।

ক্ষমুল রাজবংশীয়দের যখন প্রাধান্যতা লোপ হইয়া যায়, তখন মৈতৈ মণিপুরী রাজবংশীয়দের রাজপাট ছিল—"লাংথবাল"। নিম্ন বিবরণ টুকু আসামের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, ১৯১১ ইংরেজী—বর্ত্তমানে সেখানে প্রাসাদাদি নাই, কিন্তু ফলবান বৃক্ষাদি পথ ঘাট, দীর্ঘিকা এবং পুরীর একটি দ্বার এখনও বিদ্যমান আছে। রাজা চন্দ্রকীর্ত্তির সময়ে বর্ত্তমান ইম্ফলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্ব রাজ পাটের ৩½ মাইল উত্তরে।

বর্ত্তমান রাজপাট একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান প্রায় এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে।

প্রাচীরের বহির্দ্দেশে পরিখা। পাটের মধ্যদেশ দিয়া, পূর্ব্বদিকে, দক্ষিণাভিমুখে, ইয়ুমফাল নদী বক্রগতি প্রবাহিতা। এই প্রকাণ্ড প্রাচীর বেষ্টিত পাটের ভিতরে "শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দির" রাজপ্রসাদ তোপ-গারদ, দরবার গৃহ, মেগজিন, বিজয়-গারদ, কারাগার, অশ্বশালা, তোপচালাইবার স্থান, উলুপীর নাগরাজ্যে যাওয়ার সুরুঙ্গ দ্বার (তথায় বহুকাল হইতে দুইটি সিংহ মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল) পেরেড খানা যুবরাজ এবং সেনাপতির বাটী, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য লোকজন অবস্থিতির বহু সংখ্যক গৃহ আছে। পুরীর সাক্ষাতের সিংহদ্বারটি অতি সুন্দর কারুকার্য্যে মণ্ডিত পুরীর ভিতর দুইটি পুষ্করিণী, তন্মধ্যে একটি ত্রিকোণ বিশিষ্ট। নানাকৃতি বিশিষ্ট প্রায় দুই শতাধিক গৃহে পুরীর ভিতরটিকে পরম রমনীয় করিয়া রাখিয়াছে। দরবার গৃহের সম্মুখস্থ প্রশস্ত পথটি পশ্চিমাভিমুখে রাজপাট অতিক্রম করিয়াই সুবৃহৎ বাজারের মধ্যদেশ দিয়া, কাছাড় শড়কের সহিত মিলিত হইয়াছে। পশ্চিমে—কিঞ্চিৎ দক্ষিনাংশে ব্রটীশ গবর্ণমেণ্ট রেসীডেন্সী। রেসিডেন্সী ও প্রাচীর বেষ্টিত। ইহার ভিতরে স্কুল, হস্‌পিটাল, সিপাহীদিগের লাইন ইত্যাদি। ইহা বাজারের দক্ষিণে। রাজধানীর মধ্যভাগটি গ্যাসালোকে আলোকিত হয়। ২২টি পুষ্করিণীর সাতটি হইতে কলে জল উঠাইয়া, স্থানে স্থানে জল প্রেরণের বন্দোবস্ত আছে। ইম্ফলের রাস্তাগুলি পাকা করা ও যথা স্থানে সেতুদ্বারা সুসজ্জিত বলিয়া যাতায়াত বা ভ্রমণাদিতে সুখপ্রদ। রেসিডেন্সী হইতে রাজপুরী যাইতে পরিখা পার হইয়া যাইতে হয়। ইম্ফল নগরের সমস্ত রাজপথেই বৃক্ষ শ্রেণী পরিশোভিত। রেসিডেন্সীর মধ্যে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের পলিটীকেল এজেন্ট সৈন্যাদি সহ অবস্থিতি করেন।

অধিবাসী :—মণিপুরের প্রাচীন নাম গন্ধর্ব্ব রাজ্য। অধিবাসী দিগকেও গন্ধর্ব্ব বলা হইত। কালক্রমে মণিপুর নাম ধারণ করিলে গন্ধর্ব্বেরাই মণিপুরী বলিয়া পরিচিত হইলেন। মণিপুরী বলিতে—

নিংথৌংচা, ক্ষমূল, আঙোম মোইরাং, লোয়াং, চেংলৈ, খাম্বাঙম্বা এই সাত শলাই বা শাখাভুক্ত সকলকেই বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক শাখাতেই ক্রম অনুযায়ী রাজবংশী রাজগণ থাকাতে ক্ষমতাশালী রাজাকে "মহারাজা" বলিতেন। প্রাচীনে অর্থাৎ বভ্রুবাহনের পরবর্ত্তী কালে বভ্রুবাহনের বংশজাত ক্ষমূল রাজ বংশীয় বিষ্ণুপ্রিয়া রাজগণের প্রাধান্য ছিল বলিয়া, তাঁহাদিগকে মহারাজা বলিতেন। এতদ্ব্যতীত আঙোম, মোইরাং, লোয়াং শলাইর বিষ্ণুপ্রিয়া গণও মণিপুরবাসী মণিপুরী গণের মধ্যে অগ্রগণী। মণিপুরীদের মধ্যেও জাতিভেদ আছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ক্ষত্রিয় মণিপুরীগণই শ্রেষ্ঠ। কেননা ক্ষমূল, আঙোম, মোইরাং, লোয়াং বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া। ক্ষমূল রাজত্ব বিলোপের পর আধুনিককালে মৈতৈ মণিপুরীর রাজগণ মণিপুরের প্রভুত্ব লাভ করায় "মহারাজা" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

ইহাছাড়া পাহাড় অঞ্চলে খোংজাই, কবুই, ঙাঙ্মৈ, চিরু, পুরুম (চোথে), আইমোল (কোম), মরিং তাংখুল ইত্যাদি নাগা কুকী জাতীয় বিভিন্ন অধিবাসী আছে। মুসলমান মণিপুরীর সংখ্যাও যথেষ্ট। শ্রীহট্ট কুমিল্লা, কাছাড় প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া ছিলেন। ইহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের এইক্ষণ বাঙ্গালা ভাষার সহিত সম্পর্ক নাই। মণিপুরে আসিয়া মণীপুরী মেয়ে বিবাহাদি করিয়া বসতকারও ভাষা পরিবর্ত্তন হওয়ায় "মুসলমান মণিপুরী" বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ব্যবসায় উপলক্ষে অনেক হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী আসিয়াও বসতি করিয়াছেন। পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালী কর্ম্মচারী হইয়া আসিয়াও মণিপুরী মেয়ে রাখিয়া বসতি করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি, চাল-চলন সমস্তই মণিপুরীদের মত। সুতরাং তাহাদের পূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া কঠিন। ইহারাও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী—

মদ মাংস খায় না। ইহাদিগকে লাইরিক য়েংবম বলিয়া গোষ্ঠির নাম রাখা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও ত্রিপুরা অঞ্চল হইতেও আসিয়া বসতি করিয়াছে। এই সকল বিদেশাগত অধিবাসী দিগকে মণিপুর বাসিন্দারা "ময়াং মণিপুরী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব বঙ্গের 'রাঙামাটী" নামক স্থান হইতে আগত "মেয়াং নিংথৌ বা কৈরেংখুল্লাকপা রাজ পুত্রের সাঙ্গো-পাঙ্গো জনসাধারণেরাই মণিপুরে সমধিক সুনাম অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। কৈরেং খুল্ল কপা রাজপুত্র নিংথৌচা শলাই ভুক্ত—অর্জ্জুন পৌত্র পরীক্ষিতের বংশধর বলিয়া। মণিপুরের যতকিছু সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝায়, তৎ সমুদয়ই তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ও শিক্ষা দেওয়া কার্য্য কলাপ। মেয়ং নিংথৌ "বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার" আবিষ্কারক ও প্রচারক বলিয়া সমগ্র মণিপুরী জাতিতে খ্যাত। ইহাকে "কৈরেং খুল্লাকপা ভাষা" বলিয়াও থাকে। ত্রিপুরা হইতে আগত অধিবাসী দিগকে মণিপুর বাসিন্দরা "তাখেলাবম—ও রাঙ্গামাটীর অধিবাসীদিগকে "খুাইরোকপা" বলে। খুাই—সকল রোকপা=সতর্কতা। মণিপুরবাসী সকলকে সতর্কতা করিয়া সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া এই উপাধিতে ও ভূষিত করিয়া ছিলেন। মণিপুর বাসী ত্রিপুরাকে "তাখেল লৈপাক ও" বলে। এরূপ অর্থে তাখেল লৈপাক হইতে আগত অধিবাসী দিগকে "তাখেলাবম" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। রাঙামাটী ও ত্রিপুরা বাসী মণিপুরে আসিয়া "মণিপুরী" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহারা মণিপুরের আদিম বংশজাত নয়। মণিপুরে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী।

ভাষা :—মণিপুর রাজ্যে মণিপুরীদিগের মাতৃ ভাষার নাম হইল মা চিত্রাঙ্গদায় আলাপ করিয়া ছিলেন 'গন্ধর্ব্ব ভাষা, প্রকারান্তরে

মণিপুরী ভাষা"। পাহাড় অঞ্চলের নাগা, কুকী জাতি সমুহের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। মণিপুরে মণিপুরীদিগরে লিখিত ভাষা অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। অক্ষরের আকৃতি অনেকটা দেব-নাগরের মত। বর্ত্তমানে মণিপুরী অক্ষরের ব্যবহার নাই। কারণ নবদ্বীপের গোঁসাইগণ তাহাদের "মন্ত্র গুরু" হওয়ার পর হইতে, বাঙ্গালা ভাষায় কথোপ কথন এবং লিখা পড়ায়, ক্রমে আদর হওয়াতে। বঙ্গীয় বর্ণমালাতেই মণিপুরী ভাষার গ্রন্থাদি মুদ্রিত করত: প্রচলন করা হইয়াছে। তারপর বঙ্গীয় বর্ণমালায় লিখিত "রামায়ণ" - "মহাভারত"—"শ্রীমদ্ভাগবত"—"গীতা" প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ ও সুন্দর রূপে পাঠ চলিতেছে। পাহাড় অঞ্চলের জাতি সমুহের ভাষা বিভিন্ন হওয়াতে এক গ্রামের লোকে অন্য গ্রামের লোকদের ভাষা বুঝিতে পারে না, তখন তাহারা মণিপুরী ভাষাই ব্যবহার করে। তাহাদের জাতিয়তার ও কোন বর্ণমালা নাই। তায় তাহারা মণিপুরী ভাষাতেই শিক্ষা লাভ করে, একেত ইহা প্রাচীনাবধি রাষ্ট্রীয় ভাষা।

জাতির মূল ভিত্তি—ভাষা। মণিপুরীদের মধ্যে দুইটি ভাষা প্রচলিত আছে। একটি মণিপুর রাজ্যের বর্ত্তমান কথ্য ভাষা। অপরটি মণিপুরের বাহিরে বসতকার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের স্বাভাবিক প্রচলিত কথোপ কথনের "বিষ্ণুপ্রিয়া বা কৈরেং থুম্লাকপা ভাষা"। এই উভয় ভাষাই বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রাচীনতম মাতৃ ভাষা হইল "গন্ধর্ব্ব বা মণিপুরী ভাষাটি"।

বর্ত্তমানে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিতে চান যে, বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাই মণিপুরের প্রাচীনতম মাতৃভাষা। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে ঐতিহাসিক যৌক্তিকতার নিতান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিভিন্ন ইতিহাস লেখকের ইতিবৃত্ত পারি পার্শিক অবস্থা ও ভাষাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মণিপুরের

মৌলিক ভাষা বর্ত্তমান মণিপুরের "মণিপুরী ভাষা"—বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা নয়। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা প্রায় সোয়া দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মণিপুরে প্রচলন করা হইয়াছিল।

বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত বহুতর প্রমাণ নিদর্শন থাকিলেও এস্থলে শেষ প্রমাণটিই দেওয়া গেল। বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত "বৈয়াত্র পুরাণ" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগ।

(দশম হইতে একাদশ শতাব্দী)

বাঙ্গালা দেশে আর্য্যদিগের আগমণের পূর্ব্বে যাহারা বাস করিত তাহাদের সংস্কৃতি আদৌ উচ্চাঙ্গের ছিল না এবং সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, এমন কিছুও তাহাদের ছিল না। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্য সম্রাট দিগের সময় হইতে এদেশে আর্য্য দিগের বসতি আরম্ভ হয়। এবং খ্রীষ্ট্রীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র আর্য্যদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। আর্য্যেরা উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়া ছিলেন। ইহাদের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ বিদ্যাচর্চ্চার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা ছিল—সংস্কৃত আর আট পহুরিয়া অর্থাৎ ঘরোয়া ভাষা ছিল—সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত ভাষা।

লক্ষ্মণসেন দেবের 'প্রতিরাজ' এবং সুহৃদ 'মহাসামন্ত চূড়ামণি" বটু দাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১২০৬ খৃষ্টাব্দে "সদুক্তি কর্ণামৃত" সঙ্কলন করেন।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জয়দেব। ইহার "গীত গোবিন্দ" শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ে রচিত। গীত গোবিন্দে চব্বিশটি গান বা পদ আছে। এগুলি সংস্কৃতে রচিত হইলেও ইহাদের শ্রুতি মধুরতা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই মনোহরণ করে। প্রকৃত পক্ষে এই পদগুলি লইয়াই "বাঙ্গালা সাহিত্যের" সূত্রপাত। পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে জয়দেবের নিকট ঋণী। জয়দেবের নিবাস ছিল – অজয় নদের তীরে কেন্দু বিল্ব গ্রামে। এই গ্রাম এখন কেঁদুলী বা জয়দেব কেঁদুলী নামে বিখ্যাত। জয়দেবের স্মৃতি পূজা উপলক্ষে এই স্থানে আবহমান কাল ধরিয়া প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময়ে বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের দূরতম অঞ্চল হইতেও সাধু বৈষ্ণব আসিয়া যোগদান করিয়া থাকেন। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম—বামাবতী, পত্নীর নাম পদ্মাবতী। জয়দেব ও তাঁহার পত্নী পদ্মাবতী সম্বন্ধে নানা গল্প কাহিনী প্রচলিত আছে।

সংস্কৃত ভাষা কাল ক্রমে লোকের মুখে মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হয়। এই প্রাকৃত ভাষা ভাঙ্গিয়া আবার বিভিন্ন আধুনিক ভাষা –যেমন বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী হিন্দী, গুজরাটী ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। আধুনিক ভাষায় পরিণত হইবার ঠিক পূর্ব্বে প্রাকৃতের যেরূপ ছিল, তাহাকে বলা হয় অপভ্রংশ। সেন রাজাদের সময়ে অপভ্রংশ ভাষাও কিছু কিছু চর্চা হইত, তাহা অবশ্য রাজ সভায় বা বিদ্বদ গোষ্ঠীতে নহে –সাধারণ লোকের মধ্যে বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ সহজ পন্থী ও শৈব পন্থী সিদ্ধাচার্য্য এবং সাধক দিগের মধ্যে। এই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যরা বাঙ্গালাতেও পদ লিখিতেন। যতদূর জানা গিয়াছে, ইহাদের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ কিছু রচনা করেন নাই। তাহা করিবারও কথা নয়। কেননা—এই সময়েই অর্থাৎ খৃষ্টীয়

দশম—একাদশ—দ্বাদশ শতাব্দীতেই বাঙ্গালা ভাষা অপভ্রংশ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র ভাষারূপে মূর্ত্তি লাভ করে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে আমরা একজন বড় কবিকে পাইতেছি। ইনি কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি প্রধান কাব্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। বনমালী কৃর্ত্তিবাসের পিতা, মাতার নাম মালিনী। কৃত্তিবাসের জন্ম হয় মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবারে।

মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি এবং আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি "বিদ্যাপতি" চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অন্তত: ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে যেমন, আসামেও তেমনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ব্রজবুলি ভাষায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সে সময়ে অসমীয়া ভাষা বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায় নাই। সে সময়ে উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালার যে উপভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাই ছিল—আসাম অঞ্চলেরও ভাষা। সুতরাং এই হিসাবে প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহিরে পড়ে না।

নবদ্বীপের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। ১৫০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার দিনে ইহার পিতা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচী দেবী। প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া, দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া।

মহাভারত ও রামায়ণ পাঁচালী। প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাসের পরে "কাশীরাম" সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাতিতে কায়স্থ, উপাধি দেব। ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েক খানি

মহাভারত পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কোন কোনটির প্রচারও হইয়াছিল। পৈতৃক আদি নিবাস ছিল—বৰ্দ্ধমান জেলার কটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাবলী বা ইন্দ্রানী পরগনার মধ্যে সিঙ্গী গ্রামে কাশীরামের পাণ্ডব বিজয় বা ভারত পাঁচালী বাঙ্গালায় লেখা মহাভারত কাব্য সকলের মধ্যে অবিসংবাদিত রূপে শ্রেষ্ঠ। কাশীরামের ভারত পাঁচালীর আদিপৰ্ব্ব সম্পূর্ণ হয়—১৫২৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০১-০৩ খৃষ্টাব্দে। ইহার দুই বৎসর পরে বিরাট পৰ্ব্ব সম্পুর্ণ হয়। (শ্রীসুকুমার সেন এম, এ, পি, এইচ, ডি প্রণীত "বাঙ্গালা সাহিত্যেরূপ কথা" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)।

এক্ষণে উপরি লিখিত বিবৃতি হইতে "বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার" উৎপত্তির আধুনিক সম্বন্ধে আমার কৰ্ত্তব্য হইল :—

যুধিষ্ঠির এবং বভ্রুবাহন ও প্রাগজ্যোতিষপুরের (বৰ্ত্তমান আসামের গৌহাটী) রাজা ভগদত্তের রাজত্বকাল প্রায় সম সাময়িক। ভগদত্ত, বভ্রুবাহনের কিছুকাল পূর্ব্বে, তিনি কুরুক্ষেত্র মহাসমরে দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করতঃ সমরে নিহত হন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে ও স্বর্গারোহণ সময়ে বভ্রুবাহন হস্তিনাতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় পিতাদের সেবিত এবং পূজিত স্বর্ণ নিৰ্ম্মিত অনন্তশায়ী "বিষ্ণু বিগ্রহ" মণিপুরে আনিয়া বিষ্ণু মন্দির স্থাপিত ক্রমে শ্রীবিষ্ণুর সেবা অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। এ সকল কথা মহাভারতে উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠির বা বভ্রুবাহন হইতে বৰ্ত্তমান পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর। সেই সময় হস্তিনাবাসীর কথ্য ভাষা ছিল—বৈদিক অর্থাৎ সংস্কৃত এবং মণিপুরবাসীর কথ্য ভাষা ছিল—গন্ধৰ্ব্ব অর্থাৎ মণিপুরী ভাষা। মণিপুরের প্রাচীন নাম গন্ধৰ্ব্ব রাজ্য, গন্ধৰ্ব্ব জাতি, গন্ধৰ্ব্ব ভাষা। পরে মণিপুর নাম ধারণ করে।

সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। বাঙ্গালা বা বাঙ্গালার উপভাষা হইতে "বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার" উৎপত্তি।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার নমুনা :—"ধনপতি রাজপুত্র গিরক এগো পশ্চিমাঞ্চলর আর্য্য ক্ষত্রিয়, চন্দ্র বংশীয়, বৈয়াঘ্র গোত্রজ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের নাতিয়ক পরীক্ষিতর বংশজাত ডাঙর রাজবংশী গো। সূর্য্যবংশ বারো চন্দ্রবংশ বাংতই প্রাচীনতম আর্য্য রাজার উদ্ভব অহি তাহে।"

বাঙ্গালায় অনুবাদ :—'এই ধনপতি রাজপুত্র মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলের আর্য্য ক্ষত্রিয়, চন্দ্র বংশীয়, বৈয়াঘ্র গোত্রজ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের বংশজাত উচ্চ রাজবংশী। সূর্য্যবংশ এবং চন্দ্র বংশ হইতেই প্রাচীনতম আর্য্য রাজাদের উদ্ভব হইয়াছে। ঐ উপভাষা বাঙ্গালা দেশের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া "বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" গ্রন্থে লিখিত আছে। রাঙ্গামাটী রাজ্য বাঙ্গালা দেশের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গেই অবস্থিত ছিল। রাঙ্গামাটীর রাজপুত্র "ধনপতি" মেয়াং নিংথৌ বা খুইরাকপা কৈরেং খুল্লাকপা আসাম অঞ্চলের স্থানে স্থানে থাকিয়া, পরে মণিপুর স্থায়ী বসতি করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাটি বাঙ্গালা ভাষার উপভাষা বাঙ্গালা হইতে উৎপন্ন। তৎকারণে বাঙ্গালা, অসমীয়া ভাষার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সাদৃশ্য আছে—বলা হইতেছে এবং তৎকারণে "বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাটি" সংস্কৃত মূলক বলিতেছেন। নিম্নে একাদশ শতাব্দীতে মণিপুরের কথ্য ভাষার নমুনা ও ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য বাঙ্গালার উপভাষার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সাদৃশ্যতা দেখান হইয়াছে। তাহাতেই অনুমেয় হইবে যে,— মণিপুরের প্রাচীনত মৌলিক ভাষা— মণিপুরী ভাষাটি।

সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি—অস্বীকার কেহ করিবেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" গ্রন্থে লিখিত মতে দেখিতেছি—যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী কালে বহু শতাব্দী বৎসর পরে সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে—মাত্র ৭৫০ সাড়ে সাত শত বৎসর চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা উৎপত্তি না হওয়ার পূর্ব্বে "বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা" কিপ্রকারে উৎপত্তি হইল? অথচ বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা হইতে বাঙ্গালা, অসমীয়া, হিন্দি, গুজরাটী ইত্যাদি ভাষা উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াও কোন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া গেল না। মণিপুরাধিপতি বভ্রুবাহনের বংশাবলী বিবৃত "ক্ষমূল পুরাণ" খানাও মণিপুরী ভাষাতে লিখিত—বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় লিখিত নহে। সুতরাং—প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাচীনে মণিপুরে চিত্রাঙ্গদা—পুত্র বভ্রুবাহনের রাজত্বকালে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার নাম গন্ধও নাই। এমতাবস্থায় মণিপুরবাসী তথা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জাতির প্রাচীনতম মাতৃভাষা "বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা" হইতে পারিবে না। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার আবিষ্কারক ও প্রচারক মেয়াং নিংথৌ বা কৈরেং খুল্লাকপা রাজপুত্র। মণিপুরে তাঁহার বসতিকাল ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গরীব নিওয়াজের রাজত্বকালে। সেই সময় ক্ষমূল লৈপাকে (মাটিতে বা রাজ্যে) রাজা ছিলেন বভ্রুবাহনের বংশজাত ক্ষমূল রাজবংশীয় মৈমু চোংখালপা।

একাদশ শতাব্দিতে মণিপুরের কথ্য ভাষার নমুনা ঃ—

খম্বা ও থোইবীর কথোপকথন।

খম্বা—নচ্চ দেদা। সুংশিংনী হিমায় চুম্বা ঙমহৌদ্রবনি।

সেন্নু—মনাও ইবুংঙো চিংখুবগী মমোম
থোইবী হাইত্রা করিনো
অমা লৈ হাইবচুদি তাবিবরা ?
খম্বা—হোই তাজে—
তাজবতা নত্তে,
শক ফাওবা মুম্না থংজৈ।

থোইবী—থংদি থংবি বোইরে।
অচুদী ঙসি কোরৌ মুমিৎতা
মোইরাং লৈগরোন ময়ম্না
লেমলৈ তানবা মত্তমদা
কেগে লোক্তাক ময়াইদা
মোইরাং কনা অমতা কুম্বা য়াদে হাইনা
মপু স্না য়াথং
কৈকাই থুংনা পাওজেল্লি হাইবদি
তাবিহৌদ্রবা নরা ?

খম্বা—ঐদি তাজহৌদ্রে।
সেন্নু—করি মরমদগী ওইরবনো ?
খম্বা—লৈত—লাইর—থিবা চৎথোক চঙ্খনা।
(জ্যোতিঃ মণিপুর)

বিঃ দ্রঃ—উপরোক্ত খম্বা ও থোইবীর কথোপকথনের বাক্যাংশে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার বা মণিপুরের বহির্গত ভাষার বাঙ্গালা বা অসমীয়া বা হিন্দুর কোন শব্দ প্রবেশ করে নাই।

ষোড়শ শতাব্দাদিতে পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য বাঙ্গালার উপভাষার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সাদৃশ্যতা :—

প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষা	বাঙ্গালার উপভাষা	বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা—
নৌকা	নাও	নৌ
পশ্চাতে	পিছি	পিছে
কৃষক	হাল বয়া মানু	আল ধরতারা মানু
দুর	দুরীৎ	দুরই
সম্মুখে	আগতে	আগে
মারা	কিলানী	কিলা বা কিলালী
নীচ	তলত	তলে
রৌপ্য	রূপা	রূপা
জল	পানি	পানি
আমি	মর	মি
আমার	মর	মর
সূর্য্য	বেলি	বেলি
চন্দ্র	জনাক	জুনাক
মানব	মানু	মানু
পুরুষ	মুনিষ্যা	মুনি
লোহ	লোয়া	লোয়া
পা	ঠেঙ্গ	ঠেহং, জাং
পৃষ্ঠ	পিঠি	পিঠি
সন্তান	ছোয়া	ছৌ
মাথা	মুড়	মুড়
কথা	মাৎ	কথা
ধর	ধরিয়ান	ধরগা
আগুণ	জুই	জি

প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষা	বাঙ্গালার উপভাষা	বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা
মার	কিলাইদি	কিলা
বিক্রয়	বেচা	বেচ
লবণ	নুন	নুন
বস	বঃ	বঃ
এদিকে আয়	এদিকে আঃ	এগদে আয়
এখানে বস	অতে বঃ	এহানাত বঃ
রাত্রি প্রভাত হইয়াছে	রাত্তি পোয়াছে	রাতি পোয়াছে
শৃগাল ডাকিতেছে	হিয়াল মাতে	হিয়াল রহিত্তারা
আমি বাজারে যাইতেছিলাম	ময় আটং যাওতে	মি বাজারে জেইতেগা
তাহার সঙ্গে কে ছিল	তার লগ কুনি ছিল	তার লগে কোঙ্গ অছিল
তুমি কি করিতেছ	তয় কি করং	তি কিতা করর
আমি কলিকাতা যাইতেছি	ময় কলিকাতা যাওঙ্গে	মি কলিকাতা যাওরিগা
তাহাকে রাঙ্গামাটী যাইতে দেও	ছি রাঙ্গামটী যাপগি	তা রাঙ্গামোটী যাগগা
তুমি কি যাইতেছ	তয় কি যাওগে	তি যারগাতা
তুমি যাও	তয় যাওগি	তি যাগা
আমি যাই	ময় যাঙ্গে	মি যাঙ্গা

বিঃ দ্রঃ— উপরোক্ত ভাষা সাদৃশ্যতাতে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালার উপভাষার সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার সাদৃশ্যতা বহুল। সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা আর্য্য সংস্কৃত ভাষার পৌত্রী বলিলে কোন অত্যুক্তি হইবে না।

ধর্ম্ম :—মণিপুরীগণ হিন্দুধর্ম্মে (গৌরাঙ্গ বা বৈষ্ণব) দীক্ষিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনে আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। নবদ্বীপের গোস্বামীগণ মণিপুরে গিয়া তাহাদিগকে উক্তধর্ম্মে নানাবিধ সদোপদেশ দিয়া মাতাইয়া তুলিয়াছেন। মণিপুরী কীর্ত্তন, রাসলীলা প্রভৃতির নৃত্য ও মধুর কণ্ঠস্বরের গান পৃথিবী প্রসিদ্ধ। ইহারা ক্ষত্রিয়—মৃতদেহ দাহ করে। দাহার্থে শব নেওয়ার কালে নানাবিধ সুবাসিত প্রস্ফুটিত—পুষ্পরাশি দ্বারা শবদেহকে সুসজ্জিত করিয়া মনোমুগ্ধকর ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইয়া থাকে। শ্রাদ্ধাদি তেরদিনে হইয়া থাকে। ইহারা হিন্দু ধর্ম্মা বলম্বীর যাবতীয় নিয়ম সংরক্ষণ করে। নাগা কুকী প্রভৃতি জাতির পাহাড়ী ধর্ম্ম—উপদেবতায় বিশ্বাস ইত্যাদি।

তীর্থ :—মণিপুরে প্রসিদ্ধ কোন তীর্থস্থান নাই। প্রত্যেক হিন্দু মণিপুরীর বাড়ীতে প্রত্যহই রাধা কৃষ্ণের পূজার্চ্চনা বা নাম সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহাই তাহাদের "সর্ব্ব তীর্থের সার" বলিয়া বিশ্বাস। রাজ পাটে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি—সেই বঙ্কিম ভাবে দণ্ডায়মান, মস্তকে শিখি পুচ্ছচুড়া, কর্ণে মকর কুণ্ডল, গলদেশে বনমালা পরিধানে পীতাম্বর এবং হস্তে বাঁশরী বিরাজিত মনোমোহন "গোবিন্দজী" নামে প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দজীর মন্দিরটি রাজ প্রাসাদের সম্মুখে স্থিত; তথায় প্রত্যহ পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে।

ইম্ফলের পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতোপরি নোংমাইচিং নামক পাহাড়ে শিব-দুর্গা বিরাজ মান আছেন। তথায় বারুণী উপলক্ষে বড মেলা বসিয়া থাকে। ঐ পাহাড় হইতে চুয়াইয়া যে জল পতিত হয়, তাহা গঙ্গা বলিয়া মণিপুরি গণের বিশ্বাস। বাঁশের চুঙ্গাতে করিয়া সকলেই তাহা শ্রদ্ধার সহিত নেয় এবং পুণ্য কামনায় ব্যবহার করে। পুরাতন রাজব টী "লাংথবালের" দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রায় দুই মাইল দুরবর্ত্তী স্থানে কামাখ্যা দেবীর একটি মন্দির আছে। শরৎ কালীন দুর্গোৎসবের অষ্টমী তিথিতে রাজা, প্রজা সকলেই তথায় যাইয়া পূজার্চ্চনা এবং দেবী দর্শন করিয়া থাকেন।

স্বাস্থ্য:—মণিপুর রাজ্যের জলবায়ু স্বভাবতই অত্যন্ত স্বাস্থ্য কর এবং পরম রমণীয়। ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষা, শরৎ শীত, এবং বসন্ত এই চারিটির মাত্র অনুভব করিতে পারা যায়। গ্রীষ্মের আধিক্য নাই —পাখার প্রয়োজন হয় না। এ রাজ্যের পথঘাট, পাহাড়ে, জলাভূমিতে বাড়ীর আশে-পাশে যেখানে সেখানেই নানা জাতীয় সুগন্ধি পুষ্প রাশিতে পূর্ণময়। পুষ্প সৌরভ বাহী, পবনের মৃদু মৃদু সঞ্চারণে মণিপুর রাজ্যকে স্বর্গরাজ্য করিয়া বিধাতা সৃজন করিয়াছেন।

যাতায়াত:—কাছাড়, কোহিমা ও তামু এই তিনটি সড়কই মণিপুর রাজ্যে প্রধান। কাছাড়ের শিলচর হইতে মণিপুরের

ইম্ফল পর্য্যন্ত শড়কটির দূরত্ব ১৩২, কোহিমা হইতে ইম্ফল ১০৫, ইম্ফল হইতে তামু ৭০ মাইল হইবে। তামুর রাস্তা দিয়াই ব্রহ্মদেশে যাইতে হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্য যাতায়াতের সুবিধা করণাভিপ্রায়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। ইহাছাড়া মণিপুর রাজ্যের উপত্যকায় আরো অনেক রাস্তা আছে। ঐ গুলির দ্বারা তদ্দেশে লোক চলাচল ও বাণিজ্যাদির জন্য পদব্রজে কিম্বা মোটর গাড়ীতে যাতায়াত চলে। কাছাড় জেলায় বদরপুর রেলজংশন হইতে আসাম লক্ষীমপুর জেলার তিনসুকিয়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ রেল পথে ট্রেনযোগে গিয়া ডিমাপুর ষ্টেশনে অবতরণ করতঃ মোটর গাড়ীতে কোহিমা হইয়া মণিপুর ইম্ফল সহরে ও কাছাড়ের শিলচর হইতে মোটর গাড়ীতে লক্ষীপুর হইয়া মণিপুর রাজ্যের এলাকাধীন জিরিঘাট থানায় নামিয়া পদব্রজে ইম্ফল সহরে যাওয়া যায়। শুনা গিয়াছে—অনতিবিলম্বে জিরিঘাট হইতে ইম্ফল পর্য্যন্ত মোটর গাড়ী চলাচল হইবে। কাছাড়ের কুম্ভীগ্রাম ঘাটি হইতে এরোপ্লেনে আরোহণ করিয়াও অতিঅল্প সময়ে মণিপুরের ইম্ফল সহরে যাইতে এবং আসিতে পারা যায়।

পরিশিষ্ট ১

কাছাড়ে—লেম্পা রাজ বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

লেম্পা (থকচম্) রাজ বংশ মণিপুর রাজ্যের পুরাণ বা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পাই নাই। তাঁহাদের ইতিবৃত্ত কিছুটা না লিখিলেও অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া, বাধ্য হইয়া জনশ্রুতি মতে যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম। এই রাজবংশ কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি স্থিত সরসপুরে উদ্ভব বলিয়া লৌকিক প্রসিদ্ধ আছে। অনুমানিক প্রায় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে।

মণিপুরের মৈতৈ মহারাজা জয়সিংহ বা ভাগ্যচন্দ্র তাঁহার রাজপাটে "কৈরোংপা" অর্থাৎ ভাণ্ডার রক্ষক পদে "তাম্রধ্বজ" নামে একজন কর্ম্মচারী রাখিয়াছিলেন। মহারাজের পুত্রাদি রবীন্দ্রচন্দ্র, মধুচন্দ্র মার্জ্জিং, চর্জ্জিৎ ও গম্ভীর সিংহের সময়ে ভ্রাতৃবিরোধ ও ব্রহ্মদেশীয়দের আক্রমণ ইত্যাদির গণ্ডগোলে তাঁহারা কেহ কেহ কাছাড়, সিলেটের বিভিন্ন স্থানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। অনেকদিন পরে মার্জ্জিং রাজকুমারের অতি প্রিয় ও ভালবাসার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু (তাম্রধ্বজের পুত্র) কয়েকজন সঙ্গী নিয়া তাঁহার অন্বেষণে মণিপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার নাম "কুশধ্বজ বা বীরচন্দ্র"। ইনি মণিপুর রাজ্যের সেকালের একজন প্রধান মুখ্য ব্যক্তি। সকলে তাঁহাকে থকচম বীর চন্দ্র বলিয়া ডাকিত। বহু স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খোঁজ খবর করিতে করিতে অবশেষে কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি স্থিত সরসপুর নামক স্থানে আসিয়া মার্জিং রাজকুমারের দেখা পাইলেন।

মার্জিৎ রাজকুমার অতি ভালবাসার প্রিয় বন্ধু বীরচন্দ্রকে অনেকদিন পরে দেখা পাইয়া অতি স্নেহের কোলাকোলি করিলেন ও তাঁহার খাওয়া পরা, থাকার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ইহার পর একদিন মার্জিৎ রাজকুমার প্রিয়বন্ধু বীর চন্দ্রকে বলিলেন—বন্ধু! তুমি আমার জন্য বলিয়া নিজের ঘর বাড়ী, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া কত পরিশ্রম ও শয়ন আহারের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে আমি কত যে তোমার প্রতি সুখী ও আনন্দ লাফ করিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। এমতাবস্থায় তোমাকে অতি সম্মানিত একটি পদবী দিয়া সমাজে প্রচারিত করিতে পারিলেই আমার মনপ্রাণ স্নিগ্ধ হইবে।

এই প্রকারের মনোবাসনার কথা প্রকাশ করিয়া, একদিন শুভতিথি যোগে এক বিরাট সভার আয়োজন করতঃ এক রূপবতী কন্যা সহ সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে ও সর্ব্ব সমক্ষে প্রিয় বন্ধু বীর চন্দ্রকে অভিষেক করিয়া রাজা উপাধিতে অলঙ্কৃত করিলেন। তাহার পর বলিলেন—বন্ধো! আজ হইতে তুমি এবং তোমার বংশানুগত সকলেই রাজবংশজাত রাজকুমার বলিয়া খ্যাত হউক। এইরূপে মার্জিৎ রাজকুমার বীর চন্দ্রকে রাজার যোগ্যতা সামগ্রী ইত্যাদি দিয়া অতি সুখানুভব করিলেন। এই সেইদিন হইতে লেম্পা বা থকচম্ রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে।

লেম্পা রাজ বংশের তালিকা।
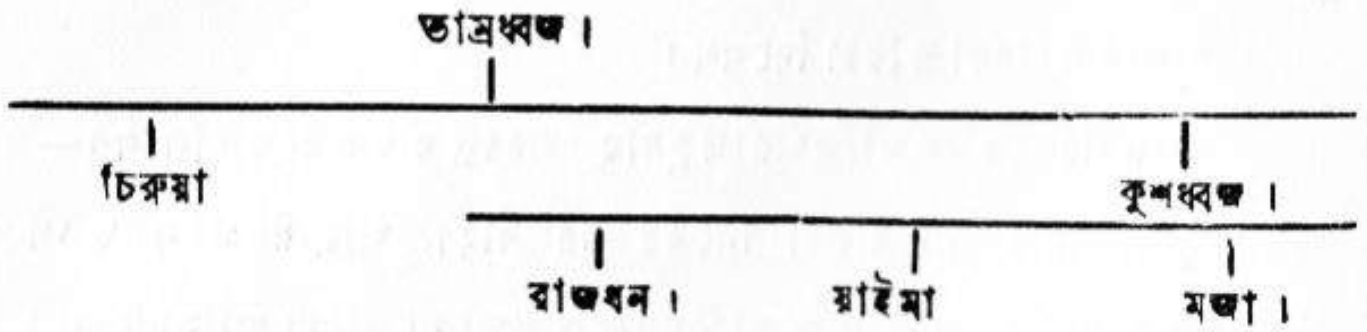
রাজধন, য়াইমা, মজা—পিতা কুশধ্বজের রাজ্যাভিষেক হওয়ার পূর্ব্বে মণিপুরে জন্ম। রাজধনের বংশাবলী -কাছাড়. কালঞ্জর বস্তীর সেনারিক. গোলকসেনাগণ। য়াইমার বংশ প্রতাপগড়ে আছে বলিয়া কথিত। মজার বংশ—কাছাড় রাজনগরের সেনাইগিরী, ধবলগিরি, রাজকর গিরিগণ। রাজ্যাভিষেক পাওয়ার পর জন্ম বংশধরও প্রতাপগড়ে আছে বলিয়া বলিতেছেন। চিকুয়া রাজধন, য়াইমা ও মজা, মণিপুর হইতে পরে আসিয়া ছিলেন। ইহারা সকলেই মৈতৈ মণিপুরী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এতথ্য অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে ইহাদের আদি পূর্ব্ব পুরুষগণ মোইরাং রাজ পরিবারের ছিল। মণিপুর নিংথৌ খোং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী গ্রামে মোইরাংথেম শ্রীছাকথি সিংহের বাড়ীতে "খাম্বা ও থোইবীর প্রায় ৮০০ শত বৎসরের পুরাতন ছিন্ন কোট ও চাদরের নিদর্শন আছে। আমি তাহা স্বচক্ষে ৩।১১।৫৯ ইং তারিখে দেখিয়াছি। মোইরাংথেম থকচম বা লেম্পা একই গোত্রীয়। মোইরাং—রাজ পরিবার বিষ্ণুপ্রিয়া হওয়ায় কুশধ্বজের অগ্রজ ও পুত্রাদিগণ বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে ভুক্ত হইয়াছেন।)

চন্দ্রবংশ — মহাভারত মতে পৌরব শাখার পরীক্ষিতের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বংশাবলী।

অর্থাৎ

[মণিপুরে আগত রাঙামাটীর রাজপুত্র ধনপতির বংশাবলী পরিচয়]

পরীক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী:— ১। চন্দ্র (সূর্য্যবংশের ১৫ স্থানীয় ভরতের সম সাময়ীক) ২। বুধ ৩। পুরূরবা ৪। আয়ু ৫। নহুষ ৬। যযাতি ৭। পুরু ৮। জন্মেজয় ৯। প্রাচীন্বাল ১০। সংযাতি ১১। অহংযাতি ১২। সার্ব্বভৌম ১৩। জয়ৎসেন ১৪। অবাচিন ১৫। অরিহ ১৬। মহাভৌম ১৭। অযুতনায়ী ১৮। অক্রুধন ১৯। দেবতিথি ২০। অরিহ ২১। ঋক্ষ ২২। মতিনার ২৩। তংসু ২৪। ঈলিন ২৫। দুষ্মন্ত ২৬। ভরত ২৭। ভুমন্যু ২৮। সুহোত্র ২৯। হস্তী ৩০। বিকুণ্ঠ ৩১। অজমীর ৩২। সংবরণ ৩৩। কুরু ৩৪। বিদূরথ ৩৫। অনশ্বা ৩৬। পরীক্ষিৎ ৩৭। ভীমসেন ৩৮। প্রতিশ্রবা ৩৯। প্রতীপ ৪০। শান্তনু ৪১। ভীষ্মদেব ৪২ বিচিত্রবীর্য্য ৪৩। পাণ্ডু ৪৪। অর্জ্জুন ৪৫। অভিমন্যু (অভিমন্যু ভারতের কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সূর্য্যবংশের ৬২ স্থানীয় বৃহদ্বলকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে) ৪৬। **পরীক্ষিত** (পরীক্ষিত মহারাজা হইতে রঙামটীর রাজপুত্র ধনপতি খাইরকপা মেয়াং নিংথৌ বা কৈরেং খুল্লাকপার বংশাবলী আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া পুরাণে ও ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে)।

পরীক্ষিতের পরবর্ত্তী:— ৪৭। জন্মেজয় ৪৮। শ্রুতসেন ৪৯। ভীমসেন ৫০। উগ্রসেন ৫১। শতানিক ৫২। বীর্য্যবান ৫৩। অশ্বমেধদত্ত ৫৪। অধিসাম কৃষ্ণ (ইহার রাজত্বকালে মুণিঋষি ব্রাহ্মণ

সকল একত্রিত হইয়া কুরুক্ষেত্রের দৃষদ্বতী নদীর পারে ৩ তিন বৎসর ব্যাপিয়া মহাদুর্লভ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে। যজ্ঞের ২ দুই বৎসর পূর্ণ হইয়া তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে) ৫৫। নেমিচক্র (পুরাণে উল্লেখ আছে যে গঙ্গা নদীর স্রোতে হস্তিনাপুরী ধ্বংস হওয়ায় "কৌশাম্বী নগরে" রাজপুরী স্থাপন করিয়াছিলেন) ৫৬। উষ্ণ ৫৭। চিত্ররথ ৫৮। শুচীদ্রথ ৫৯। বৃষ্টিমান ৬০। সুষেন ৬১। সুনীথ ৬২। নৃপাল ৬৩। রুচ ৬৪। নৃচেক্ষু ৬৫। সুখবল ৬৬। সুখীনল ৬৭। পারিপ্লাব ৬৮। সুনয় ৬৯। মেধাবী ৭০। নৃপঞ্জয় ৭১। মৃদু ৭২। তিগ্মজ্যোতি ৭৩। বৃহদ্রথ ৭৪। বসুদান ৭৫। সুধানিক ৭৬। উদ্যানিক ৭৭। অহিনর ৭৮। দণ্ডপাণি ৭৯। নির্ম্মিত্র ৮০। ক্ষেমক (হস্তিনা বা কৌশাম্বী নগরের শেষান্ত রাজা। পুরাণে উল্লেখ আছে যে, শত্রুর আক্রমণে ক্ষেমক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কলাপ গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করার পর সদ্গতি হইয়াছেন। পুত্র প্রদ্যোত রাজপুত্র ম্লেচ্ছ ধ্বংসের একটি যজ্ঞ করিয়াছেন। ইহার পর নীলাচল গিরিতে গিয়া বসবাস করিলে। প্রদ্যোতের পুত্র বেদবান; তৎপুত্র সুনন্দ। সুনন্দের বংশ নাই। পাণ্ডব কুলের পরীক্ষিতের বংশধর ক্ষেমক রাজার বংশ লুপ্ত হইয়াছে, নাই)। ৮১। রঙ্গকলাপ [নির্ম্মিত রাজার দ্বিতীয় পুত্র; ক্ষেমক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রঙ্গকলাপ পূর্ব্বোক্ত দেশে গিয়া বসবাস করিয়াছেন। "বাঙ্গালার রাজৈতিহাসিক সিরিজ গ্রন্থে "উল্লেখ আছে যে, কৌশাম্বী নগরের নির্মিত্র রাজার পুত্র রঙ্গকলাপ বর্ত্তমান বঙ্গদেশের অংশ বিশেষ এক জায়গাতে একটি ছোট খাট রাজ্য স্থাপিত ক্রমে বসবাস করিয়াছেন। রাজ্যের নাম রাখিয়াছেন —নিজের নামানুসারে "রঙ্গকলাপুর" সময়টা অনুমানিক বিক্রমাদিত্য রাজার রাজত্বের শেষান্তে। বিক্রমাদিত্য

রাজার হস্তিনা বা কৌশাম্বী নগরের আক্রমণের পর হইতেই পাণ্ডব কুলের বংশ রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়াও পুরাণে এবং 'রাজস্থান ঐতিহাসিক সিরিজ গ্রন্থে" উল্লেখ আছে। বিক্রমাদিত্য রাজার রাজত্বকাল প্রায় ৪৫০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান হইতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে)' ৮২। প্রবোধ ৮৩। অনুষঙ্গ ৮৪। সুচিত ৮৫। স্বয়ম্ভু ৮৬। বৈরাজ ৮৭। উদাবর্ত্ত ৮৮। বিশ্বনন্দ ৮৯। বিমলাক্ষ ৯০। নীলধ্বজ ৯১। শ্বতঞ্জয় ৯২। সপ্তভূম ৯৩। ধনঞ্জয় (ধনঞ্জয়ের তিন পুত্র—কামদেব, শঙ্খদেব, বিমৎসব) ৯৪ কামদেব ৯৫। আদিত্য ৯৬। গজেন্দ্র কর্ণ ৯৭। দুর্জ্জয় ৯৮। দ্যুতিমান ৯৯। ধাতকী ১০০। ধৃতনিমি ১০১। সুকুমার ১০২। সুপ্রভ ১০৩। সুব্রহ্মা ১০৪। প্রতর্দ্দন ১০৫। কল্পবথ ১০৬। সুনন্দন ১০৭। চন্দ্রশেখর ১০৮। রাঙামতী দেবী (চন্দ্রশেখর রাজার রাণী। চন্দ্রশেখর অল্প দিন রাজত্ব করিয়াই সদ্গতি হইয়াছেন। তখন রাণী গর্ভাবতী ছিলেন। "মল্লরাজ" বলিয়া চন্দ্রশেখরের এক পুত্রের জন্ম হয়। ভাবী রাজা নাবালক মল্লরাজের পরিবর্ত্তে রাণী রাঙামতী রাজ্য শাসন করেন এবং নিজের নামানুসারে রাজ্যের "নাম রাঙামাটী" বলিয়া রাখিলেন) ১০৯ মল্লরাজ ১১০। সৌম্যকান্ত ১১১। সুমঙ্গ ১১২। সুনন্দ ১১৩ হেমচন্দ্র ১১৪। সুচক্র ১১৫। কুবলাশ্ব ১১৬। সীরধ্বজ ১১৭। বলভদ্র ১১৮। শ্রুতঞ্জয় ১১৯। সুচী ১২০। ধর্ম্মনন্দ ১২১। ধীরজিৎ ১২২। কৃতঞ্জয় ১২৩। অরিঞ্জয় ১২৪। স্বর্ণরোমা ১২৫। স্বর্ণপতি [স্বর্ণপতির রাঙা মাটীর শেষ রাজা। স্বর্ণরোমা রাজার দুই পুত্র—স্বর্ণপতি ও ধনপতি। স্বর্ণপতি রাজা হওয়ার সময় ধনপতি যুবরাজ ছিলেন। পিতা পিতামহাদির সময় হইতে মুসলমান বাদশাহের ঘন ঘন আক্রমণে রাজ্য ক্রমে ক্রমে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শেষাস্ত রাজা স্বর্ণপতি কোনদিকে

নিলীন হইয়াছেন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না। জনশ্রুতি মতে গিয়াছে যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলের দিকে গিয়া বসবাস করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] অনেকটা সাদৃশ্য রাখিত হইতেছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবরাজ ধনপতিও অনেক জন-পন সাঙ্গো-পাঙ্গো নিয়া মণিপুরে গিয়া বসবাস করিয়াছেন। সেই সময় মণিপুরে মৈতৈ রাজা "গরীব নিওয়াজে বা পাম হৈবাম" প্রধান, ক্ষমুল লৈপাকে (লৈপাকে অর্থ মাটিতে বা রাজ্যে) বভ্রুবাহনের বংশধর ক্ষমুল রাজবংশীয় বিষ্ণুপ্রিয়ার রাজা "মৈমু চোংথালপা" রাজত্ব করিয়াছিলেন। গরীব নিওয়াজের রাজত্বকাল ১৭১৪ ৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত। ১২৬। ধনপতি (মণিপুরের যে জায়গাতে বসবাস করিয়াছিলেন; সেই স্থানের নাম মেইরাং উম্পাল বেঙ্গুল"। বর্তমান ইম্ফাল সহর হইতে ১৪ চৌদ্দ মাইল দক্ষিণে "তুরেল অচৌবা" নামক নদীর তীরে। রাজ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় রাজা উপাধি লুপ্ত হইল, তবে তিনি মণিপুরের একটা গ্রামের খুল্লাকপা অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা হইয়া ছিলেন। তাহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ রাজ বংশীয় রাজ পুত্র বলিয়াই পরিগণিত হইল]। ১২৭। রাজ গোপাল [অওয়ার বা ব্রহ্মদেশীয়দের ভাগনের সময় কাছাড় সিলেট অঞ্চলের দিকে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন]। ১২৮। ধনহরি ১২৯। শ্রীদানন্দ ১৩০। মেঘনাদ ১৩১। কৃষ্ণ ১৩২। অচৌবা ১৩৩। রাজবাবু ১৩৪। রাধা রমণ ১৩৫। রথীন্দ্র নারায়ণ [বর্ত্তমানে এখানেই সীমাবদ্ধ ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ]॥

শেষাংশে বংশাবলী কিছু বিস্তৃত এবং তাঁহাদের বাসস্থান লিখিলাম। নং ইন্দ্রানন্দের তিন জন পুত্র :—(১) মেঘনাদ, কাছাড় জেলাস্থ শিলচর মহকুমার অন্তর্গত ভজন্তিপুর (কচুধরম)। (২) আবুংসৌ, (৩) ধলা- গিরি; পাকিস্তান শ্রীহট্ট জেলাস্থ সুনাম গঞ্জের চণ্ডীপুর।

(১) মেঘনাদের তিন জন পুত্র :— কৃষ্ণ, গোষ্ঠ, লৌন। গোষ্ঠের বংশ নাই।

(২) আবুংসৌর তিন জন পুত্র :— ধবলগিরি, হবাগিরি, সেনাপতি ধবলগিরি ও হবাগিরির বংশ নাই।

(৩) ধলাগিরির তিন জন পুত্র :— ছনাবলী, পুতুলগিরি, গোপাল গিরি। একজনেরও বংশ নাই।

কৃষ্ণের চারিজন পুত্র :— আচৌবা মানসিং বা লালপাতা, ধন, মনীন্দ্র বা আক্রর।

লৌনের তিন জন পুত্র :— বাবুচাঁদ, শুক, সেনাচাউবা। বাবুচাঁদের বংশ নাই।

সেনাপতির সাতজন পুত্র :— রাজধন, নিংথৌ, থোইতং, বাবু, অকুলাবা তুম্বা, আঙৌ। রাজধন ভিন্ন বাকী কনিষ্ঠ ছয়জনের বংশ নাই।

আচৌবার দুইজন পুত্র :— রাজবাবু ও মোহনধন। মোহন ধনের বংশ নাই

লালপাতার তিন জন পুত্র :— সাজৌবা বাবুলাল, হেমন্ত। সাজৌবা ও বাবুলালের বংশ নাই। স্থানান্তরিত হইয়া ত্রিপুরা জেলাস্থ কল্যাণপুরে বসবাস করিয়াছিলেন। ত্রিপুর রাজ বীর চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ও তৎপুত্র বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর স্বগোত্রীয় রাজবংশধর বলিয়া প্রতিবৎসর খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতঃ সম্মান প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। বলা বাহুল্য বৃটীশ আমলের সময় তিনি পূর্ব্বাপর ধর্ম্ম রক্ষার্থে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী সমাজের জাতীয়ত্ব কয়েকটি হিতকর কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ধনর দুইজন পুত্র :— সেনাইজীৎ, ফলসেনা বা নট কিঙ্করজীৎ সেনাইজীতের বংশ নাই। কাছাড় জেলাস্থ করিমগঞ্জের সিঙ্গালায় (দলিবিল)।

মনীন্দ্র বা আক্রূরের একজন পুত্র :— বরাচাউবা।

শুকর চারিজন পুত্র :— চাউবাহান, ধনজীৎ, কালাসেনা, আবিরসেনা। ইনি মণিপুরী সমাজের একজন সুবাদক (মৃদঙ্গের) ওঝা ছিলেন।

সেনাচাউবার দুইজন পুত্র :— তাম্ফাসেনা, আতলসেনা।

রাজধনর একজন পুত্র :— লক্ষীকান্ত (শ্রীহট্ট-চণ্ডীপুরে)।

রাজবাবুর চারিজন পুত্র :— রাধারমণ, রাজেন্দ্র, জগদীশ বা ধলা, সুধাংশু।

হেমন্তর একজন পুত্র :— কুলচন্দ্র। কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমাস্থ নরসিংহপুর (বেকীরপার)

ফলাসেনা বা নট কিঙ্করজীতের দুইজন পুত্র :— বিক্রমজীৎ, সুনির্ম্মল। ইনি মণিপুরী সমাজের একজন সুগায়ক। ত্রিপুররাজ কর্ত্তৃক " নট কিঙ্কর " উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ত্রিপুরা জেলাস্থ কৈলা সহরের গোলধারপুর গ্রাম।

রবাচাউবার দুইজন পুত্র :— ধীরেন্দ্র, হরিকান্ত। কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমাস্থ ভজন্তিপুর (কচুধরম)।

চাউবাহানের একজন পুত্র :— কৃষ্ণপ্রসাদ। কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমাস্থ ভজন্তিপুর (কালাঞ্জর)।

ধনজীতের তিনজন পুত্র :— সত্যব্রত, হরিব্রত, দেবব্রত।

কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমাস্থ ভজান্তপুর (কালাঞ্জর)।

কালাসেনার দুইজন পুত্র :— মধুসূদন, সুদেব। কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমাস্থ ভজন্তীপুর (কালাঞ্জর)।

আবিরসেনা :— বংশ পুত্রাদি নাই। ইনি শিলচর হাঁসপাতালের একজন পরিবেশনকারী ডাক্তার। কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমাস্থ ভজন্তিপুর (কালাঞ্জর)।

ভাস্করসেনার পাঁচজন পুত্র :— নরজীৎ, ধনেশ্বর, নিখিলচন্দ্র, বিদ্যাপতি, হরিদাস। কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমাস্থ ভজন্তিপুর (কালাঞ্জর)।

আতলসেনা—বংশ পুত্রাদি নাই। ইনি মণিপুরী সংকীর্ত্তনের একজন গায়ক। কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমাস্থ ভজন্তিপুর (কালাঞ্জর)।

লক্ষীকান্ত বংশ পুত্রাদি নাই। পাকিস্থান শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমাস্থ চণ্ডীপুর।

রাধারমণের একজন পুত্র :— রথীন্দ্র নারায়ণ। ইনি ভজন্তি-পুর গাঁও পঞ্চায়েতের একজন সেক্রেটারী। কাছাড় জেলার শিলচর মহকুমাস্থ ভজন্তিপুর (কচুধরম)।

রাজেন্দ্রের দুইজন পুত্র :— প্রতাপ, পরিতোষ। ইনি নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের একজন শিক্ষক। কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমাস্থ সিঙ্গালায় (বেথুবাড়ী)।

জগদীশ বা ধলার দুইজন পুত্র :— নির্ম্মল, বিমল। কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমাস্থ সিঙ্গালায় (দলিবিল)।

সুধাংশু—বংশ পুত্রাদি নাই। কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমাস্থ পাথারকান্দি।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ।।। সন ১৩৬৭ বাংলা।

চন্দ্রবংশ—মেয়াংনিংথৌ বা কৈরেংখুল্লাকপা ধনপতি রাজপুত্রের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় মণিপুরী জাতীর জন্মভূমি মণিপুর রাজ্য অবস্থিত। পশ্চিমাঞ্চল সারস্বত হস্তিনাতে (বর্ত্তমান দিল্লী পাঞ্জাব অঞ্চল) ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ চন্দ্র বংশীয় বৈয়াঘ্র গোত্রজ আর্য্য ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কুলজ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন, শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় সখা। পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী সহ স্বর্গারোহন সময়ে অর্জ্জুন পৌত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যাভিষেক করতঃ হস্তিনার সিংহাসন প্রদত্ত করিয়া যান। পরীক্ষিতের পর তাঁহার বংশধর বংশাবলী অনেক রাজা হস্তিনাতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। "ভবিষ্য ও বায়ু পুরাণে" উল্লেখ আছে যে, হস্তিনার শেষ রাজবংশীগণ রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে "রাঙামাটী" নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন ক্রমে বসবাস করিয়াছিলেন বলিয়া "বাঙ্গালার রাজৈতিহাসিক সিরিজ" গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষিতের পরবর্ত্তী রাজগণ শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় সখা অর্জ্জুণের বংশজাত বলিয়া "বিষ্ণুপ্রিয়া" নামেও অভিহিত ছিলেন।

মণিপুরের অধিবাসিগণ আবহকাল হইতে বর্তমান পর্য্যন্ত তাহাদের রাজ্যের বাহিরের অধিবাসীদিগকে "মেয়াং" বলে। এতদর্থে আর্য্য বংশজ ক্ষত্রিয় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনও "মেয়াং" নামে অভিহিত। রাঙ্গামাটীর রাজপুত্র সাঙ্গে পাঙ্গো নিয়া যখন মণিপুরে স্থায়ী বসতি হইলেন, তখন মণিপুরী জাতি বলিয়া অভিহিত হইল—মণিপুর জন্মভূমি বলিয়া নয়। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ দিগের আদিম জন্মভূমি হইল—আর্য্যদের বসতি পশ্চিমাঞ্চল হস্তিনা নগরে। মণিপুরের বাহিরের বঙ্গদেশ হইতে আগত বলিয়া মণিপুর বাসিন্দারা তাঁহাকে "মেয়াং নিংথৌ" (নিংথৌ অর্থ রাজা) ও সাঙ্গো-পাঙ্গোদেরে "মেয়াং মণিপুরী" বলিয়া অভিহিত করিলেন। মণিপুরে তাঁহার বসতিকাল ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে। মণিপুরের যে জায়গাতে তিনি বসবাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম "মেয়াং ইম্ফাল বেসুল"—বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

মেয়াং নিংথৌকে মণিপুর বাসীরা "খ্বাইরাকপা বা কৈরেং খুল্লাকপা নিংথৌ মচাও" (নিংথৌমচা অর্থ রাজপুত্র) বলিয়া থাকে। খ্বাইরাকপা বা কৈরেং খুল্লাকপা মণিপুরী ভাষার অন্তর্গত শব্দ। তিনি সাঙ্গো-পাঙ্গোদের সহিত কথা কহিবার জন্য মণিপুরী ও বাঙ্গালা ভাষা মিলাইয়া—মণিপুরে যে একটা ভাষা আবিষ্কার ও প্রচলিত করিয়া ছিলেন—সেই ভাষাটি—"কৈরেংখুল্লাকপা বা বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা" বলিয়া খ্যাত। উপরোক্ত মণিপুরী জাতীয় "জাগরণ" পত্রিকার ৩১১৩১২ পৃষ্ঠাতে কাছাড় পাথারকান্দি নিবাসী ঐতিহাসিক ৺মহেন্দ্র কুমার সিংহ বি, এ, বি, টি মহাশয়ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাটি—মেয়াং নিংথৌ বা কৈরেং-

খুল্লাকপা রাজ পুত্রের আবিষ্কার ও প্রচারিত বলিয়া প্রমাণ সহ স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন।

মেয়াং মণিপুরী নামে আখ্যা প্রাপ্ত অধিবাসীদের আবিষ্কৃত ও প্রচারিত ভাষাটিকে ইতিহাস লেখক গ্রন্থ কারেরা প্রাচীন আর্য্যদের কথ্যভাষা সংস্কৃত হইতে জাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ববিদ ডেণ্টন সাহেব যে সময় মণিপুরে গিয়াছিলেন, রাজা গরীব নিওয়াজের পরবর্ত্তী কালে) সেই সময় শুনিয়া ছিলেন একটি ভাষা—মণিপুরের বর্ত্তমান অধিবাসীদের মধ্যে মেয়াং বলিয়া এক মণিপুরী জাত আছে। ইহারা সংস্কৃত হইতে জাত এক ভাষা আলাপ করে।

There are a part of Manipuri in Manipur Called Mayang who speak by a kind of languages comes from Sanskrit language.

কাছাড়ের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে (মণিপুরের জাতি বিবরণ সহ) শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র গুহ বি, এ প্রণীত ইতিহাসের "মইয়াং উপকথা" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফে লিখিয়াছেন—মইয়াং মণিপুরীগণের ভাষা ও স্বাভাবিক বুদ্ধির কথা আলোচনা করিলে মনে হয়, ইহারা আর্য্য সংমিশ্রণে উৎপন্ন। আর্য্যগণের ন্যায় তীক্ষ্ণ—বুদ্ধি-বৃত্তির নিদর্শন স্বরূপ একটি "মইয়াং উপকথা" প্রদত্ত হইল।

মণিপুরের সভ্যতা শিক্ষাতে অর্থাৎ কৃষিকর্ম্ম কাপড় পরিধানের উন্নত প্রথা, তাম্বুল ব্যবহার, চন্দনের ব্যবহার, ধূমপানের উন্নত প্রণালী।

ইত্যাদি নানা বিষয়ে মেয়াং নিংথৌবা কৈরেং খুল্লাকপা রাজ পুত্রের প্রভাব খুব বেশীছিল। কৃষি কর্ম্মে রোপিত ধান্য মৃত প্রায় হইয়াছে দেখিয়া মণিপুর শাসক মহারাজা তাঁহাকে জেলে পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিয়া ছিলেন। পরে রোপিত ধানগুলি জীবিত হইয়া সবুজ বর্ণ ধারণ করিলে তিনি জেল হইতে মুক্তি হন।

মণিপুরে মেয়াং নিংথৌ বা কৈরেং খুল্লাকপা রাজ পুত্রের বসতি সময়ে অনাবৃষ্টি হেতু বৃষ্টি বর্ষণের জন্য মেয়াং মণিপুরী মেয়েদের রচিত কৈরেং খুল্লাকপা বা বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষার একটি গান ও অন্যান্য আরও কয়েকটি গান এবং খেলার ছড়া নিম্নে লিখিত হইল :—

বৃষ্টি বর্ষণের গান

(১) ক্ষমুলে মাটী ছকেইল — লৈপাক পুঙো কইল।
ছড়ালেলতে বাজারো — লৈপাক পুঙো কইল॥
বরণ দে দো রাজা — বরণ দে দৌরাজা।
লৈপ কে মাথঙে মারা — পইমুয়ে জাঙাল দিল॥
চিংখোং কালা কইল — মোইরাঙে লেইবীর তলে ছমা।
বরন দে দোরাজা — বরণ দে দোরাজা॥
চহা জুড়া বাধ উয়ালপা — খুপ লামবেল ইল।
অসি লোদি করিনো — খুনো পামফেল্ লৌনে॥
বরণ দে দোরাজা — বরণ দে দোরাজা।
মোইরাং লাম্ব লৌতলে — খুতনা ফংবা লৌনে॥
লেই নাংখো — নংনা হইবা মালে।
বরণ দে দোরাজা — বরণ দে দোরাজা॥

ভাবার্থ :— উপরোক্ত গানের ভাবার্থ হইল — ধনপতি কৈরেং খুল্লাকপা রাজপুত্র ক্ষমুল রাজ্যের এলাকায় বসবাস করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষমুলে মাটী বলা হইয়াছে। অনাবৃষ্টি হেতু বিশেষ একটা খরা হইয়া মাটী, ধান-পাতা, বৃক্ষাদি শুকাইয়া একেবারে সাদাবর্ণ হইয়াছিল ও দুর্ভিক্ষের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। এরূপ খরা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বা ১১৭৬ সালে ইতিহাস প্রসিদ্ধ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" যুগে হইয়াছিল। মণিপুরে মেয়াং নিংথৌ বা কৈরেং খুল্লাকপা রাজ পুত্রের বসতি কাল ও ঠিক সেই সময়ে। শ্রীবিষ্ণুর ও ছড়ালেল অর্থাৎ ইন্দ্রদেবতার পূজা দিয়া

মেয়ে সম্প্রদায় দলে দলে গান গাহিয়াছিল ও অবিরল ধারায় বৃষ্টিপাত হইয়াছিল বলিয়া ঐ গানই পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে প্রসিদ্ধ আছে। এরূপ প্রথা বর্ত্তমানেও মণিপুরীতে প্রচলিত আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা পূর্ণ আবিষ্কার না হইতেই গানটি রচিত হওয়ায় মণিপুরের প্রাচীনতম মাতৃভাষার মণিপুরী শব্দ প্রবেশ করাতে গানের শব্দগুলি দো-ভাষুয়া হইয়াছে।

(২) নত্তিয়া আলি লইল —পড়িয়ানি লালইবগা দেহ।
ও বাট্টি আলি কারিরি—মাঝে থং নেমে॥
মুঠি মুকেইয়া চৈলত্তা—মাঝে চাংনিঙে।
চৌলর চাপল বুজ—লোরু ফাম্‌তে হেল॥
ত্তিংলা সাংকেইর তলে—উয়াদে মাদই।
ঙেইথং য়ারির জিলকে—হইথঙে তুলা ধুনিরীয়॥
সেনা কাংথল সাদনা মোইবাঙে পাক্তি বলিরীয়॥

(৩) ও হরিয় রাম লেইটে লুত্তে—কোঙগই পিত্ত করে।
লেইমেল মানা মুংসিপা—ধনুল লয়া বেণুব অ তে দিল॥
ফিজাপি ফিজাপি - মাদই উয়াং থেলে।
মাদইর উয়াং থেলেত্তে—হনাং লাংচাক বেড়র জালাত থইল॥
ও ফিজাপি না লাংজাপী—হেইত্ত বৈরেহ।
আত্তেং আরাং লেললুপী—খঞ্জনী রেহ॥
ও লেইমেল পারা বাইয় —হৌকার আতে থইল।
আতিয়া এইসাক চড়িয়া —কমুল নিংথো ওয়ারেয়ে চোনা॥
কণ্ডিয়াংপার বাড়ীত—ইঙেলেইয়ে—ঝাড়ে মাপাল ফারে।
কেকে মোইরাং সাকাকা —সেনারেই পিদিয়া—থংপাল ফিরণ দেগা॥

(৪) ও কদম জারব তলেত্তে—হরিয় রামে হ।
আতে সোনার বাঁশীল—শ্রীয় রামে—গুরু লেহাত ধইল॥
বন্দ্ব নাদে জেইরীপা —ধনের কৈরেংঙেরে।
কচুর পাতায় না বাঁধের—লিকলার সেনা মেইচা মরে॥

(৫ ও রাজার চেরৌ লুম্‌পাক—হয়ে তাছিং সুপ্পা হয়ে লাছিং সুপ্পা।
চিংকাকু হেল—তোমারে থাপা—আমারে থাপা—তাহৌ-
নায়পা — চিঙারেই নাম্‌পা— গিরি ঘরেহ॥
এই হেং মিত্তেই নৈমা—কেইহ সেনা নিংথি লাংথারেই চোনা।

ও চেরো রাজা—নিংথৌ আর,—সেনা সাকপা—খেলা
খানিত জরম।

লেয় নিংথৌ—আরঙেরে,—প্রিয় চংনাম,—অইবাং মাদইর ঘরে।
পাথাং নিংথৌর ঘরে—লেইমানেই—অনুরাকপা ঘরে।
অনুরাকপা ঘরে—রাজায় থইল—নৈরী তমালরে।
ছিলং লালংঙে—ছিলরে ছড়া—গঙ্গায় লালইরী।
না জেইগা ঘাটে—বুলিয়া হ।
কাবংগ নৈমাই—ধরিয়া খামেয়া থইল।
দংশে চারিয় চিলাল—পাথাংপায়—বারিয় না দিল।
অরের পাথাং—হয়ে কণ্ডালা—হইরৌতিতে—থয়ে অয়াম্ পা।
উনামে সাংকেইর—উকামে—কালি কাকা—জাংগা না বুলে।
কালি কাকা—জাংগা না বুল্লে—সইরং পিদিয়া ছড়া লালইলে।

ছেলে মেয়েদের খেলার ছড়া।

(১) হা, হাড়ুবি—হা, হই—মোইরাং সাধুবি—হা, হই।
কাকা কারি পৌনে—নাচা কাগে,—নাম লোগে,—লৌফারই।
কনাগি মচানো—নিংথোগী মচানে—চাগে—চফারই।
নাম লোগে—লৌফারই—তরূপা হবা—কেইগা রংগে।
মাংকরে খাবা—সিয়াও—সিয়াও।
হচুরি কাপা—লৌসিং কাপা—মত্ত মত্ত—সারিছ—হা, হই।

[২] তেং তেং তেঙাইনু—অসিনা নেত্তে—পেনাতল।
লেইশা পুতি লামবেল থং—লামবেল ফত্তে—হেইরাং
থং তেং সুবায় পেয়েৎ।

[৩] পানি খেনুজং—না খেনুজং—খেনজগে না—খেনুজং।
মোইরাং খবা কানাছে—সারি খবা সেরেৎ।
কেকে মোইরাং—থোইবীর—হরিয় রায় খেনুজংনা—নাখেনুজং

[মেয়াং মণিপুরী মেয়েদের রচিত এরূপ গান ও খেলার ছড়া আরো বহুতর আছে। এ স্থলে কলেবর বৃদ্ধি হয় বলিয়া আর লিখিলাম না]॥

আর বিশেষ আবশ্যক নাই—মেয়াং নিংথৌ বা কৈরেংথুলাকপা রাজপুত্র "ধনপতি" চন্দ্র বংশীয়, বৈয়াঘ্র গোত্রীয় আর্য্য পরীক্ষিতের বংশজ বিষ্ণুপ্রিয়া ক্ষত্রিয় মণিপুরী এবং অনুগত বৈয়াঘ্র গোত্রীয় মেয়াং মণি

অধিবাসিগণও তাঁহার ই বংশধর বলিয়া পরিগণিত। আরাধ্য শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহ" পূজক ব্রাহ্মণের নাম বেদান্ত তীর্থ বঙ্কবিহারী অধিকারী। সুতরাং বৈয়াঘ্র গোত্রীয়দের আদি পুরোহিত ও দীক্ষা গুরু অধিকারী বংশের ব্রাহ্মণ॥

ধনপতি রাজপুত্রের অনুগত বৈয়াঘ্র গোত্রীয়

৬৪ চৌষট্টি লকৈ বা গোষ্ঠীর নাম।

১। কৈরেং খুল্লাকপা ২। কৈফাখুল্লাকপা ৩। হিয়াংপা ৪। মেরুপা ৫। তেকপা লোলকপা ৬। আপেং য়াজা ৭। পারুগ ৮। য়েনথকপা ৯। বলচিং খুল্লাকপা ১০। শঙা ১১। লেংথঙা ১২। খুইরাকপা ১৩। মৈচিগো ১৪। ধুন্নকগো ১৫। মুমুগো ১৬। খেরুগো ১৭। অঙেই গো ১৮। ভুইসিগো ১৯। বরাগো ২০। অশোকগো ২১। কনচেঙগো ২২। থম্পা ২৩। নিংথৌচা ২৪। মুংকৈগো ২৫। থঙিলগো ২৬। বেরাগো ২৭। বেদাগো ২৮। খনিলগো ২৯। দুঃখীগো ৩০। দাসগো ৩১। খমা ৩২। ডাকলা ৩৩। নঙা ৩৪। পারিগো ৩৫। লেঙা ৩৬। আরিগো ৩৭। কোরাকীগো ৩৮। খানিংগো ৩৯। পয়াংগো ৪০। মেরুগো ৪১। মিয়াং আলালপা ৪২। মেইপাগো ৪৩। লুরাগো ৪৪। ছাড়াগো ৪৫। পাহারাগো ৪৬। বেবাগো ৪৭। মাদইগো ৪৮। মালিনগো ৪৯। থাংখাকপা ৫০। থরগো ৫১। চুচুগো ৫২। লেইমাগো ৫৩। সৌরাগো ৫৪। নাঙা ৫৫। মন্নাংগো ৫৬। পালিংগো ৫৭। কাকচোংগো ৫৮। পাহারীগো ৫৯। পাহিরাগো ৬০। ডেম্মুংপা ৬১। লিংখাতপা ৬২। চেরুকা ৬৩। তোকচাগো ৬৪। পামিলগো। মেয়াং নিংথৌ বা কৈরেংখুল্লাকপা ধনপতি রাজপুত্র উপরোক্ত ৬৪ চৌষট্টি লকৈর বা গোষ্ঠীর মালিক অর্থাৎ রাজা। তাঁহারই বংশধর মণিপুরী সংকীর্ত্তনের সুগায়ক শ্রীনটকিঙ্করজীৎ সিংহ রাজকুমার ওঝা মহাশয় লকৈ বা গোষ্ঠীগুলির নাম প্রদত্ত করিয়াছেন॥

খাম্বা ও থোইবির অটল প্রেম কাহিনী।

মোইরাংঙের রাজা চিংখুং তেল হেইবা নিঃসন্তান ছিলেন তাঁহার ভাই যুবরাজ চিংখুং আখুবার থোইবী নৈমা নামে এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কমুল রাজপুত্র হাউরমজোলের অত্যাচারে তাঁহার ভাই

চাউরময়াইমা মোইরাঙে পলাইয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া তিনি সেইস্থানের দুইটী মেয়ের পাণি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম পারেম্বা। পারেম্বার বড়ছেলে পুরেম্বার ঔরসে প্রথমে জন্মিল একটি মেয়ে, তাহারপর একটি ছেলে। মেয়েটির নাম খামনু আর ছেলেটির নাম খাম্বা।

একদিন রাজা চিঙুং তেল হেইবা নিবিড় জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছেন। এমন সময় পাঁচটা বাঘ আসিয়া তাঁহাকে তাড়া করিল, সঙ্গের লোকজন পলাইয়া গেল। শুধু পুরেম্বা এই বিপদের সময় রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তীক্ষ্ণ-ধার বর্শার আঘাতে কয়েকটা বাঘ মারিয়া তিনি রাজার প্রাণ রক্ষা করিলেন। রাজা তাহার উপর ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। এখন তাহাকে খুসী করা চাইতো! তাহাকে কি দেওয়া যায়? তাহার নিজেরতো কোন মেয়ে ছিল না। তাই তিনি নিজের পাটরাণীকেই একেবারে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া তাহাকে দিয়া দিলেন, আর রাজ সভায় তাহাকে আনিয়া উচ্চ রাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু পুরেম্বার অদৃষ্টে এই রাজ সমাদর বেশ দিন সহিল না। দিন কতেক পরেই তিনি মারা গেলেন, তাহার পত্নী চিতায় আরোহণ করিয়া অনুমৃতা হইলেন।

বাপ-মা মারা যাওয়ার পর ছেলে মেয়ে দুইটি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। সংসার চালাইবার ষোল আনা দায়িত্ব খামনুর ঘাড়ে পড়িল। খাম্বাকে বাড়ীতে রাখিয়া দূর গ্রামান্তরে ধান আনিতে চলিয়া যাইত। একদিন খামনু মোইরাঙের বাজারে ব্যবসা করিতে গিয়াছে, রাজ কুমারী থোইবী সেইদিন বাজারে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন। রাজ কুমারী খামনুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কেননা—এই মুখখানাতো তাহার পরিচিত নয়—খামনু ও এক পরমা সুন্দরী কন্যা। তিনি খুটিয়া খুটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের সকল কথা জানিয়া নিলেন। জন্ম-দুঃখী ভাইবোনের করুণ কাহিনী শুনিয়া করুণায় থোইবীর মন আর্দ্র হইয়া আসিল। তিনি তাহাকে খাবার কিনিয়া দিলেন, গয়না গাটিও প্রচুর দিলেন। দিন কতেক পরে থোইবীর সঙ্গে খামনুর আবার দেখা হইল রাজ কুমারী তাহাকে তাঁহার সঙ্গে-লোক্তাক হ্রদে মৎস্য শিকারে যাইতে অনুরোধ করিলেন। যুবরাজ যখন শুনিলেন যে রাজকন্যা

খোইবী আর তাহার সহচরীরা সকল লোক্তাকে মৎস্য শিকার করিতে যাইবে, তখন তিনি রাজ্যময় ঢেঁটরা পিটিয়া জানাইয়া দিলেন, কোন পুরুষ যেন সেদিন লোক্তাকের চতুঃসীমানার মধ্যে না যায়। থাম্বাকে এই কথা বলিয়া খামনু তাহাকে একলা বাড়ীতে রাখিয়া লোক্তাকে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে থাম্বা ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে যেন স্বপ্নে দেখিল যেন প্রভু "থাংজিং" তাহাকে লোক্তাকে যাইবার জন্য প্রত্যাদেশ করিতেছেন। ধর মর করিয়া ঘুম হইতে উঠিয়া সে লোক্তাকের দিকে রওয়ানা হইল। হ্রদের তীরে পৌছিয়া দেখিল, ঘাটে একটি নৌকা বাঁধা আছে। হ্রদের বুকে নৌকা বাহিয়া সে চলিতে লাগিল। হঠাৎ সোঁ সোঁ করিয়া প্রচণ্ড ঝড়, মেঘের ঘোমটায় পাহাড়ের মুখ ঢাকিয়া গেল। ঝড়ের বেগে নৌকাখানা যদৃচ্ছাক্রমে চলিতে লাগিল। অবশেষে হ্রদতটে খোইবী আর খামনু যেখানে দাঁড়াইয়া মাছ ধরিতেছিল, সে জায়গার নিকটে একটি ভাসমান দ্বীপে আসিয়া আটক হইয়া পড়িল। খোইবী বিস্মিত হইয়া দেখেন — তাহার সম্মুখেই নৌকার উপর এক অনিন্দ্য সুন্দর তরুণ কান্তি যুবক বসিয়া আছে। তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকে শৈল চুড়ায় অরুণোদয়ের আভাস। নব অরুণ রাগে অনুরঞ্জিত পূর্ব্বাচলের পরোভাগে মূর্ত্তিমতী ঊষসীর মত দাঁড়াইয়া অনবদ্যাঙ্গী খোইবী। প্রথম দৃষ্টিতেই থাম্বাও খোইবীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মিল। খামনুকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাজকন্যা জানিলেন যে, এই তরুণ কিশোর যুবক তাহার ভাই। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু তুমি শীঘ্র বাড়ীতে চলিয়া যাও। না হইলে তোমার বিপদ হইবে। কোন সাহসে তুমি রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ।" থাম্বা তাহার কথা মত— বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে রাজকন্যা ও খামনুর সঙ্গে তাহাদের কুটীরে আসিয়া হাজির। সেখানে মাটীতে বিছানো একখানা লাল কাপড়ে বসিয়া তাহাদের বাড়ী ঘরের এত তারিপ করিতে লাগিলেন যেন— তাহা রাজ প্রাসাদের চেয়েও সুন্দর। তাহার পর তাহাদের গৃহদেবতা ক্ষমুল পোক্পার সামনে হাটু গাড়িয়া বসিয়া উচ্চৈস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে দয়াময় ক্ষমুল পোক্পা! আমি এবাড়ীতে চিরতরে

থাকিতে চাই, আর কিছুর জন্য নয়, এ বাড়ীতে থাকিলে আমি যে রোজই তোমাকে পূজা করিতে পারিব।" তাহার প্রার্থনার রকম দেখিয়া খাম্বা হো হো করিয়া উঠিল। রাজকুমারী বলিলেন,—"হাসিওনা ক্ষনূল পে'কৃপা আমায় প্রার্থনা শুনিয়াছেন।" তার পর এক বাটীতে জলপূর্ণ করিয়া, তাহাতে সোনার চুড়ি খানিকক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া রাজকন্যা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে,—আজীবন তিনি খাম্বাকে ভাল বাসিবেন। খামনুকে তিনি বোন বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

খাম্বা অমিত বলশালী ছিল। কিছুদিন পরে রাজ সরকারে মল্লদের দলে গিয়া সে ভর্ত্তি হইল। মহামল্ল কুস্তীগীর কঙ্গিয়াম্বা প্রথম থাকিয়াই তাহাকে বিষ নজরে দেখিতে সুরু করিল। সামান্য দোষ ত্রুটী দেখিলেই সে তাহাকে তর্জ্জি করিতে থাকে। একদিন খাম্বা মনের আনন্দে গান গাহিতেছে, গানের কথায় মাঝে মাঝে রাজ কুমারী থোইবীর নামটা জুড়িয়া দিয়াছে। কঙ্গিয়াম্বা ত রাগে অস্থির, জিজ্ঞাসা করিল— "এরমানে?" মৃদু হাসিয়া চটপট খাম্বা জবাব দিল—"আরে, আমি টোইবী বলে আমাদের গ্রামের একটি মেয়ের কথা বলিতেছি, তাহার সঙ্গে আমার ভাব আছে কি না?" এই নিয়া তাহাদের দুইজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইল। খাম্বার নিকট কঙ্গিয়াম্বার চূড়ান্ত অপমান হইল। বাড়ীতে আসিয়া সে ঝাল ঝাড়িল স্ত্রীর উপরে। সে বেচারী যখন তাহার পা ধুইয়া দিবার জন্য জল নিয়া হাজির হইল তখন সে লোটার উপর এক প্রচণ্ড লাথি মারিল। সবটুকু জল পড়িয়া গেল।

কতকদিন পরে লোমচেল (দৌড়) সুরু হইল, আর কুস্তি প্রতিযোগিতা। ভিন্ন ভিন্ন দুই দলের নেতা খাম্বা আর কঙ্গিয়াম্বার মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবা মাত্রই খামনু খাম্বাকে উৎসাহ দিয়া চেঁচাইতে লাগিল, — জোরে, আরো জোরে ভাই! বাপের নাম রাখিতে হইবে।" প্রতিযোগিতায় খাম্বারই জিত হইল। রাজা তাহার উপর এতখুশী হইলেন যে একটি স্বর্ণ খচিত জামা তাহাকে দিয়া দিলেন, রাণী তাহাকে মূল্যবান বেশভূষা দিলেন আর পাত্র মিত্রেরা প্রচুর উপঢৌকন দিলেন। কুস্তি এবং অন্যান্য সবরকমের শারীরিক শক্তি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বীর হইল।

খাম্বার সুনাম আর প্রতিপত্তি দেখিয়া কঙ্গিয়াম্বা হিংসায় জলিতে

লাগিল। কিভাবে তাহার অনিষ্টাচরণ করা যায়, তাহই হইল তাহার একমাত্র চিন্তা। এই সময় একদিন তাহার নজরে পাড়ল—ক্ষমুল নামক স্থানের মেয়েরা মোইরাঙের নদীতে মাছ ধরিতেছে। তাহা দেখিয়া সে তাহাদেরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো ক্ষমুলের মেয়েরা! তোমরা কেন মোইরাঙের নদীতে মাছ ধরিতে আসিয়াছ? তোমাদের ইকপ আর ওয়াইথো নদীর জল কি শুকাইয়া গিয়াছে?" তাহার কথার জবাবে তাহারা বলিল—"নাগো তাহা নয়। কয়েকদিন ধরিয়া একটা বন্য ষাড় আসিয়া ওয়াইথু নদীর পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে ভারি উৎপাত সুরু করিতেছে। এরমধ্যে সে একটি লোককে মারিয়াও ফেলিয়াছে। তাই সেখানে মাছ ধরিতে যাইতে আমাদের সাহসে কোলাইতেছেনা।" এই কথা শুনিয়া তাহার মাথায় একটা—দুরভিসন্ধি আসিল। তখনই সে রাজার কাছে গিয়া হাজির—বলিল—মহারাজা প্রভু থাংজিং এর প্রত্যাদেশ আমি শুনিতে পাইয়াছি। তিনি আমাকে বলিলেন—বৎস তোমাদের কাছ থাকিয়া মাছ মাংস আমি প্রচুর পরিমাণেই পাইয়াছি, কিন্তু এত বৎসর ইকপ আর ওয়াইথো নদী তীরস্থ জঙ্গলে বিচরণ শীল প্রচণ্ড ষণ্ডটির সুস্বাদু মাংসের জন্য আমার রসনা দিয়া জল পড়িতেছে। আমার নোকর খাম্বাকে একথা বলিয়া ছিলাম, সে তো এই মুহূর্তেই ষাড়টাকে হত্যা করিতে রওয়ানা হইতে চায়। রাজা খাম্বাকে ডাকিয়া আনিয়া একথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বেমালুম অস্বীকার করিল। তখন কঙ্গিয়াম্বা তাহাকে জাত তুলিয়া, মিথ্যাবাদী ভীরু বলিয়া গালি দিল। খাম্বা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত অপমান বোধ করিল। রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল—"মহারাজ! থাংজিং এর আশীর্বাদে এখনই আমি সেই ষাড়টাকে জীয়ন্ত ধরিয়া নিয়া আসিব।" রাজা শুনিয়া ভারি খুসি শপথ বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—যদি বাস্তবিকই তুমি তাহা পার তাহা হইলে থোইবীকে তোমার হাতেই সপিয়া দিব।" রাজার শপথ শেষ হইলে—তাঁহার প্রতিজ্ঞার নিদর্শন স্বরূপ রাজ অমাত্য থংলেন "কাংলার" [দরবার গৃহের] দরজার মাথায় সাতটি চিহ্ন আঁকিলেন। মোইরাং থাকিয়া চর গিয়া ক্ষমুল রাজাকে এই সংবাদ দিল। যখন ক্ষমুল রাজা শুনিলেন যে, ষাড়টাকে যে মারিবে সে হইয়াছে তাঁহদেরই বংশের লোক তখন গর্ব্বে তাঁহার বুকফুলিয়া উঠিল। তাঁহার আদেশে নদীর পাড়ে তৈয়ার হইল—ক্ষমুল গোষ্টির

শত শো আর মোইরাং গোষ্ঠীর জন্য সাত শো মাচান।

পরদিন নদীতীরে বিরাট জনতা। খাম্বা ষাড়টার সঙ্গে লড়াই করিতে রওয়ানা হইবে এমন সময় খামন্থু তাহাকে বলিল—ভাই ? এই ষণ্ডটি এক সময় আমাদের পিতার গো-শালার গো-স্বামী ছিল। তাহার কাছে গিয়া কানে কানে আমাদের পিতৃ নাম উচ্চারণ করিও, আর তাহাকে এই রেশমের রজ্জুটি দেখাইও।

খাম্বা তখন ষাড়ের সন্ধানে ছোট একটি টিলার উপরে গিয়া উঠিল। ষাড়টা তাহাকে দেখিয়াই শিং উচাইয়া ছুটিয়া আসিল। খাম্বা তখন তাহার শিং দুইটি দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল, তারপর এক লাফে ষাড়টার ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিল; সঙ্গে সঙ্গে সে তাহাকে নিয়া জঙ্গলের ভিতরে ছুটিয়া দিল। জঙ্গলে ঢুকিয়াই খাম্বা ষাড়টার কানে কানে চুপি চুপি তাহার বাপের নাম বলিল আর তাহাকে সেই রেশমী রজ্জুটি দেখাইল। ষাড়টার তখন মনে পড়িল—তাহার প্রভুর নাম। রজ্জুটিকে দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল এবং নিজেই শিং দিয়া গলায় সেটাকে জড়িয়া নিল; তখন খাম্বা, যেখানে খামন্থু আর থোইবী দাঁড়াইয়াছিল, ষাড়টাকে সেখানে নিয়া হাজির। রাজা প্রীত হইয়া তাহাকে প্রচুর মণি-মাণিক্য, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি নানা উপঢৌকন দিলেন। পরদিন থাংজিং এর প্রীত্যার্থে ষাড়টাকে জীয়ন্ত অবস্থায় উৎসর্গ করা হইল। থাংজিং এর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের আয়োজন হইল। রাজা আর যুবরাজ মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। থাংজিং প্রভুর মহিমায় বন্য-ষাড়টা শান্ত-শিষ্ট নীরিহ সাধু স্বভাব অবলম্বন করিল। খাম্বা যখন যুবরাজের নিক্ষিপ্ত তীরগুলি কুড়াইয়া আনিবার জন্য দ্রুতবেগে ছুট দিয়াছে, তখন তিনি দেখেন যে খাম্বার গায়ে তাঁহারই সোনার কাজ করা কোর্ত্তাটি। থোইবী যে সেটি খাম্বাকে

দিয়াছে, যুবরাজ তাহাতো জানিতেন না। তিনি মনে করিলেন খাম্বা সেটা চুরি করিয়াছে। তাই তিনি তাহার উপর বেজায় চটিয়া গেলেন। খাম্বা যখন তাঁহার তীর কুড়াইয়া নিয়া আসিল, তখন তিনি রাগে তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। কঙ্গিয়াম্বা দেখিলেন—যুবরাজের প্রিয়পাত্র হইবার এই সুযোগ। চট্ পট্ ছোঁ মারিয়া সে খাম্বার হাত হইতে তীরগুলি কাড়িয়া নিয়া যুবরাজের পায়ের কাছে রাখিল। যুবরাজ তো মহা খুশী, বলিলেন—আমি তোমার হাতেই আমার মেয়ে থোইবীকে সম্প্রদান করিব। বিবাহের উপহারও কয়েক দিনের মধ্যেই পাঠাইয়া দিতেছি। তখন খাম্বার পিতৃ বন্ধু নোংথলবা বলিলেন—যুবরাজ! আপনার মেয়ে কি এমনই একটা উচা জিনিষ যে, যখন যাহাকে ইচ্ছা বিলাইয়া দিবেন?

খাম্বা যেদিন বন্য ষাড়টাকে ধরিয়া আনিয়াছিল, সেই দিন মহারাজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে থোইবীকে তিনি খাম্বার হস্তে সমর্পণ করিবেন। যুবরাজ বলিলেন—"তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমার কথা হইয়াছে—"যাকে বলে হাতীকা দাঁত-মরদকা বাত।" যাহা বলিয়াছি—বলিয়াইছি—এর আর নড় চড় নাই। আমার মেয়ে আমি কঙ্গিয়াম্বাকেই দিব। থোইবীর কানে যখন এই কথা গিয়া পৌঁছিল, তখন তিনি তাড়াতাড়ি খাম্বার কাছে গিয়া তাহাকে কতকগুলি ফল আনিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। খাম্বা তাহার নির্দেশ মত কতকগুলি ফল আনিয়া তাহার হাতে দিল। যুবরাজ মৃগয়া হইতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াই কোন রকম টক্ ফল আছে কি না জানিতে চাহিলে থোইবী বলিলেন—বাবা, তোমার জন্য আমি কতকগুলি ফল যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি। রাজা ফলগুলি খাইয়া খুব তৃপ্ত হইলেন, বলিলেন—"মা! এই ফলের নাম কি?" থোইবী

বলিল — "বাবা, এইগুলির নাম চা-কাউ আর এই গুলির নাম মা-কাউ।" রাজা বলিলেন ভারি অদ্ভুত নাম তো। এইগুলি আবার কোথা হইতে আনিলে ? থোইবী জবাব দিল —বাবা, এই গুলি কি ফল তুমি জান না ভারি আশ্চর্য্য তো ? তোমার জামাই খাম্বা যে ভেট পাঠাইয়াছে। এখন যুবরাজ মহা ফাপরে পড়িলেন। তিনি খাম্বার দেওয়া ফল খাইয়াছেন, এখন তো আর তাহাকে জামাই বলিয়া স্বীকার না করিবার উপায় নাই। রাগে অস্থির হইয়া তিনি কি যে করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; হাতের কাছে ছিল—রূপার হুকাটা। তাহাই তুলিয়া নিয়া তিনি থোইবীকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই থোইবী মূর্চ্ছা গেলেন। স্ত্রীলোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে লাইমারেন আর পান্থোইবী নামে উপদেবতা দুইটী তাহার উপর আসিয়া ভর করিয়াছে। তাহারা সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিল। ইহাতে যুবরাজ একদম হতভম্ব হইয়া গেলেন। তখন তিনি রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "উঠো মা! শীঘ্রই খাম্বার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়া তাহার ঘরে পাঠাইয়া দিব।" এই কথা শুনিবাই থোইবীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কয়েক দিন পরে একদিন রাস্তায় হঠাৎ খাম্বার সঙ্গে কঙ্গিয়াম্বার দেখা হইল। কঙ্গিয়াম্বা বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে তাহাকে শুধাইল,— কি হে, এখনো কি তুমি থোইবীকে বিবাহ করিবার আশা পোষণ করিয়াছ ? খাম্বা জবাব দিল,—নিশ্চয়ই জানিও কঙ্গিয়াম্বা! প্রাণ থাকিতে থোইবীর আশা আমি ছাড়িব না"। এমনি ভাবে কথায় কাটা কাটির সুরু হইল, তাহার পর প্রচণ্ড ঝগড়া। খাম্বা, কঙ্গিয়াম্বাকে এক ঝাপটায় মাটিতে ফেলিয়া তাহার পেটের উপর আচ্ছা করিয়া জেঁকে বসিয়া এমনই জোরে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল যে, কঙ্গিয়াম্বার লোক

জনেরা ছাড়িয়া না দিলে সে যাত্রা হয়তো তাহাকে মারিয়াই ফেলিত। সকলে মিলিয়া তখন তাহাকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল, তাহার কাপড়-চোপড় তাহারা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর এমনি করে বাঁধিল যে তাহার আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। এই সময় রাজ হস্তীর উপর চড়িয়া যুবরাজ সেখানে আসিয়া হাজির। খাম্বাকে দেখিয়াই তাঁহার মনে হিংস্র প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। দড়ি দিয়া খুব শক্ত করিয়া তাহাকে হাতীর পায়ের সঙ্গে বাঁধিবার হুকুম দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইলে হাতীটাকে অঙ্কুশ দিয়া তাড়না করা হইল। কিন্তু প্রভু থাং জং এর কি মহিমা! হাতীটা যে নড়তেই চায় না। ইহা দেখিয়া কঙ্গিরাম্বা বর্শাদিয়া তাহাকে সজোরে খোচা মারিল। হাতীটা তখন ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু খাম্বাকে সে প্রাণে মারিল না। এমনই ভাবে হস্তী—পদে—আবদ্ধ অবস্থায় খাম্বার সারারাত্রি কাটিল। সকালে তাহাকে নির্জীবের মতো দেখিয়া সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, খাম্বা মরিয়া গিয়াছে। তখন হাতীর শরীর থাকিয়া তাহার বাঁধন খুলিয়া তাহাকে অনতিদূরে জঙ্গলের ভিতর ফেলিয়া দিয়া সকলেই যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল।

এদিকে রাত্রিশেষে দেবী পান্থোইবী, থোইবীকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—"বাছা, তোমার বাবার হুকুমে তাঁহার লোক জনেরা যে তোমার খাম্বাকে সারারাত্রি হাতীব পায়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে জঙ্গলের ভিতর অনতিদূরে আধমরা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।" থোইবী এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলেন তাহার পর একটা ছুরি নিয়া ঘর থেকে বাহির হইলেন। জঙ্গলের ভিতরে ঘুরা ঘুরি করিতে করিতে অবশেষে দেখিতে পাইলেন—খাম্বা হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় অচেতনা হইয়া পড়িয়া আছে। ছুরি দিয়া দঁড়ির বাঁধন

কাটিয়া তিনি তাহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে খাম্বা চেতন লাভ করিয়া ফিরিয়া দেখে, মাথার কাছে তাহার প্রিয়তমা থোইবী বসিয়া আছে।

খাম্বার উপর এ অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাহার একান্ত হিতৈষী নোংথলবা ক্ষেপিয়া উঠিলেন। যুবরাজকে তিনি গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা প্রভু! জিজ্ঞাসা করি, মানুষের মরণ বাঁচনের কর্ত্তা কি ভগবান, না আপনি স্বয়ং?" যুবরাজ গম্ভীর ভাবে জবাব—"দিলেন আমি আমি হে! বুঝিলে নোংথল বা, তখন মাহারাজের কাছে গিয়া নালিশ জানাইলেন। তাহার অভিযোগ শুনিয়া মহারাজ—তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিলেন। যাহারা খাম্বার উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে তিনি কঠোর শাস্তি দিলেন। যুবরাজ স্বয়ং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু সাজা পাইলে কি হইবে? স্বভাব মরিলেও যায় না। যুবরাজ কারাগার থেকে মুক্তি পাইয়াই আবার স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার সকল রাগ থোইবীর উপর—কেননা সে-ই সকল অনিষ্টের মূল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন—"তোমার মতো অবাধ্য সন্তানের বাপ হওয়ার চেয়ে নিঃসন্তান হইয়া থাকা ঢের ভাল ছিল। এ জন্মে তোমার মুখ আমি আর দেখিতে চায় না। আজই তোমাকে আমি নির্ব্বাসনে পাঠাইব।" নফরকে ডাকিয়া যুবরাজ হুকুম দিলেন "যা এখনই এই আপদটাকে কবুতে নিয়া বিক্রয় করিয়া ফেল।" যুবরাজের আদেশে দাসী আসিয়া তখনই রাজ কন্যার অঙ্গ থেকে মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কার সব খুলিয়া নিয়া, তাহাকে একখানা মলিন ছিন্নবস্ত্র পরাইয়া দিল। ছিন্নবস্ত্র পরিহিতা থোইবী খাম্বার বাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তাহাকে বলিলেন—"ওগো! বাবা যে আজ আপদ বিদায় করিয়াছেন।

আমি দূরে সরিয়া না গেলে তোমারও যে আর বাঁচন নাই। রাজকন্যা আজ ক্রীত দাসী হইতে কবুতে চলিল। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইও না, আমার মন বলিতেছে—নিশ্চয় আবার আমাদের মিলন হইবে।"

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া বাপ-মাকে প্রণাম করিয়া রাজকন্যা ভিখারিণীর বেশে রাজপুরী ছাড়িয়া চলিলেন। করুণ দৃশ্যে রাজ্যময় কান্নার রোল উঠিল। রাজধানীর সামানা ছাড়িয়া আসিয়া দেখিলেন,—হন্ হন্ করিয়া খাম্বা ছুটিয়া আসিতেছে। পথের পাশে একটা গাছ তলায় রাজ কন্যা বসিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে খাম্বা তাহার পাশে আসিয়া উপবেশন করিল। দুই জনের চোখে অবিরাম অশ্রুধারা। পাহাড়িয়া পথে চলিবার সুবিধার জন্য খাম্বা একটি যষ্টি তাহাকে দিল। রাজকন্যা কিন্তু সেইটি রাস্তার পাশে মাটিতে পুতিয়া খাম্বাকে বলিলেন,—"যদি তোমার প্রতি আমার ভালবাসা অটুট থাকে, তাহা হইলে এই শুষ্ক যষ্টি একদিন পত্র-পুষ্পে মঞ্জুরিত হইয়া উঠিবে।" "প্রচুর অশ্রু বিসর্জন করিয়া একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যুবরাজের অনুচরটি রাজ কন্যাকে কবুতে নিয়া গিয়া "তামুরকৃপার" নিকট বিক্রী করিল। সেখানে গিয়া রাজ কন্যা মেছুনী আর কাঠ কুড়োনী হইলেন। বাজারে গিয়া তাঁহাকে মাছ বেচিতে হয় জঙ্গলের ভিতর থেকে কাঠের বোঝা কুড়িয়া আনিতে হয়। সারাদিন কাজ কর্ম্মে তাঁহার এক রকম দিন কাটিয়া যায়। কিন্তু রাত্রি হইলে খাম্বার কথা নিজের বাড়ী ঘরের কথা মনে পড়িয়া তাঁহার অশ্রুর বন্যা নামিত।

এদিকে ধীরে ধীরে যুবরাজের মন নরম হইয়া আসিল। হাজার হউক নিজের মেয়ে তো! মাস খানেক পরে তাহাকে ঘরে ফিরিয়া নিবার জন্য তিনি লোক পাঠাইলেন।

যে পথ দিয়া একদিন রাজকন্যা নির্ব্বাসনে গিয়া ছিলেন, সেই

পথদিয়া আবার ফিরিয়া রাজ্যে আসিতেছেন। রাজপুরীর কাছে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার নিজের হাতে পুতান সেই যষ্টিটি পত্র-পল্লব পুষ্পে সমাচ্ছন্ন হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এদিকে কঙ্গিয়াম্বা কিন্তু রাজ কুমারীর আগমণ বার্ত্তা জানিয়া সর্বাগ্রেই আসিয়া পথের পাশে ঘুপটী মেরে বসিয়াছিল। তাহার মতলবটা খুব সুবিধার নয়। পথি মধ্যেই দুইজনের দেখাদেখি হইল। কঙ্গিয়াম্বার স্ফুর্ত্তি দেখে কে? মহা উল্লসিত হইয়া পথের উপরেই তাহার সঙ্গের লাল কাপড়টি বিছাইয়া দিয়া থোইবীকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। থোইবী অনুরোধ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু উভয়ের মাঝখানে একটি ছোট কাটি কাছে রাখিয়া কাছথেকেও একটু খানি দূরত্বের সৃষ্টি করিয়া নিলেন। ধীরে ধীরে দুই জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা বেশ জ'ময়া উঠিল। কঙ্গিয়াম্বা তো অত্যোহ্লাদে ডগমগ। আকাশের চাঁদ যে বাস্তবিকই তাহার নাগালের মধ্যে আ'সিয়া পড়িয়াছে। থোইবী কঙ্গিয়াম্বাকে কিছু ফল আনিয়া দতে অনুরোধ করিলেন। ফল তো সামান্য জিনিষ—থোইবীর হুকুম পাইলে কঙ্গিয়াম্বা যে মাথায় করিয়া গোটা গন্ধ মাদনটাই নিয়া আসিতে পারে। তাড়াতাড়ি বাজার থেকে এক ঝুড়ি ফল নিয়া আনিয়া রাজ কন্যার সামনে রাখিল। আবদারের সুরে থোইবী তখন বলিলেন যে, তিনি তাহার টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুরীতে যাইতে চাহিলেন। অবশ্য তাহার বিনিময়ে তিনি তাহাকে তাঁহার বাবার পাঠানো ডুলিটা ব্যবহার করিতে দিবেন। তাই সই,—কঙ্গিয়াম্বা তাহাতে অরাজী হইল না তখন থোইবী ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন আর কঙ্গিয়াম্বা ডুলিতে করিয়া পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। রাজধানীর কাছে আসিয়াই রাজকন্যা প্রচণ্ড বেগে ঘোড়া সরাসরি বাবার বাড়ীর দিকে ছুটিয়া দিলেন। কঙ্গিয়াম্বা হতভম্ব হইয়া পথের পানে তাকাইয়া রহিল।

পরদিন এক বৃদ্ধা রাজার কাছে আসিয়া হাজির। বলিল,— "মহারাজ! আমাদের বাড়ীর কাছে জঙ্গলের ভিতর একটা বাঘ আসিয়া ভারি উৎপাত জুড়িয়া দিয়াছে। আপনি ইহার একটা বিহিত ব্যবস্থা করুন।" রাজা বলিলেন "বেশ কথা! যে এই বাঘ মারিতে পারিবে, সেই-ই হইবে থোইবীর স্বামী, তাহার হাতেই থোইবীকে সপিয়া দেওয়া যাইবে।"

কয়েক দিন পরে জঙ্গলের আশে-পাশে মাচান বাঁধা হইল। পাত্র মিত্র সহ রাজা আসিয়া মাচানে আসন গ্রহণ করিলেন। ধব ধবে সাদা কাপড় পরা অসংখ্য লোক সেখানে আসিয়া জমায়েৎ হইল। দুরের থেকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন এক খানা অনন্ত প্রসারিত শ্বেতবস্ত্র মাটীর উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। হঠাৎ অনতি দুরস্থ জঙ্গলের ভিতর বাঘের গর্জ্জন শোনা গেল। খাম্বা আর কঙ্গিয়াম্বা দুই জনেই জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়াই বাঘটাকে দেখিতে পাইল। পর পর দুইজনেই তাহার উপর দুইটি তীর নিক্ষেপ করিল। কিন্তু দুইটি তীরই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। হঠাৎ বাঘটা কঙ্গিয়াম্বার উপর প্রচণ্ড বিক্রমে লাফাইয়া পড়িয়া নখদন্তের আঘাতে তাহার দেহটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। বাঘটা যখন কঙ্গিয়াম্বাকে নিয়া পড়িয়াছে, তখন খাম্বা প্রাণ পণ শক্তিতে তাহার উপর আর একটা তীর ছুড়িল। সেই তীরের আঘাতে বাঘটা ঘায়েল হইয়া গুড়ি মুড়ি মেরে নিবিড় তর জঙ্গলের ভিতর গিয়া ঢুকিতে লাগিল। খাম্বা তাহার অনুসরণ করিল। আবার সে তার ব্যাধিত মুখ গহ্বরের ভিতর তীর ছুড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটা মুখ থুবড়ে মাটীতে পড়িয়া গেল, আর উঠিল না। খাম্বা তখন সেটাকে জঙ্গলের ভিতর হ'তে টানিয়া আনিয়া, মাচার উপর উপবিষ্ট রাজার কাছে নিয়া আসিল। খাম্বার বীরত্ব দেখিয়া রাজার আনন্দ ধরেনা। তিনি তাহাকে অনেক

মহার্ঘ জিনিষ উপহার দিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে নিঃসম্বল খাম্বা একটা লবণ-কূপের মালিক হইল। মহারাজা রাজ্যময় জানাইয়া দিলেন যে এখন হইতে সকলেই যেন তাহাকে "পুনরাম্বা" বলিয়া ডাকে।

তাহার পর খুব জাক জমকের সঙ্গে খাম্বা আর থোইবীর বিবাহ হইল। বীরের কণ্ঠেই রাজকন্যা বরমালা দিলেন। কিছুদিন পরে খামনুরও বিবাহ হইল। সে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গেল।

এমনিভাবে দিন যায় কে না জানে হঠাৎ একদিন খাম্বার মনে থোইবীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইল। মনে হইল সে তাহার সঙ্গে প্রতারণা করিতেছে। তাহার ভালবাসা হয়তো শুধুই ভান! তাহার প্রতি থোইবীর একনিষ্ঠতা আছে কিনা—তাহা যাচাই করিয়া নিবার জন্য সে মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিল। একদিন গভীর রাত্রে সে বাহির হইতে ঘরের বেড়ার ভিতর দিয়া একটা লাঠি ঢুকাইয়া দিল। থোইবী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিলেন—"আমি সতী মেয়ে, কে আমাকে দিক্ করিতেছে?" এই না বলিয়া রাগের মাথায়—টাকের উপর হইতে খাম্বার বর্শাটা নামাইয়া আনিয়া দেওয়ালের ভিতর দিয়া তাহারই বুকে বসাইয়া দিল। খাম্বা তখন আর্ত্ত কণ্ঠে "থোইবী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজকন্যা চমকিয়া উঠিলেন। এ যে তাঁহারই প্রিয়তমের চির পরিচিত কণ্ঠস্বর! পাগলিনীর মত বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন—মাটিতে খাম্বা পড়িয়া আছে, তাঁহার শরীর হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। ক্ষিপ্র হস্তে প্রিয়তমের দেহ থেকে বর্শা উৎপাটিত করিয়া রাজকন্যা নিজের বুকে আমূল বসাইয়া দিলেন।

একই সঙ্গে প্রণয়ি যুগলের মৃত্যু হইল,—একই চিতায় দেহ দুইটি ভস্মীভূত হইল। তাঁহারা তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না,—দেবতার অংশে তাঁহাদের জন্ম। সাধারণ মানুষের মত পুত্রকন্যা নিয়া সুখে-

স্বচ্ছন্দে ঘর করা করিতে তাঁহারা আসেন নাই। তাঁহারা আসিয়াছিলেন—নিজেদের জীবন দিয়া সংসারে প্রেমের আদর্শ প্রচার করিবার জন্য। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি ॥

বিচিত্র মণিপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উপরোক্ত গল্প কাহিনীতে "কমুল পোকৃপা" বলিয়া থোইবী যে উক্তি দিয়াছেন, ইহার এক অর্থ হইল প্রভু "থাংজিংকে"। থাংজিং এর অপর নাম "কমুল গুরু"—"আপোকপাই" অর্থাৎ কুলদেবতা—মহাদেবের জন্মান্তর। বভ্রুবাহনের বংশজাত কমুক কনসিল বা পাখংবার পুত্র। কমুল গুরু—"থাংজি" নাম ধারণ করিয়া দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। আর এক অর্থে বুঝাইতেছে—বভ্রুবাহনের বংশধর কমুল রাজ বংশ জাত "খাম্বাকে"। "লাই মারেন—আর পান্থোইবী" বলিয়া যে দুইটী উপদেবতার নাম উল্লেখ আছে, কমুল রাজ বংশের আদি মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোক। লাইমারেন বভ্রুবাহনের বংশজ অতিয়া গুরুশীদবার আর পান্থোইবী কমুল গুরুর পাটরাণী। তৎকারণেই ইহারা খাম্বা ও থোইবীর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মোইরাং রাজ বংশাবলী ও বভ্রুবাহনের বংশজাত বংশধর। শলাই বা শাখা বিভক্তি সময়ে গোত্র নামা পৃথক হওয়াতে বিশেষতঃ বহুপুরুষ গত নিমিত্ত কমুল বংশীয় খাম্বা, মোইরাং বংশীয় থোইবীকে বিবাহ করিতে আপত্তি ছিলনা। খাম্বাও থোইবীর প্রেম প্রণয়ের কাল প্রায় আট শত বৎসরের মত হইবে। প্রাচীনে মোটের উপর আমার বিবেচনায় চন্দ্রবংশীয় অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের বংশজাত কমুল রাজ বংশীয়েরাই মণিপুরের প্রাচীনতম শাসক জাতি ছিলেন। ইহারাই কালক্রমে "বিষ্ণুপ্রিয়া জাতি" বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

একটি শ্লোকাংশ

আদৌ গন্ধর্ব্ব্য রাজ্যং মণিপুরমখিলং খ্যাতিমৎ ভারতাব্দৈঃ।
স্বাধিষ্ঠানং পুতৈস্তৈরমর সমতুলৈশ্চিত্রবাহশ্চ মোক্ষৈঃ॥
পশ্চাৎ স্বারস্বতৈস্তৎ শশধরকুলজৈর্মুদ্গলাপত্য গোত্রৈঃ।
লব্ধা সাম্রাজ্যলক্ষ্মী সুবিদিত চরিতৈ বভ্রুবাহশ্চ শ্রেষ্ঠৈঃ॥
তৎপশ্চাদ্দাত্তমন্যাত্তিয় গুরুরধিপৌ স্থাপিতং কর্ণধারৈঃ।
আনুক্রম্যাক্ত রাজ্যং দিনমপি কুলজৈর্গ্রীব রাজাধি রাজৈঃ॥

লাঙ্গোই লোথক্ মিশ্র পুরাণ॥

উপরোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য হইল—ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত বর্ত্তমান মণিপুরের প্রাচীন নাম গন্ধর্ব্ব রাজ্য। তৎপর মণিপুর ও মেখলী নাম ধারণ করে। ভারতে ঐ তিনটি নাম খ্যাত। গন্ধর্ব্ব রাজ চিত্রবাহ গন্ধর্ব্ব রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। পশ্চাতে স্বারস্বত দেশ হইতে আগত (হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ অঞ্চল) শশধর কুলজে অর্থাৎ চন্দ্র বংশীয় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ঔরসে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রবাহর কন্যা চিত্রাঙ্গদায় গর্ভে পুত্রিকা বিধানে জাত মুদগল্য গোত্রীয় বভ্রুবাহন সাম্রাজ্য পতি হইলেন। তৎপশ্চাদ্দাত্তমন্যাত্তিয় গুরু অর্থাৎ তৎপশ্চাতে বভ্রুবাহনের পুত্র পৌত্রাদি দাত্তমাণ আত্তিয়া গুরু বংশধর গণ স্বনামের সহিত ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করার পর দিনমনি কুলজে অর্থাৎ সূর্য্যবংশে জাত গ্রীবরাজ (গরীব নিওয়াজ) রাজাধিরাজ হইলেন।

শ্লোকের তাৎপর্য্য মর্ম্মে দেখা যায় যাইতেছে যে—বভ্রুবাহন চন্দ্র বংশীয় মুদ্গল্য গোত্রীয় এবং গ্রীবরাজ (মৈতৈ মণিপুরী জাতীয় রাজা) সূর্য্যবংশীয় শান্দিল্য গোত্রীয়। গ্রীব রাজের রাজত্বকাল ১৭১৪-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এমতা বস্থায় গ্রীবরাজের পূর্ব্ব পুরুষাদি অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর হইতে—পারে না। মণিপুর রাজ্যের মণিপুরী

গ্রন্থাকার কর্ত্তৃক প্রণীত "মণিপুর ইতিহাস মণিপুর পুরাতম" "বিজয় পাঞ্চালী" নামক ইতিহাসগুলিতেও মৈতৈ রাজবংশাবলী 'সুর্য্যবংশ' বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্লোকানু মতে বিষ্ণুর প্রিয় সখা অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর ক্ষমুল রাজবংশী বিষ্ণুপ্রিয়াগণই মণিপুরের প্রাচীন শাসক জাতি হইবে।

শ্লোকের বহির্ভূত একটি তথ্য :— মণিপুরের লম্বোং দঃ পাহাড়ের ক্রমোনিম্ন ভূভাগে "বিষ্ণুগী উমাংলাই" (জঙ্গলে বিষ্ণু বিগ্রহের দেবতার স্থান) বলিয়া একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ সদৃশ স্থান আছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তির পর বভ্রুবাহন পিতাদের পূজিত এবং সেবিত 'অনন্তশায়ী স্বর্ণ খচিত বিষ্ণু বিগ্রহ হস্তিনা হইতে আনিয়া স্বীয় রাজপাটে মন্দির স্থাপিত ক্রমে সেবা পূজা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানই "বিষ্ণুগী উমাই লাই" বলিয়া বর্ত্তমান প্রচলিত আছে। পূজক ব্রাহ্মণের উপাধি ছিল বিষ্ণুরাংপম ঐ ব্রাহ্মণ বংশ অদ্যাপিও আছে। তদবধি বভ্রুবাহনের রাজপাট ও তদঞ্চলের নাম বিষ্ণুর নামানুসারে 'বিষ্ণুপুর" বলিয়া খ্যাত হইল। পূর্ব্ব নাম ছিল "মেরায় ইম্ফাল"। এমতাবস্থায় বভ্রুবাহনের বংশধর মদগল্য গোত্রীয় ক্ষমুল রাজবংশী বিষ্ণুপ্রিয়াগণই ঐ "বিষ্ণুগী উমাংলাইর" স্বত্বাধিকারী হইবে।

সমাপ্ত।
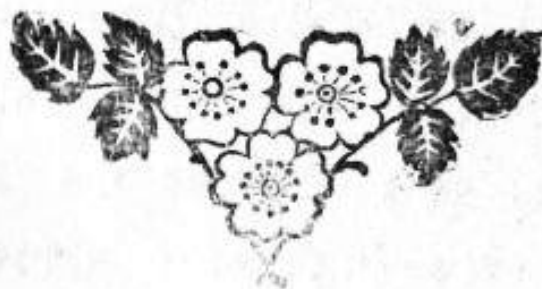
মণিপুর ইতিহাস খানার স্থল বিশেষে অশুদ্ধাদি শব্দের সংশোধন।

৭ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তিতে বর্ব্বর শব্দ কর্তন করিতে হইবে।

১৭ ,, ১২ ,, রহিনে স্থলে রহিলেন হইবে।

১৮ ,, ২১ ,, খোম শব্দের পরে—কুয়াসাস্তন শব্দের পূর্ব্বে স্তন শব্দ হইবে

১৯ ,, ৮ ,, আমকী স্থলে আমলকী হইবে

২০ ,, ৭ ,, সাবস্ত স্থলে সব্যস্ত হইবে

২১ ,, ২৩ ,, এখনও স্থলে এখন ত হইবে

২২ ,, ৮ ,, বাজাইয়া স্থলে বাজাইবা হইবে

২৩ ,, ৯ ,, পঠাংেন স্থলে পাঠাইলেন হইবে

২৩ ,, ২৪ ,, করয়া স্থলে করিয়া হইবে

২৪ ,, ১১ ,, কর্ তে স্থলে করিতে হইবে

২৪ ,, ১৫ ,, উন্মি া স্থলে উন্মীলা হইবে

২৫ ,, ১৩ ,, এখও স্থলে এখনও হইবে

২৭ ,, ২৪ ,, খাইব স্থলে খাইব হইবে

২৮ ,, ১৮ ,, হইরাছে স্থলে হইয়াছে হইবে

২৯ ,, ১৫ ,, হাউরম শব্দের পরে চাউবা শব্দটি হইবে

২৯ ,, ১৭ ,, করি স্থলে করিয়া হইবে

২৯ ,, ২৪ ,, পুরে স্থলে পুত্রের হইবে

৩০ ,, ৯ ,, খা। স্থলে খাবা হইবে

৩২ ,, ৭ ,, বামদিকে সেনা চাউবার পুত্র স্নাহোংবা ও ডানদিকে মচুম্মা স্থলে মচুম্মা, মোহম্মা স্থলে মোহম্মা হইবে

৩২ ,, ১৪ ,, শুলাইলেন স্থলে শুনাইলেন হইবে

৩২ ,, ১৬ ,, পাংং স্থলে পাখংবা হইবে

৩৭ ,, ১ ,, মেয়েগণ শব্দের পরে পলাইয়া হইবে

৩৭ ,, ২ ,, ই স্থলে ইষ্ট হইবে

৩৭	"	২	"	বিষ্ণুপ্রিয়ার স্থলে বিষ্ণুবিগ্রহ হইবে
৩৭	"	৩	"	ছাট স্থলে ছোট হইবে
৩৭	"	৬	"	হাওরম স্থলে হাওবম হইবে
৩৮	"	২১	"	হইতে শব্দ কর্ত্তন করিতে হইবে
৩৯	"	৩	"	য়েননঙ স্থলে য়েননিঙ হইবে
৩৯	"	১১	"	বলয়াও স্থলে বলিয়াও হইবে
৩৯	"	১১	"	খুল্লকপা স্থলে খুল্লাকপা হইবে
৪০	"	১	"	রাজকুমার শব্দের পরে মণিপুর বাসীর হইবে
৪০	"	৩	"	পদ্ধত স্থলে পদ্ধতি হইবে
৪২	"	১	"	কনিষ্ঠ স্থলে কনিষ্ঠা হইবে
৪২	"	১০	"	ববহারে স্থলে ব্যবহারে হইবে
৪২	"	২১	"	শান্তদাশ স্থলে শান্তদাস হইবে
৪৩	"	৫	"	গ্রাহণ স্থলে গ্রহণে হইবে
৪৩	"	৯	"	নিতে স্থলে দিতে হইবে
৪৩	"	২২	"	রাহয়াছে স্থলে রহিয়াছে হইবে
৪৪	"	২০	"	দীক্ষিত না স্থলে দীক্ষিত হইব না হইবে
৪৪	"	২৩	"	আসিতছি স্থলে আসিতেছি হইবে
৪৫	"	২১	"	অবহাত স্থলে অবগত হইবে
৪৭	"	৬	"	আডোম স্থলে অডোম হইবে
৪৮	"	১	"	করিরা স্থলে করিয়া হইবে
৪৯	"	৮	"	নিরবে স্থলে নীরবে হইবে
৫৪	"	৫	"	মচুয়া স্থলে মচুয়া হইবে
৫৪	"	৮	"	মোহয়া স্থলে মোহনা হইবে
৫৪	"	৯	"	ছলেন স্থলে ছিলেন হইবে
৫৪	"	১১	"	এক পরেত্র স্থলে এক পুত্রের হইবে
৫৪	"	১৩	"	আরবম স্থলে অরিবম হইবে
৫৪	"	২২	"	স্থানর স্থলে স্থানের হইবে

৫৭	"	১	"	ডক্তার স্থলে ডাক্তার হইবে
৫৭	"	১০	"	মাত্র স্থলে মন্ত্র হইবে
৫৮	"	৮	"	লৈমাবেল স্থলে লৈমারেল হইবে
৫৮	"	১১	"	অতম্না স্থলে অতিম্না হইবে
৫৮	"	১৮	"	শদবগী স্থলে শীদবগী হইবে
৫৯	"	১৪	"	কোকপদা স্থলে কোকপদী হইবে
৫৯	"	১৯	"	গেষ্ঠী স্থলে গোষ্ঠী হইবে
৫৯	"	২৩	"	ভুত স্থলে ভূত হইবে
৬০	"	৩	"	প্রথম ভাগের সংখ্যাটি ৬ হইবে
৬০	"	৯	"	পর্ব্বনের স্থলে পার্ব্বনের হইবে
৬১	"	১	"	রাহিতা স্থলে রোহিতা হইবে
৬১	"	৩	"	প্রদাতাবা স্থলে প্রদাতবাঃ হইবে
৬১	"	১৫	"	রাজবংশবলীর স্থলে রাজ বংশাবলী হইবে
৬১	"	২৩	"	নশ্চয়তা স্থলে নিশ্চয়তা হইবে
৬৩	"	১৪	"	কনিষ্ট স্থলে কনিষ্ঠ হইবে
৬৪	"	১	"	বসত স্থলে বসতি হইবে
৬৪	"	২	"	গীতাভিষ স্থলে গীতাভিনয় হইবে
৬৫	"	১৩	"	মাঠ স্থলে মাঠে হইবে
৬৭	"	৯	"	সেহেব স্থলে সাহেব হইবে
৭৭	"	২	"	বশী স্থলে বেশী হইবে।
৭৭	"	৭	"	কৈরেং খুলাকপা স্থলে কৈরেং খুল্লাকপার হইবে।
৭৭	"	১২	"	যে স্থলে সে হইবে।
৮১	"	২২	"	শিকরে স্থলে শিখরে হইবে।
৮২	"	৮	"	রিরত স্থলে বিরক্ত হইবে।
৮২	"	১২	"	প্রভৃতিতব স্থলে প্রভৃতির হইবে।
৮২	"	২৪	"	রাজপ অভষক্ত স্থলে রাজপদে অভিষিক্ত হইবে।

৮৩	„ ১২	„	আক্রমণ স্থলে আমন্ত্রণ হইবে।
৮৫	„ ৮	„	নাম অভিহত স্থলে নামে অভিহিত হইবে।
৮৫	„ ১৭	„	অপত্রক স্থলে অ ্রক হইবে।
৮৬	„ ৫	„	আন্তম স্থলে অন্তিম হইবে।
৮৬	„ ১৫	„	ভাবণ স্থলে ভীষণ হইবে।
৮৬	„ ১৯	„	প্রতপে স্থলে প্রতাপে হইবে।
৮৭	„ ২০	„	প্রসাদ স্থলে প্রাসাদ হইবে।
৮৮	„ ৫	„	নিয়মিতাবে স্থলে নিয়মিত ভাবে
৮৮	„ ১৬	„	প্রসভি স্থলে প্রসারিত হইবে।
৮৯	„ ৭	„	উসহ স্থলে উৎসাহ হইবে।
৯০	„ ৫	„	ইত্যারি স্থলে ইত্যাদির হইবে।
৯১	„ ৪	„	পয়ত্রশ স্থলে পয়ত্রিশ হইবে।
৯১	„ ৮	„	বাজ্যের স্থলে রাজ্যের হইবে।
৯১	„ ১৬	„	রা স্থলে রাজ্য হইবে।
৯১	„ ১৭	„	ভৈরবীং স্থলে ভৈরবঞ্চীং হইবে।
৯১	„ ২৩	„	উচ্ছসিত স্থলে উচ্ছ্বসিত হইবে।
৯২	„ ৩	„	উত্তোল স্থলে উত্তোলন হইবে।
৯২	„ ১৫	„	বরিত স্থলে কবিত হইবে।
৯২	„ ২০	„	ক্রমশ স্থলে ক্রমশঃ হইবে।
৯৩	„ ১	„	চবমে স্থলে চরমে হইবে।
৯৩	„ ৯	„	ক্রমগত স্থলে ক্রমাগত হইবে।
৯৪	„ ৭	„	ফিরয়া স্থলে ফিরিয়া হইবে।
৯৪	„ ৮	„	কাধিক স্থলে একাধিক হইবে।
৯৪	„ ১৭	„	দবারের স্থলে দরবারের হইবে।
৯৫	„ ৩	„	পাইলেন স্থলে পাঠাইলেন হইবে।
৯৫	„ ১০	„	যুবারে স্থলে যুবরাজের হইবে।

৯৫	„	২১	„	গয়া স্থলে গিয়া হইবে।
৯৭	„	১৩	„	প্রাথিত স্থলে প্রোথিত হইবে।
৯৮	„	৪	„	গঠিত স্থলে সংগঠিত হইবে।
৯৮	„	৫	„	আবার স্থলে আমার হইবে।
১০০	„	৭	„	লেট স্থলে কলেট হইবে।
১০০	„	৭	„	ঘোষ স্থলে ঘোষনা হইবে।
১০১	„	২	„	তাহাক স্থলে তাহাকে হইবে।
১০১	„	১১	„	দ্বেগের স্থলে উদ্বেগের হইবে।
১০২	„	২৩	„	বৃত্তা স্থলে বৃত্তান্ত হইবে।
১০৩	„	১২	„	কাসিপায় ও লক্তাক শব্দের মধ্যস্থলে তৎপর লিংখৌ পোং হইবে।
১০৭	„	২৪	„	পর্যলোচনা স্থলে পর্য্যালোচনা হইবে।
১০৮	„	১৭	„	১২০ স্থলে ১২০৬ হইবে।
১১২	„	১৬	„	বাঙ্গাল স্থলে বাঙ্গালা হইবে।
১১২	„	২৩	„	প্রাচীনত্ত মৌমলিক স্থলে প্রাচীনতম মৌলিক হইবে।
১১৩	„	৯	„	সংমূল স্থলে ক্ষমূল হইবে।
১১৩	„	২২	„	বম্বা স্থলে খম্বা হইবে।
১১৪	„	১	„	ইবুংভো স্থলে ইবুংভো হইবে।
১১৬	„	১৪	„	বাপরিগা স্থলে যাওরিগা হইবে।
১২০	„	৫	„	লৌক স্থলে লৌকিক হইবে।
১২২	„	৬	„	করয়া স্থলে করিয়া হইবে।
১২৪	„	১৫	„	করিলে স্থলে করিলেন হইবে।
১২৪	„	১৭	„	নিৰ্ম্মিন্ত স্থলে নিৰ্ম্মিত্র হইবে।
১২৫	„	১৮	„	পূর্ব্বাঞ্চ স্থলে পূর্ব্বাঞ্চল হইবে।
১২৪	„	২০	„	সমটা স্থলে সময়টা হইবে।
১২৫	„	১০	„	কল্মরথ স্থলে কলমরথ হইবে।
১২৫	„	১৭	„	হেমঞ্চচ স্থলে হেমচন্দ্র হইবে।

১২৬ ,, ১ ,, জনশ্রুত্ত স্থলে জনশ্রুতি হইবে।
১২৬ ,, ১ ,, যত্তে ও গিয়াছে শব্দের মধ্যস্থলে জানা
১২৬ ,, ৫ ,, ধনপত্তিও স্থলে ধনপতিত্ত হইবে।
১২৬ ,, ১২ ,, ইম্পাল স্থলে ইম্ফাল হইবে।
১২৬ ,, ১৫ ,, বংধরগণ স্থলে বংশধরগণ হইবে।
১২৭ ,, ১ ,, নং এর পূর্ব্বে ১৩০ হইবে।
১২৭ ,, ৩ ,, ধ স্থলে ধলা হইবে।
১২৭ ,, ২০ ,, করিয়াছিলেল স্থলে করিয়াছিলেন
১২৮ ,, ৬ ,, জকজন স্থলে একজন হইবে।
১৩৩ ,, ১ ,, মিংথৌবা স্থলে নিংথৌ হইবে।
১৩৩ ,, ৩ ,, শাশক স্থলে শাসক হইবে।
১৩৩ ,, ৬ ,, পর্য্যন্ত শব্দটি কর্ত্তন হইবে।
১৩৪ ,, ২১ ,, হডেলেয়ে স্থলে ইডেলেয়ে হইবে।
১৩৪ ,, ২২ ,, সাকাকা স্থলে সাকাকপা হইবে।
১৩৪ ,, ২৭ ,, লুমপাক স্থলে লুমপা হইবে।
১৩৪ ,, ২৯ ,, নাম্নপা স্থলে নামপা হইবে।
১৩৫ ,, ২৮ ,, বংশজাত স্থলে বংশজ হইবে।
১৩৬ ,, ১ ,, আরাধ্য ও শ্রীবিষ্ণু শব্দের মধ্যস্থলে দেবতা শব্দটি বসিবে।
১৩৬ ,, ১৪ ,, মিয়াং আলালপা স্থলে মিয়াং আচালপা হইবে।
১৩৭ ,, ২৩ ,, বিস্মত স্থলে বিস্মৃত হইবে।
১৩৮ ,, ৭ ,, স্বপ্নে স্থলে স্বপ্নে হইবে।
১৩৮ ,, ১২ ,, গে স্থলে বেগে হইবে।
১৩৯ ,, ৭ ,, করিলন স্থলে করিলেন হইবে।
১৪৪ ,, ১৩ ,, খাম্বার স্থলে খাম্বার হইবে।
১৫১ ,, ৬ ,, দিনমপি স্থলে দিনমণি হইবে।
১৫১ ,, ১৮ ,, বায় শব্দ কর্ত্তন হইবে।